বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের
প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন
“এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)” প্রকল্প এর

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা প্রতিবেদন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭

জুন ২০২০

সমীক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান

উন্নয়ন ধারা

বাড়ী # ৩১/২, সড়ক # ৬, ব্লক # ক,
শ্যামলী হাউজিং সোসাইটি
আদাবর, মোহাম্মদপুর
ঢাকা # ১২০৭

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা দল	আইএমইডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ
জনাব শাহ এহসান হাবিব, পিএইচডি টিম লিডার	জনাব মো: আব্দুল মজিদ, এনডিসি মহাপরিচালক (যুগ্ম সচিব), আইএমইডি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭
মো: সাইদুর রহমান, এমএসএস (অর্থনীতি), এমপিএইচ, এমপিএস আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	জনাব ওমর মো: ইমরুল মহসিন পরিচালক, আইএমইডি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭
ইঞ্জিনিয়ার মো: আজিজুল হক মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার	জনাব মোল্যা সোহাগ হোসেন সহকারী পরিচালক, আইএমইডি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭
জনাব মো: এরশাদুল হক, এমএসসি (পরিসংখ্যান) পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ	

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
নির্বাহী সারসংক্ষেপ		i
শব্দ সংক্ষেপ		iii
প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা		
১.১	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.২	প্রকল্প পরিচিতি	২
১.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	২
১.৪	প্রকল্পের অনুমোদন, সংশোধন ও মেয়াদ বৃদ্ধি	২
১.৫	প্রকল্পের অর্থায়ন: মূল ও সংশোধন	২
১.৬	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ	২
১.৭	অঙ্গ ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা	৪
১.৮	প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা	৬
১.৯	প্রকল্পের লগফ্রেম	১৩
১.১০	Exit Plan	১৪
দ্বিতীয় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা		
২.১	সমীক্ষার ToR	১৫
২.২	এলাকা নির্বাচন	১৯
২.৩	নমুনা পদ্ধতি ও নমুনার আকার নির্ধারণ	১৯
২.৪	তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি	২১
২.৫	সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা	২৪
তৃতীয় অধ্যায়: সমীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা		
৩.১	প্রকল্পের অগ্রগতি	২৫
৩.১.১	প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	২৫
৩.১.২	সংশোধিত ও অনুমোদিত ব্যয়	২৫
৩.১.৩	ব্যয় বৃদ্ধির কারণ	২৫
৩.১.৪	বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও অগ্রগতি	২৫
৩.১.৫	ব্যয় কম হওয়ার কারণসমূহ	২৬
৩.১.৬	অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতির চিত্র	২৬
৩.১.৭	পিছিয়ে পড়া অঙ্গের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা	২৯
৩.১.৮	ডিপিপি সংশোধন	২৯
৩.১.৯	ডিপিপি সংশোধনে সময় ব্যয় এর কারণসমূহ	৩০
৩.১.১০	ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব	৩০
৩.১.১১	নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সম্ভাব্য বাধা সমূহ	৩০
৩.১.১২	রপ্তানি আয়ে প্রকল্পের অবদান	৩০
৩.১.১৩	প্রকল্প প্রণয়নে ত্রুটিসমূহ	৩১
৩.১.১৪	টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণে	৩১
৩.১.১৫	টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণ ও তদারকির জন্য ফার্ম নিয়োগ	৩২
৩.১.১৬	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের Compliance উন্নয়নে প্রকল্পের অবদান	৩২
৩.১.১৭	ডিপিপি অনুযায়ী কাজে ম্যানেজমেন্ট এর সমস্যা	৩২
৩.২	ক্রয় কার্যক্রম	৩৩
৩.৩	উদ্দেশ্য অর্জন ও অবস্থা পর্যালোচনা	৩৯
৩.৩.১	লগফ্রেমের পর্যালোচনা	৪২
৩.৪	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	৪৩
৩.৪.১	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ	৪৩
৩.৪.২	জনবল নিয়োগ	৪৩

৩.৪.৩	প্রকল্পে স্টিয়ারিং কমিটির সভা	৪৩
৩.৪.৪	পিএমআইএস এর তথ্য	৪৩
৩.৪.৫	অডিট সর্ম্পকিত পর্যালোচনা	৪৩
৩.৪.৬	পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন	৪৩
৩.৫	প্রাইমারী বা/ও সেকেন্ডারী তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল	৪৪
৩.৫.১	মূল তথ্যদাতাদের সাথে KII এর ফলাফল	৪৪
৩.৫.২	Focus Group Discussion (FGD) এর ফলাফল	৪৬
৩.৫.৩	ডাটা ট্রয়াংগুলেশন	৪৭
৩.৫.৪	ইএসকিউ বিষয়ে জরিপের ফলাফল	৪৯
চতুর্থ অধ্যায়		
	সবলতা-দুর্বলতা, সুযোগ-ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনা	৫৯
পঞ্চম অধ্যায়		
	পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ	৬১
ষষ্ঠ অধ্যায়		
	সুপারিশসমূহ ও উপসংহার	৬৩

সারণি তালিকা

১.১	অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি	২
১.২	অর্থায়নের অবস্থা (মূল ও সংশোধিত এর হ্রাস/বৃদ্ধি	২
১.৩	অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন পরিকল্পনা	৪
১.৪	মোট ক্রয় পরিকল্পনা	৭
১.৫	প্রকল্পের লগফ্রেম	১৩
২.১	এলাকা অনুযায়ী নমুনা বন্টন	১৯
২.২	কর্ম পরিকল্পনা	২৪
৩.১	বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও অগ্রগতি	২৫
৩.২	বছর ভিত্তিক অগ্রগতি	২৭
৩.৩	সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়	৩০
৩.৫	টেকনোলজি সেন্টারের জন্য জমি সংক্রান্ত তথ্য	৩১
৩.৬	ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য	৩৪
৩.৭	ক্রয় প্যাকেজের পরিবর্তন	৩৬
৩.৮	উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা	৩৯
৩.৯	PIC/PSC কমিটির সভা লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	৪৩
৩.১০	ডাটা ট্রায়াংগুলেশন	৪৭
৩.১১	লিঙ্গ ভিত্তিক জেলাওয়ারী বন্টন	৪৯
৩.১২	উত্তরদাতাদের বয়সের ভিত্তিক বন্টন	৫০
৩.১৩	শিক্ষাগত যোগ্যতা	৫০
৩.১৪	মাসিক আয়	৫১
৩.১৫	কাজের মেয়াদকাল	৫১
৪.১৬	ESQ বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম	৫২
৩.১৭	শেখার জন্য সময়কাল	৫২
৩.১৮	Time of awareness সম্পর্কে তথ্য	৫৩
৩.১৯	সেশন পদ্ধতি	৫৪
৩.২০	সেশন পরিচালনার কার্যকর পদ্ধতি	৫৫
৩.২১	সচেতনতামূলক কার্যক্রম এর প্রয়োজনীয়তা	৫৭

লেখচিত্র তালিকা

২.১	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কৌশল	১৬
২.২	উপাত্ত ও তথ্যের ট্রায়াংগুলেশন	১৮
২.৩	নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজের ফ্লো চার্ট	২৩
৩.১	লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	২৫
৩.২	সচেতনতামূলক সেশনে আলোচ্য বিষয়সমূহ	৫৩
৩.৩	সচেতনতামূলক সেশনের মাধ্যমে শিখণসমূহ	৫৪
৩.৪	সচেতনতামূলক সেশন কাজের ক্ষেত্রে কী কী অবদান রাখবে	৫৬
৩.৫	সেশনের পূর্বের ও পরের অবস্থা	৫৭
৩.৬	সচেতনতামূলক সেশনের প্রয়োজনীয়তা	৫৭

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

“এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)” শীর্ষক প্রকল্পটি রপ্তানি বহুমুখীকরণ, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, পাদুকা (চামড়া ও চামড়া ব্যতীত), হালকা প্রকৌশল এবং প্লাস্টিকস এই ৪টি সেক্টরে দক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি এবং দেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধিতে সরাসরি অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বিশেষ দিকটি বিবেচনায় রেখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৭ সালে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় চারটি শিল্প খাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ খাতগুলোকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সক্ষম করে গড়ে তোলা এবং নির্বাচিত শিল্পখাতসমূহ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বহুমাত্রিক সমস্যা সমাধানে বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিচারে এটি একটি গতিশীল (Agile) ও নতুন ধরনের (innovative) প্রকল্প। সে কারণে গতিশীল বা এজাইল প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বেস্ট প্র্যাকটিস্ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে যা আন্তর্জাতিক বাজার ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হবে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ যেমন: প্রকল্প প্রণয়ন, সংশোধন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে প্রকল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়ন এবং প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল টেকসই করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান ইত্যাদি। উদ্দেশ্যসমূহ বিবেচনা করে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দলিলাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়। কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ৩৮৪ জন শ্রমিকের সাথে জরিপ করা হয়েছে। পাশাপাশি কারখানার শ্রমিক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং এ্যাসোসিয়েশনের সাথে যথাক্রমে ৭, ১ ও ৪টি Focus Group Discussion (FGD) করা হয়েছে। অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও অংশীজনের সাথে ২০টি Key Informant Interview (KII) এর মাধ্যমে প্রকল্পের গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া, সেকেন্ডারি উৎস থেকে চেকলিস্টের মাধ্যমে আর্থিক অগ্রগতি, প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ও বরাদ্দের ব্যবহার এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

বছর ভিত্তিক ব্যয়ের অগ্রগতির বিবেচনায়, প্রথম অর্থ বছর (২০১৭-২০১৮) EC4J শীর্ষক চলমান প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৩০.০%। পরবর্তী অর্থ বছরে (২০১৮-২০১৯) লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৬০%। এ প্রকল্পের তৃতীয় অর্থ বছরে (২০১৯-২০২০) অর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৬৪.০%। উল্লেখ্য, প্রকল্পটি বিগত তিন বছেরের মধ্যে কোন বছরই লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতভাগ আর্থিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয় নাই।

এ প্রকল্পের প্রাথমিক বাস্তবায়ন পর্বে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী টাকার বিনিময় মূল্য হ্রাস পাওয়ায় প্রস্তাবিত অর্থের চেয়ে বেশী অর্থের প্রয়োজন পড়েছে। প্রকল্প প্রণয়নের সময় টাকার মূল্যের সাথে মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য ছিল ১ ডলার সমান ৭৯ টাকা। প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর সময় ডলারের মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় ৮৪ টাকা। এ পরিপ্রেক্ষিতে জিওবি’র প্রাক্কলিত ব্যয় ২১১২ লক্ষ টাকা বাড়ানো হয়। যার ফলে বিশ্বব্যাংক ও জিওবি’র মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

টেকনোলজি সেন্টারের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নে বিলম্ব হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ যথাসম্ভব এড়িয়ে সরকারের অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক এবং সংশ্লিষ্ট বিসিক শিল্প নগরীসমূহে ভূমির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে সময় ব্যয়। অন্যদিকে নির্দিষ্ট সেক্টরের কারখানাগুলোর অবস্থান বিবেচনা করা যাতে তারা প্রকল্পের সেবাসমূহে সহজে প্রবেশ এবং গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশন ও অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে বিলম্ব হয়েছে। তবে ৪টি টেকনোলজি সেন্টারের জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে ২টি জমির বরাদ্দ পাওয়া গেছে যার পরিমাণ ১৪.০৪ একর এবং অবশিষ্ট ২টি জমি বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) ও প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (PIU) এর সংশ্লিষ্ট সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি, বিভিন্ন দিক নির্দেশনা এবং ভবিষ্যত করণীয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনটি পরবর্তী পিআইইউ (PIU)ও পিএসসি (PSC)সভায় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। EC4J শীর্ষক চলমান প্রকল্পটি আইএমইডি (IMED) এর PMIS যুক্ত হয়েছে এবং প্রতি মাসে আপডেট করা হয়।

কারখানাসমূহে ESQ বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশনে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়: সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৩৯.৮%) উত্তরদাতাদের মাসিক আয় ৫০০১ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা সীমার মধ্যে। প্রায়

তিন-চতুর্থাংশ (৭১.৬%) উত্তরদাতা উল্লেখ করেন শিখণের জন্য তাদের সময় যথেষ্ট ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮৬.২%) উত্তরদাতা বলেছেন দিনের যে সময় সেশন পরিচালনা করা হয়েছে তা সঠিক ছিল। যে সকল বিষয় সম্পর্কে সেশনে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো হলো: ওভারটাইম (৭৯.৪%), Person Protection equipment (পিপিই) (৭৮.৯%), দূর্ঘটনায় করণীয় (৬৮.৫%), নিয়োগপত্র (৫০.৩%), কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি (৫১.০%), মাতৃত্বকালিন ছুটি (৪৪.০%), যৌন হয়রানি (৪০.৬%) এবং বিভিন্ন কমিটি বিশেষ করে Safety Committee ও Participation Committee।

এই প্রকল্পে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনার একটি মাধ্যম হিসাবে নাটক, সঙ্গীত ও ক্ষুদ্র নাটিকাকে বেছে নেয়া হয়েছিল। জরিপে নাটক ও গানের মাধ্যমে সচেতনতা কার্যক্রম সবচেয়ে বেশী কার্যকর পদ্ধতি ছিল মনে করেন যথাক্রমে ৫৪.৪% ও ২৮.৯% উত্তরদাতা। তিন-চতুর্থাংশের চেয়ে বেশী সংখ্যক (৭৬.৮%) উত্তরদাতা মনে করেন সচেতনমূলক সেশন পরিচালনার ফলে কারখানায় দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। এছাড়া ৭৪.৫% উত্তরদাতা মনে করেন কারখানার কাজের পরিবেশ উন্নত হবে। অপরদিকে ৬০.৪% মনে করেন এর ফলে মালিক শ্রমিক উভয়ে সচেতন হবে। শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে ৫১.৮% উত্তরদাতা জবাব দেন যে এ কার্যক্রম শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে। প্রায় একই সংখ্যক উত্তরদাতা (৫১.৮%) মনে করেন যে, এটি কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবে। পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রশ্নে, এক-তৃতীয়াংশ (৩৩.৫%) বলেছে এ সকল সেশনের ফলে তাদের কারখানায় মালিক শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হয়েছে।

সচেতনমূলক সেশনের অংশগ্রহণের পূর্বে তাদের মধ্যে কত জনের নিয়োগ পত্র ছিল, এ প্রশ্নের জবাবে ৯৫.৩% উত্তরদাতাদের যোগদানের সময় নিয়োগপত্র পেয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। অপরপক্ষে ৯৭.৯% স্বীকার করেন যে সেশনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তারা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে নিয়োগ পত্র পাওয়া নিশ্চিত করেন। ওভারটাইমের পাওনা পূর্বে ছিল (৮৩.৩%) এবং পরে (৮৮.৮%)। মাতৃত্বকালীন ছুটি পূর্বে পেত (৫৭.৮%), বর্তমানে (৬০.৪%)। ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন পেত (৩২.০%) বর্তমানে (৪৬.৬%)। অপরদিকে সুপারভাইজরদের দুর্ব্যবহার পূর্বে ছিল ১২.৫%, বর্তমানে কমে ২.৬%। তদ্রুপ যৌন নির্যাতন পূর্বে ছিল ৫.৫%, বর্তমানে ১.৩%।

জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতারা মনে করেন কারখানায় এ ধরনের সচেতনতামূলক সেশনের প্রয়োজন আছে। শ্রমিকরা ভবিষ্যতে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে ও কারখানায় কাজের পরিবেশ উন্নত হবে বলে মনে করেন যথাক্রমে ৫১.৬% ও ৩৬.৭৫% উত্তরদাতা। কার্যক্ষেত্রে পিপিই'র ব্যবহার; দূর্ঘটনা রোধ ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কেও উত্তরদাতাদের মতামত যাচাই করা হয়। ৩৪.৯% উত্তরদাতা মনে করে সেশনের ফলে পিপিই'র ব্যবহার বাড়বে ফলে কারখানায় দূর্ঘটনা কমবে। অন্যদিকে ১৮.২% বিশ্বাস করেন এর ফলে কারখানায় উৎপাদন বাড়বে, অনুরুপভাবে ২১.৩% মনে করে উৎপাদন বাড়লে শ্রমিকদের বেতন বাড়বে।

প্রকল্পের অগ্রগতিকে আরো বেশী গতিশীল করার জন্য জন্য সার্বিক লক্ষ্যমাত্রাকে বছরভিত্তিক বিভক্ত করে পরিকল্পনামাফিক বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। টেকনোলজি সেন্টারের ডিজাইন ড্রয়িং ও ঠিকাদারি (নির্মাণ কাজের) প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহকে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) অথবা অর্থনৈতিক অঞ্চল (Economic Zone) এলাকায় প্লট/ফ্লাট বরাদ্দে সহায়তা প্রদান করা যাতে তারা Compliance বিষয়সমূহ সমাধান করে বৈদেশিক বাণিজ্য চেইনে প্রবেশ করতে পারবে। নির্ধারিত সেক্টরের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ESQ উন্নতি করার জন্য এ্যাসেসমেন্ট এর পর বেশী সংখ্যক শিল্পসমূহকে প্রশিক্ষণ দেয়া, ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান এবং দেশী ও বিদেশী মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া। বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশন এর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র আর্থিক অনুদান দেয়া যাতে এ্যাসোসিয়েশনসমূহ সঠিকভাবে তাদের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। ফলে এ্যাসোসিয়েশনসমূহ Sustainability অর্জন করতে পারবে। এ্যাসোসিয়েশন এর সদস্য হওয়ার জন্য কাজের শিল্পের গুণগত মান ও পরিবেশ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যাতে Impartial হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিশুশ্রম বিষয়টি কারখানাসমূহে ইএসকিউ (ESQ) বিষয়ে সচেতনতামূলক স্ক্রিপ্টে অন্তর্ভূক্ত করা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা।

শব্দসংক্ষেপ

BBS	: Bangladesh Bureau of Statistics
BDS	: Business Development Services
BEIOA	: Bangladesh Engineering Industry Owners Association
BEMMA	: Bangladesh Electrical Merchandise Manufactures Association
BETF	: Bank-Executed Trust Fund
BEZA	: Bangladesh Economic Zone Authority
BIDA	: Bangladesh Investment Development Authority
BICF	: Bangladesh Investment Climate Fund
BPC	: Business Promotion Council
BPGMEA	: Bangladesh Plastic Goods Manufacturers and Exporters Association
BTA	: Bangladesh Tanners Association
CPF	: Country Partnership Framework
DA	: Designated Account
DOE	: Department of Environment
e-GP	: Electronic Government Procurement
EMF	: Environmental Management Framework
EMP	: Environmental Management Plan
EPB	: Export Promotion Bureau
ERF	: Export Readiness Fund
ERR	: Economic Rate 0f Return
ES	: Environmental Screening
ESMF	: Environmental and Social Management Framework
ESQ	: Environmental, Social, and Quality
FAPAD	: Foreign Aided Projects Audit Directorate
FDI	: Foreign Direct Investment
FM	: Financial Management
GAC	: Grant Advisory Committee
GDP	: Gross Domestic Product
GOB	: Government of Bangladesh
GP	: Global Practice
GRS	: Grievance Redress Service
GSP	: Generalized System of Preferences
GVC	: Global Value Chain
ISO	: International Standards Organization
IUFR	: Interim Unaudited Financial Report
M & E	: Monitoring and Evaluation
MOC	: Ministry of Commerce
MOI	: Ministry of Industries
MSME	: Micro, Small, and Medium Enterprise
RMG	: Ready Made Garments
UEA	: United Environmental Assessment
WBS	: Work Breakdown Structure

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ প্রকল্পের পটভূমি: বাংলাদেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য প্রণীত নীতিমালা বেসরকারী খাতের উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি উন্নয়নের অংশীদারদের দ্বারাও স্বীকৃত। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬ -২০২১) ও বাংলাদেশ রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ এদেশের রপ্তানি সম্ভাবনাসূচক বিকাশের খাতসমূহকে চিহ্নিত করেছে। এ সকল নীতি ও কর্মস্পৃহার কারণে এদেশের পণ্যসামগ্রী আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমবর্ধমানহারে প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠছে যা অর্থনৈতিক ও রপ্তানি বৈচিত্র্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতোমধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২০২১ সালের মধ্যে ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রফতানি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

EC4J শীর্ষক চলমান প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রপ্তানি প্রতিযোগিতা জোরদার করার মাধ্যমে অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের যে খাতগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে এগুলো হলো-চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্য, পাদুকা (চামড়া ও চামড়া ব্যতীত), হালকা প্রকৌশল ((ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি; বাইসাইকেল; অটোমোবাইল এবং যন্ত্রাংশ; ব্যাটারি এবং একুমুলেটর; ফাউন্ড্রি, ডাই এবং মোল্ড ইত্যাদি) এবং প্লাস্টিকস। এই লক্ষ্য অর্জনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিশ্বব্যাংক এর অর্থায়নে EC4J শীর্ষক এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি তৈরী পোশাক শিল্পের (RMG) বাইরে রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নীতিগত উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নে সরাসরি অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ প্রকল্প নির্ধারিত চারটি সেক্টরে যে সকল ক্ষেত্রগুলোতে উন্নয়নে সহায়তা করা হবে তা'হলো: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; পরিবেশগত, সামাজিক এবং গুণগতমান উন্নয়ন (Environmental, Social and Quality Compliance); চারটি টেকনোলজি সেন্টার (Technology Center) স্থাপনের মাধ্যমে শিল্প উদ্যোক্তাদের উন্নততর কারিগরি ও সহায়ক সেবা প্রদান; শিল্প ক্লাস্টারভিত্তিক অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি। প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে রপ্তানি বাজারে অন্তর্ভূক্ত সংস্থাগুলি এসব সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হয়। রপ্তানি বাজারে প্রবেশের সম্ভাবনা আছে এমন সংস্থাগুলোও যাতে সুযোগ সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করা। এ প্রকল্প থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহ সুবিধা পাবে, বিশেষ করে যারা রপ্তানি 'ভেল্যু চেইন' প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভূক্ত হবে।

বাংলাদেশী শ্রমিকগণ দীর্ঘদিন ধরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে। দেখা যায় প্রতি ৫ জনের মধ্যে ৩জন শ্রমিক অনুপযোগী ও ঝুঁকিপুর্ণ পরিবেশে কাজ করে থাকে। বাণিজ্য খাত থেকে অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বৈশ্বিক পোশাক খাতে 'ভ্যালু চেইনে' প্রবেশ করেছে। এ পোশাক খাতে ৮০ শতাংশ নারী কর্মী নিয়োজিত আছে[1]। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক চাকুরীর সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে রপ্তানি প্রতিযোগিতাকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও ভাল চাকুরীর সুযোগ তৈরী হবে।

পোষাক শিল্প দেশের মোট রপ্তানির ৮২ শতাংশ রপ্তানি করে থাকে [2]। যদি পোশাক খাতের সফলতাসমূহ অন্যান্য খাতে প্রতিফলন ঘটাতে পারে তাহলে রপ্তানিতে দ্রুত উন্নতি লাভ করা সম্ভব হবে। লক্ষ্যণীয় যে, অন্যান্য খাতের সমস্যা রয়েছে এবং এ সমস্যাসমূহ দূরীকরণের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে এদেশের অন্যান্য হালকা খাতসমূহ হবে অধিক শ্রমঘন যেখানে নারী শ্রমিকরা বেশী মাত্রায় নিয়োগ পাবে। পোষাক শিল্পের বাহিরের খাতে (নন-আরএমজি) বৃহদাকার ও মানসম্পন্ন চাকুরী সৃষ্টিতে দরকার বৃহৎ রপ্তানীমূখী প্রশিক্ষণ। সেই সাথে বিশ্ববাজারে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা ও রপ্তানি বাজারে অংশগ্রহণের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা দরকার যাতে ভবিষ্যতে অধিক বেতন ও মানসম্পন্ন চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি হয়। EC4J শীর্ষক এ প্রকল্পটি তৈরী পোশাক শিল্পের (RMG) বাইরে রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নীতিগত উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নে সরাসরি অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

1 Bangladesh Bureau of Statistics (2016).

2 Garment Workers in Bangladesh: Social Impact of the Garment Industry (2015)

১.২ প্রকল্প পরিচিতি:

প্রকল্পের নাম : এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)

i. **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়** : বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ii.**বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

iii.**প্রকল্পের অবস্থান** : ঢাকা ও চট্টগ্রাম এবং অন্য উপযুক্ত এলাকা

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং সুনির্দিষ্ট সেক্টরে দক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।
- দেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

১.৪ অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি: প্রকল্পের ডিপিপি ও সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন কাল শুরু ও সমাপ্তির তারিখ নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ১.১: অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি

	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	মূল ডিপিপি	প্রথম সংশোধিত (ডিপিপি)	
ক	শুরুর তারিখ	:	জুলাই ২০১৭	জুলাই ২০১৭	
খ	সমাপ্তির তারিখ	:	জুন ২০২৩	জুন ২০২৩	

১.৫ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধিরহার): EC4J প্রকল্পের মূল ডিপিপি ও সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্রাক্কলিত ব্যয় এবং মূল ডিপিপি থেকে সংশোধিত ডিপিপি'তে ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নের ছকে দেয়া হল:

সারণি ১.২: অর্থায়নের অবস্থা (মূল ও সংশোধিত এর হ্রাস/বৃদ্ধি লক্ষ টাকা

প্রাক্কলিত ব্যয়	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	Difference [পার্থক্য (৩-২)]	
			টাকা	%
১	২	৩	৪	৫
জিওবি	১৫১০০.০০	১৭২১২.০০	২১১২.০০	১৩.৯৯
প্রকল্প ঋণ (বিশ্ব ব্যাংক)	৭৯০০০.০০	৮৪০০০.০০	৫০০০.০০	৬.৩৩
মোট	৯৪১০০.০০	১০১২১২.০০	৭১১২.০০	৭.৬৬

** প্রকল্পের প্রথম সংশোধনীর সময় টাকার বিপরীতে মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় টাকার পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে ঋণ সহায়তা বাড়েনি*

১.৬ প্রকল্পের প্রধান কাজ সমূহ: আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গসমূহকে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম (Activities) গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে এই সকল কার্যক্রম উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য প্রধান কার্যক্রমের আওতায় কিছু সাব কার্যক্রম আছে যা নিম্নে দেয়া হলো:-

১.৬.১ বাজারে প্রবেশের জন্য সহায়ক কর্মসূচি:

- তথ্যে প্রবেশ/সচেতনতা বৃদ্ধি;
- প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার;
- কারখানা পর্যায়ে ESQ কমপ্লাইন্স এসেসমেন্ট;
- ESQ রেফারেন্স মেটারিয়ালস তৈরী ও প্রিন্ট করা;
- ইনস্টিটিউশন এর দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ডায়লগ;
- ম্যাচিং গ্রান্ট কর্মসূচি:
- বাজার ইন্ট্রলিজেন্স কর্মসূচি;
- বাজার উন্নতকরণ ও ব্রান্ডিং;

১.৬.২ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কর্মসূচি;

- টেকনোলজি সেন্টার স্থাপন;
- ইন্টারন্যাশনাল স্টান্ডার্ড টেস্টিং ও সার্টিফিকেশন;
- উন্নততর যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ;
- আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ;
- মহিলাদের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;

১.৬.৩ অবকাঠামো বাধা দূরীকরণে সরকারি বিনিয়োগে সুবিধা প্রদান;

- উন্নততর সংযোগ স্থাপন;
- ইউটিলিটি সেবার সদ্ব্যবহার;
- রিসাইক্লিং এর জন্য কমন ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন;
- সেক্টরের জন্য রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটিজ স্থাপন;
- লেদার কোল্ড স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ;
- বিশেষায়িত কমন ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার;

প্রকল্পের উপকারভোগী: বিদ্যমান এবং সম্ভাব্য রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান, ছোট ও মাঝারি শিল্প, শিল্পের এ্যাসোসিয়েশন এবং এই সকল শিল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ।

১.৭. অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন (আরডিপিপি অনুসারে)

প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয়কে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যেমন: রাজস্ব ও মূলধন ব্যয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে মোট রাজস্ব ব্যয় ১০১৫১.৬৪ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে জিওবি ১৫১২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ ৮৬৩৯.৬৪ লক্ষ টাকা। অপরদিকে মোট মূলধন ব্যয় ৯০০৬০.৩৬ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে জিওবি ১৪৭০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ ৭৫৩৬০.৩৬ লক্ষ টাকা।

সারণি ১.৩: অঙ্গ ও অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

লক্ষ টাকা

ক্র:নং	অঙ্গের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্প ঋণ (বিশ্বব্যাংক)		মোট ব্যয়
				আরপিএ	ডিপিএ	
ক। রাজস্ব ব্যয়						
১	কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা	২৫০ জনমাস	৪৩০.০০	০.০০	০.০০	৪৩০.০০
২	কর্মচারীদের বেতন-ভাতা	৭০০ জনমাস	২১৫.০০	০.০০	০.০০	২১৫.০০
৩	কনসালটেন্টদের বেতন	৬৫০ জনমাস	০.০০	১৯৯৬.৮৪	০.০০	১৯৯৬.৮৪
৪	অফিসভাড়া	১টি	০.০০	৩৫৭.৫০	০.০০	৩৫৭.৫০
৫	যানবাহনভাড়া	৫ টি	৪০০.০০	২২০.০০	০.০০	৬২০.০০
৬	ইউটিলিটি সার্ভিস	থোক	০.০০	৭০.০০	০.০০	৭০.০০
৭	স্টেশনারিজ	থোক	০.০০	৭৫.০০	০.০০	৭৫.০০
৮	কন্টাকটিং সার্ভে অডিট/ইভ্যালুয়েশন	২ টি	২০০.০০	০.০০	০.০০	২০০.০০
৯	সভার আপ্যায়ন	১০০ টি	০.০০	৩০.০০	০.০০	৩০.০০
১০	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	০.০০	৬.২৮	০.০০	৬.২৮
১১	ফার্ম লেভেল ইএসকিউ কমপ্লায়েন্স এ্যাসেসমেন্ট	৪০০ টি	০.০০	৮৪০.০০	০.০০	৮৪০.০০
১২	ইআরএফ মনিটরিং	১টি	০.০০	৫০.৬০	০.০০	৫০.৬০
১৩	ইএসকিউ এ্যাসেসমেন্ট টেকনিকাল এ্যাসিস্টেনস ইআরএফ	৪ টি	০.০০	৫০.৬০	০.০০	৫০.৬০
১৪	এ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং (ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইড ও ফার্মলেভেল	২০টি	০.০০	১২১৯.৯৯	০.০০	১২১৯.৯৯
১৫	লোকালট্রেনিং/ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/মিটিং	১০টি	০.০০	১০০.০০	০.০০	১০০.০০
১৬	ফরেনট্রেনিং/ ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/এক্সপোজার	১০টি	০.০০	৩৮০.০০	০.০০	৩৮০.০০
১৭	স্কিল ডেভলপমেন্ট মডিউল তৈরী	১০টি	০.০০	২০১.৬০	০.০০	২০১.৬০
১৮	ট্রেনিং/ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/মিটিং এর সম্মানী	১১১ টি	১১৭.০০	০.০০	০.০০	১১৭.০০
১৯	ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইড কারিগরি প্রশিক্ষণ	১০০ টি	০.০০	৫৭৫.৮৭	০.০০	৫৭৫.৮৭
২০	প্রিন্টিং ও অন্যান্য ব্যয়	৪০০ টি	১৫০.০০	০.০০	০.০০	১৫০.০০
২১	ম্যানেজমেন্ট টুলস, সিস্টেম/ডাটাবেইজ স্টোরেজ ও অন্যান্য	৩ টি	০.০০	৯৮.০০	০.০০	৯৮.০০
২২	ইক্যুইপমেন্ট ও ওয়েবসাইট ডেভলেপমেন্ট		০.০০	২৮০.০০	০.০০	২৮০.০০
২৩	মার্কেট ইনটেলিজেন্স	১০০ টি	০.০০	৬০৬.৪৮	০.০০	৬০৬.৪৮
২৪	মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ব্র্যান্ডিং		০.০০	১৩৭৯.২৮	০.০০	১৩৭৯.২৮

২৫	ভ্রমণ ও যাতায়াত	থোক	০.০০	১০১.৬০	০.০০	১০১.৬০
উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)			**১৫১২.০০**	**৮৬৩৯.৬৪**	**০.০০**	**১০১৫১.৬৪**
ক্র:নং	**অঙ্গের নাম**	**সংখ্যা/ পরিমাণ**	**জিওবি**	**প্রকল্প ঋণ (বিশ্বব্যাংক)**		**মোট ব্যয়**
				আরপিএ	**ডিপিএ**	
খ। মূলধন ব্যয়						
২৬	ভূমিক্রয় ও উন্নয়ন	২২ একর	১৩২০০.০০	০.০০	০.০০	১৩২০০.০০
২৭	ইআরএফ গ্রান্ট	২৫০	০.০০	৭৫৪২.৮০	০.০০	৭৫৪২.৮০
২৮	ইআরএফ ম্যানেজার কোম্পানী ফি	১ টি	০.০০	২৪৩৬.০০	০.০০	২৪৩৬.০০
২৯	টেকনোলজি সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ	৪ টি	০.০০	২৪৫৬১.৬০	০.০০	২৪৫৬১.৬০
৩০	ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম ফর টেকনোলজি সেন্টারস	১ টি	০.০০	১৪২৮,০০	০.০০	১৪২৮,০০
৩১	ও এন্ডএম ফার্ম ফর টেকনোলজি সেন্টারস	৪টি	০.০০	২২৪১.৯৬	০.০০	২২৪১.৯৬
৩২	কানেকটিং টেকনোলজি সেন্টারস	৪ টি	০.০০	১৬১৯.৬০	০.০০	১৬১৯.৬০
৩৩	PIFIC কার্যসমূহ	৪ টি	০.০০	৮৫৮৮.০০	০.০০	৮৫৮৮.০০
৩৪	বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও টেলিফোন সংযোগ	৪ টি	০.০০	৩৩৬০.০০	০.০০	৩৩৬০.০০
৩৫	রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটিজ ফর প্লাস্টিক	৩ টি	০.০০	২২০০.০০	০.০০	২২০০.০০
৩৬	রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটিজ ফর লেদার এন্ড ফুট ওয়্যার	২ টি	০.০০	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০
৩৭	লেদার কোল্ড স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ	২টি	০.০০	৬৫০০.০০	০.০০	৬৫০০.০০
৩৮	বিশেষায়িত কমন ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার	৪ টি	০.০০	৮৪০০.০০	০.০০	৮৪০০.০০
৩৯	ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন ফার্ম ফর PIFIC	১ টি	০.০০	৪২৯২.৪০	০.০০	৪২৯২.৪০
৪০	অফিস ডেকোরেশন, ফার্নিচার ও ইকুইপমেন্ট	থোক	০.০০	১৯০.০০	০.০০	১৯০.০০
৪১	সিডি, ভ্যাট, এআইটি ইত্যাদি	থোক	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	১৫০০.০০
উপ-মোট		**-**	**১৪৭০০.০০**	**৭৫৩৬০.৩৬**	**০.০০**	**৯০০৬০.৩৬**
গ।	**ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি**	থোক	৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫০০.০০
ঘ।	**প্রাইস কন্টিনজেন্সি**	থোক	৫০০.০০	০.০০	০.০০	৫০০.০০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)		-	**১৭২১২.০০**	**৮৪০০০.০০**	**০.০০**	**১০১২১২.০০**

১.৮ প্রকল্পের সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে)

“এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)” শীর্ষক প্রকল্পের দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ৯টি প্যাকেজ এর সংস্থান রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে ৭টি প্যাকেজের ক্রয়ের জন্য Open Tendering Methods (OTM) এবং ২টি প্যাকেজের জন্য Request for Quotation (RFQ) পদ্ধতির সংস্থান রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য দ্রব্য প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে ৪টি টেকনোলজি সেন্টারের বৈদ্যুতিক ও কারিগরি যন্ত্রপাতি, অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র, কেন্দ্রের সরবরাহ ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প অফিসের স্টেশনারি ইত্যাদি। অপরদিকে Works এর ১২টি প্যাকেজ এর সংস্থান রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে ১১টি প্যাকেজ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) এবং ১টি প্যাকেজের ক্ষেত্রে Direct Tendering Method (DPM)/ইজারা/দখল ক্রয় পদ্ধতির সংস্থান রাখা হয়েছে। এ প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে টেকনোলজি সেন্টারের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন, টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণ, চামড়াজাত কারিগরি কেন্দ্রের জন্য DTI নির্মাণ, ৪টি টেকনোলজি সেন্টারের এর জন্য বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও টেলিফোন ইত্যাদি। সেবা খাতে মোট ৫২ টি ক্রয় প্যাকেজের সংস্থান রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে ৬টি প্যাকেজের ক্ষেত্রে Single Source Selection (SSS) পদ্ধতি, ৩৪টি প্যাকেজ Quality and Cost Based Selection (QCBS) পদ্ধতি, ৪টি প্যাকেজ Fixed Budget Selection (FBS) পদ্ধতি এবং ৬টি প্যাকেজ Individual Consultant Selection (ICS) ক্রয় পদ্ধতির সংস্থান রাখা হয়েছে।

প্রকল্পের সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী)

সংযোজনী - ৩এ

সারণি ১.৪: প্রকল্পের মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ক্রয় নিবন্ধন নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক, EC4J প্রকল্প
প্রকল্পের নাম এবং কোড	"এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)"

প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট ব্যয়	১০১,২১২.০০
জিওবি	১৭,২১২.০০
পিএ	৮৪,০০০.০০
নিজস্ব তহবিল	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী	তহবিলের উৎস	প্রক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য দিনপঞ্জি		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির শেষ মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
জি-১	৪টি ট্রেনিং সেন্টারের বৈদ্যুতিক ও কারিগরী যন্ত্রপাতি ক্রয়	সংখ্যা	৪০	ওটিএম	MoC	IDA	৭,৫২০.৫২	২২ মে ২০২০	০২ অক্টোবর২০	৩১ ডিসেম্বর ২০২০
জি-২	৪টি ট্রেনিং সেন্টারের অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	সংখ্যা	LS	ওটিএম	PD	IDA	৮৪০.০০	১লা অক্টোবর ২০	৭ই জানুয়ারি ২১	৭ই এপ্রিল ২১
জি-৩	কেন্দ্রের সরবরাহ ব্যবস্থাপনা	সংখ্যা	৫	ওটিএম	MoC	IDA	১,৬৮০.০	১৫ ডিসেম্বর ২০১৯	২৬ এপ্রিল ২০	২৫ জুলাই ২০২০
জি-৪	PIU এর জন্য অফিস ভাড়া	সংখ্যা	১	ওটিএম	PD	IDA	৩৫৭.৫০	২ মার্চ ২০১৮	৩১ মে ২০১৮	৩০ জুন ২০২৩
জি-৫	PIU ও MOC এর জন্য যানবাহন ভাড়াকরণ	সংখ্যা	৩	ওটিএম	PD	IDA	৩৭৬.০০	২৫ সেপ্টেম্বর ১৮	০৬ নভেম্বর ১৮	২৩ জুলাই ২০২১
জি-৬	প্রকল্প অফিসের স্টেশনারী	সংখ্যা	LS	RFQ	PD	IDA	৭৫.০০	২০ সেপ্টেম্বর ১৮	০১ নভেম্বর ১৮	০১ ডিসেম্বর ২০১৮
জি-৭	মুদ্রণ, প্রকাশনা ও অন্যান্য যোগাযোগ দ্রব্যাদি	সংখ্যা	৪০০	RFQ	PD	GoB	১৫০.০০	১৮ডিসেম্বর ২০১৮	১৭ এপ্রিল ১৯	১৬ জুলাই ২০১৯
জি-৮	অফিস যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও সজ্জিতকরণ	সংখ্যা	LS	ওটিএম	PD	IDA	১৯০.০০	১০জানুয়ারি ২০১৮	১৪ মার্চ ২০১৮	১৩ই এপ্রিল ২০১৮
জি-৯	PIU এর জন্য অতিরিক্ত যানবাহন ভাড়াকরণ	সংখ্যা	২	ওটিএম	PD	GoB	২৪৪.০০	২০ মে ২০১৯	৬ জুলাই ২০১৯	৩০ জুন ২০২৩
ক্রয়কৃত দ্রব্যাদির মোট মূল্য							**১১,৪৩৩.০২**			

সারণি ১.৪.১: প্রকল্পের মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ক্রয় নিবন্ধন নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক, EC4J প্রকল্প
প্রকল্পের নাম এবং কোড	"এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)"

প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট ব্যয়	১০১,২১২.০০
জিওবি	১৭,২১২.০০
পিএ	৮৪,০০০.০০
নিজস্ব তহবিল	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী	তহবিলের উৎস	প্রক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য দিনপঞ্জি		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির শেষ মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
W-1	টেকনোলজি সেন্টার নির্মান (GE1)	সংখ্যা	১	ওটিএম	MoC	IDA	৪,২০০.০০	১০ মার্চ ২০	৮ জুলাই'২০	৮ জুলাই'২১
W-2	টেকনোলজি সেন্টার নির্মান (GE2)	সংখ্যা	১	ওটিএম	MoC	IDA	৪,০৩২.০০	১৫ই এপ্রিল'২০	১৩ই আগষ্ট'২০	১৩ই আগস্ট'২১
W-3	টেকনোলজি সেন্টার নির্মান (GE3)	সংখ্যা	১	ওটিএম	MoC	IDA	৩,৭৮০.০০	৫ই এপ্রিল'২০	৩রা আগষ্ট'২০	৩রা আগস্ট'২১
W-4	চামড়াজাত কারিগরী কেন্দ্র নির্মান DTC নির্মাণ	সংখ্যা	১	ওটিএম	MoC	IDA	২,৫২০.০০	১৩ই এপ্রিল'২০	১১ই অগাষ্ট'২০	১১ই অগাস্ট'২১
W-5	৪টি টেকনোলজি সেন্টার নির্মানের জন্য ভূমিক্রয়, পুর্নবাসন এবং ভূমি উন্নয়ন করা	একর	২২	*ডিপিএম/ ইজারা/দখল	CCGP/MoC	Gob	১৩,২০০.০০		৩০ অক্টোবর'১৮	২৯ অক্টোবর' ২০
W-6	PIFIC এর কাজ	সংখ্যা	৮	ওটিএম	Moc/PD	IDA	৮,৫৮৮.০০	০১ নভেম্বর'১৯	২৯ ফেব্রুয়ারি'২০	২৮ফেব্রুয়ারি'২২
w-7	চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য পুনঃ ব্যবহারের সুবিধা	সংখ্যা	২	ওটিএম	Moc/PD	IDA	২,০০০.০০	০১ নভেম্বর'১৯	২৯ ফেব্রুয়ারি'২০	২৮ফেব্রুয়ারি'২২
w-8	প্লাষ্টিকজাত দ্রব্য পুনঃ ব্যবহারের সুবিধা	সংখ্যা	৩	ওটিএম	Moc/PD	IDA	২,২০০.০০	০১ নভেম্বর'১৯	২৯ ফেব্রুয়ারি'২০	২৮ফেব্রুয়ারী'২২
w-9	চামড়া ও হিমাগার সুবিধা	সংখ্যা	২	ওটিএম	Moc/PD	IDA	৬,৫০০.০০	০১ নভেম্বর'১৯	২৯ ফেব্রুয়ারি'২০	২৮ফেব্রুয়ারি'২২
w-10	বিষেশায়িত সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র	সংখ্যা	৪	ওটিএম	Moc/PD	IDA	৮,৪০০.০০	০১ নভেম্বর'১৯	২৯ ফেব্রুয়ারি'২০	২৮ফেব্রুয়ারি'২২
w-11	টেকনোলজি সেন্টারসমুহ সংযোগকরণ	সংখ্যা	৪	ওটিএম	PD	IDA	১,৬১৯.৬০	১৫ নভেম্বর'১৯	১৫ মার্চ ২১	১১ সেপ্টেম্বর' ২১
w-12	৪টি টেকনোলজি সেন্টার এর কেন্দ্রের বিদুৎ, পানি,গ্যাস ও টেলিফোন	সংখ্যা	৪	ওটিএম	PD	IDA	৩,৩৬০.০০	১৮অক্টোবর'২০	১৫ফেব্রুয়ারি' ২১	১৫ ফেব্রুয়ারি'২২
ক্রয়কৃত কাজের মোট মূল্য							৬০,৩৯৯.০০			

- **৪টি কারিগরী কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ/ক্রয় করা হবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ হতে:**

প্রকল্পের সার্বিক ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী – ৩সি রেফারেন্স: পিপিআর ২০০৮

সারণি ১.৪.২: প্রকল্পের মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
ক্রয় নিবন্ধন নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক, EC4J প্রকল্প
প্রকল্পের নাম এবং কোড	"এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)"

প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকা)

মোট ব্যয়	১০১,২১২.০০
জিওবি	১৭,২১২.০০
পিএ	৮৪,০০০.০০
নিজেস্ব তহবিল	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য দিনপঞ্জি			
								EOI আহ্বানের তারিখ	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির শেষ মেয়াদ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
S-1	শিল্প প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কৌশল তৈরী, ৩টি স্তরে BFTI প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নির্ধারণ (GAP analysis TNA)	সংখ্যা	১	SSS	PD	IDA	৬৯.০০		২০ সেপ্টেম্বর'১৮	২০ অক্টোবর'১৮	১৮ এপ্রিল'১৯
S-2	৪টি টেকনোলজি সেন্টার প্রশিক্ষণের মডিউল উন্নয়ন বেসিক ও বিষেশায়িত ToT and ESQ conduction/ Certification/ Accreditation পদ্ধতি উন্নয়ন	সংখ্যা	১	QCBS	PD	IDA	১৭৫.৮৭	০২ জুলাই'১৯	১৩ই অগাস্ট'১৯	১১ই নভেম্বর'১৯	০৯ই মে' ২০
S-3	বেসিক প্রশিক্ষণ on ESQ through Association	সংখ্যা	৬০	SSS	PD	IDA	২০০.০০	০১ অগাস্ট ১৯	১২ই সেপ্টেম্বর১৯	১১ই ডিসেম্বর'১৯	৮ই জুন ২০
S-4	ESQ এর উপর বিষেশায়িত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৪০	FBS	PD	IDA	২০০.০০	০৫ অগাস্ট ১৯	১৬ই সেপ্টেম্বর১৯	১৫ই ডিসেম্বর'১৯	১২ই জুন ২০
S-5	ERF মনিটরিং (End of Program)	সংখ্যা	১	QCBS	PD	IDA	৫০.৬০	১৬ই নভে:২০	২৮ ডিসেম্বর'২০	২৮ শে মার্চ ২১	২৪ সেপ্টে: ২১
S-6	ESQ মূল্যায়নে কারিগরী সহায়তা	সংখ্যা	১	FBS	PD	IDA	৫০.৬০	১২ই জুলাই১৯	১০ সেপ্টে: ১৯	২২ অক্টোবর'১৯	১১অক্টোবর ২১
S-7	PIFIC পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ (নকশা ও পরির্দশন সহ)	সংখ্যা	১	QCBS (International)	MoC	IDA	৪,২৯২.৪০	২৪ জুন-১৮	১৩ অগাস্ট ১৮	২৫ মে' ১৯	০৫ নভেম্বর ২২
S-8	Market Intelligence System (বাজার গবেষনা, ডাটাবেজ ও ব্যবস্থাপনা)	সংখ্যা	৩	QCBS	MoC	IDA	৬০৬.৪৮	১৮ এপ্রিল'১৯	০৭ জুন ১৯	০৫ সেপ্টেম্বর'১৯	২৫ অগাষ্ট' ২১
S-9	বাস্তব ও ডিজিটাল লাইব্রেরী	সংখ্যা	১	QCBS	PD	IDA	৫০.৪০	১৯ নভেম্ব ১৯	০৮ জানুয়ারি ২০	০৭ এপ্রিল' ২০	২৮ মার্চ'২২
S-10	বাজার উন্নয়ন ও প্রচারণা	সংখ্যা	৪	QCBS	PD	IDA	৩৬৯.৬০	২০ অগাস্ট ১৯	৯ অক্টোবর ১৯	০৭ জানুয়া ২০	২৭ ডিসেম্বর ২১
S-11	৪টি টেকনোলজি সেন্টার সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক প্রচারনা (প্রচারণা পদ্ধতি, মূল বার্তা, বিষয়বস্তু, ভিত্তি উন্নয়ন, ESQ পদ্ধতিগত বিষয়াবলী এবং বস্তবায়ন।	সংখ্যা	৮	FBS	MoC/PD	IDA	৪২৩.৬৪	১৫ সেপ্টে: ১৯	০৪ নভেম্ব: ১৯	০২ফেব্রুয়ারি ২০	৩১ জুলাই ২০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য দিনপঞ্জি			
								EOI আহ্বানের তারিখ	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির শেষ মেয়াদ
S-11.1	৪টি টেকনোলজি সেন্টারের সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক প্রচারণা (প্রচারণা পদ্ধতি, মূল বার্তা, বিষয়বস্তু, ভিত্তি উন্নয়ন, ESQ পদ্ধতিগত বিষয়াবলী এবং বস্তবায়ন।	সংখ্যা	১০	CQS	MoC/ PD	IDA	২৩৭.০০	৩০ অগাস্ট ১৯	১৯ অক্টোবর'১৯	১৭ জানুয়ারি ২০	১৫ জুলাই ২০
S-12	ইভেন্ট ব্যাবস্থাপনা (Sourcing show National))	সংখ্যা	৯	SSS	MoC	IDA	৬০৬.৪৮	২১ অগাস্ট ১৯	১০ অক্টোবর'১৯	০৮ জানুয়ারি ২০	২৮ ডিসেম্বর ২১
S-13	ইভেন্ট ব্যাবস্থাপনা (Sourcing show International)	সংখ্যা	৯	QCBS	PD	IDA	৪০৩.২০	২২ অগাস্ট ১৯	১১ অক্টোবর'১৯	০৯ জানুয়ারি ২০	২৯ ডিসেম্বর ২১
S-14	ERF Grant Manager Company	সংখ্যা	১	QCBS (International)	MoC	IDA	২,৪৩৬	১৫ জুন ১৮	১৪ অগাষ্ট ১৮	১১ এপ্রিল ১৯	২১ মার্চ ২৩
S-15	৪টি টেকনোলজি সেন্টার নকশা প্রণয়ন ও পরিদর্শন প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	১	QCBS	MoC	IDA	১,৪২৮.০০	১২ মে ১৯	০১ জুলাই ১৯	২৯ সেপ্টেবর ১৯	২৭ জানুয়ারি ২৩
S-16	চামড়া কারিগরী কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	সংখ্যা	১	QCBS	PD	IDA	৫০৪.০০	২৭ মে ১৯	১৬ জুলাই ১৯	১৪ অক্টোবর ১৯	২৩ সেপ্টেম্ব: ২৩
S-17	জিই কারিগরী কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণবেক্ষণ (৩টি কেন্দ্র ২ বছর)	সংখ্যা	৩	QCBS	PD	IDA	১,৬৮০.০০	২৮ অক্টোব ১৯	১৭ ডিসেম্বর'১৯	১৬ মার্চ ২০	০৬ মার্চ ২২
S-18	প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কসপ/সেমিনার/ consultation for the sector	সংখ্যা	৮	CQS	PD	IDA	৫৭.৯৬	১২ অক্টোবর ১৮	০১ ডিসেম্বর'১৮	০১ মার্চ ১৯	১৮ ফেব্রুয়ারী ২১
S-19	৩ টি GE TCs এর জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই	সংখ্যা	১	QCBS (International)	PD	IDA	২২০.০৮	১২ সেপ্টেম্ব ১৮	০১ নভেম্বর ১৮	১৫ এপ্রিল ১৯	১২ অক্টোবর'১৯
S-20	চামড়া DTC এর জন্য কারিগরী সহযোগীসহ কারিগরী Specification	সংখ্যা	১	QCBS	PD	IDA	১৬৪.০০	৩০ অগাস্ট ১৯	১৯ অক্টোবর'১৯	১৭ জানুয়ারি ২০	১১ জানুয়ারি ২১
S-21	ESQ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য থিয়েটার গ্রুপ চয়ন যারা সংস্কৃতিক প্রচার করবে (নাটক, লোকগীতি, তাৎক্ষনিক নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে)	সংখ্যা	১	CQS	PD	IDA	৩০.০০	০৪ জানুয়ারী ১৯	২৩ ফেব্রুয়ারি'১৯	২৪ মে' ১৯	২০ নভেম্বর'১৯
S-22	GE TC এর জন্য কারিগরী সহযোগীসহ কারিগরী Specification	সংখ্যা	৩	QCBS (International)	PD	IDA	১,২৬০.০০	১ সেপ্টেম্বর ১৯	২১ অক্টোবর ১৯	১৯ জানুয়ারি ২০	১৩ জানুয়ারি ২১
S-23	আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ	mm	৬০	ICS	PD	IDA	১৯৯.৮০	২৫ মার্চ ১৮	১৪ মে ১৮	২৩ জুন ১৮	২৮ মে ২৩
S-24	ক্রয় বিশেষজ্ঞ	mm	৬০	ICS	PD	IDA	১৯৯.৮০	২৫ মার্চ ১৮	১৪ মে ১৮	২৩ জুন ১৮	২৮ মে ২৩
S-25	পর্যবেক্ষণ ও মুল্যায়ন বিশেষজ্ঞ	mm	৬০	ICS	PD	IDA	১৯৯.৮০	২৫ মার্চ ১৮	১৪ মে ১৮	২৩ জুন ১৮	২৮ মে ২৩
S-26	কারিগরী বিশেষজ্ঞ	mm	৩৬	ICS	PD	IDA	১১৯.৮৮	৩০ মার্চ ১৯	১৯ মে ১৯	২৮ জুন ১৯	০৭ জুন ২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য দিনপঞ্জি			
								EOI আহ্বানের তারিখ	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির শেষ মেয়াদ
S-27	পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ	mm	৩৬	ICS	PD	IDA	১১৯.৮৮	২৫ মার্চ ১৮	১৪ মে ১৮	২৩ জুন ১৮	০২ জুন ২২
S-28	সামাজিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ	mm	৩৬	ICS	PD	IDA	১১৯.৮৮	২৫ মার্চ ১৮	১৪ মে ১৮	২৩ জুন ১৮	০২ জুন ২২
S-29	চামড়া শিল্পে Flay-cut on skin/Raw Hide সচেতনতা প্রচারনা (ভিডিও তৈরী করা)	সংখ্যা	১	SSS	PD	IDA	২৩.০০		১৫ জুন ১৮	০৬ জুলাই ১৮	০৪ সেপ্টেম্বর ১৮
S-30	স্বল্পকালিন প্রয়োজন ভিত্তিক উপদেষ্টা নিয়োগ (রিসোর্স ম্যাপিং, কারিগরী সহায়তা এবং আইসিটি সমস্যা সমাধানকারী	সংখ্যা	৫০	CQS	PD	IDA	১৭৫.০০	২০ অক্টোবর ১৮	০৯ ডিসেম্বর'১৮	১৮ জানুয়ারি ১৯	১১ জুলাই ২০
S-31	প্রকল্প পরিচালক	mm	৬০	CQS	PD	IDA	২১০.০০	২৫ মার্চ ১৮	১৪ মে ১৮	২৩ জুন ১৮	০২ জুন ২২
S-32	কম্পোনেন্ট কো-অর্ডিনেটর -১ (সিসি ১)	mm	৪৮	CQS	PD	IDA	১৪৪.০০	০১ এপ্রিল ১৮	২১ মে ১৮	৩০ জুন ১৮	১৪ জুন ২১
S-33	কম্পোনেন্ট কো-অর্ডিনেটর -২ (সিসি ২)	mm	৪৮	CQS	PD	IDA	১৪৪.০০	৩০ সেপ্টেম্বর	১৯ নভেম্বর ১৮	২৯ ডিসেম্বর ১৮	১৩ ডিসেম্বর ২১
S-34	কম্পোনেন্ট কো-অর্ডিনেটর -৩ (সিসি ৩)	mm	৪৮	CQS	PD	IDA	১৪৪.০০	০৫ এপ্রিল ১৮	২৫ মে ১৮	০৪ জুলাই ১৯	১৮ জুন ২২
S-35	ভূমি ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ	mm	১২	CQS	PD	IDA	৩৩.৬০	২০ এপ্রিল ১৯	০৯ জুন ১৯	১৯ জুলাই ১৯	০৮ জুলাই ২১
S-36	ক্রয় বিশেষজ্ঞ-২	mm	২৪	CQS	PD	IDA	৪৮.০০	২০ এপ্রিল ১৯	০৯ জুন ১৯	১৯ জুলাই ১৯	০৩ জুলাই ২২
S-37	নির্বাহী কর্মকর্তা (আর্থিক ও প্রশাসন)	mm	২৪	CQS	PD	IDA	৪৮.০০	২০ এপ্রিল ১৯	০৯ জুন ১৯	১৯ জুলাই ১৯	০৮ জুলাই ২১
S-38	নির্বাহী কর্মকর্তা (আইসিটি ও সরবরাহ)	mm	২৪	CQS	PD	IDA	৪৮.০০	২০ এপ্রিল ১৯	০৯ জুন ১৯	১৯ জুলাই ১৯	০৮ জুলাই ২১
S-39	নির্বাহী কর্মকর্তা (গনসংযোগ ও তথ্য)	mm	২৪	CQS	PD	IDA	৪৮.০০	২০ এপ্রিল ১৯	০৯ জুন ১৯	১৯ জুলাই ১৯	০৮ জুলাই ২১
S-40	ভিডিও ডকুমেন্টরী টিভিতে সম্প্রচার	সংখ্যা	১	SSS	PD	IDA	৩৪.০০		১০ জুলাই ১৮	৩১ জুলাই ১৮	২৯ সেপ্টেম্বর ১৮
S-41	মূল্যায়ন, নিরীক্ষা ও সমীক্ষ করণ	সংখ্যা	৬	QCBS	PD	IDA	২০০.০০	২২ মে ১৯	১১ জুলাই ১৯	০৯ অক্টোবর ১৯	৬ ফেব্রুয়ারি ২০
S-42	PIU/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ওয়ার্কসপ/সেমিনার/প্রশিক্ষণ (স্থানীয় ও বৈদেশিক)	সংখ্যা	২৪	CQS	PD	IDA	৫০০.০০	৩০ মার্চ ১৮	১৯ মে ১৮	১৭ অগাস্ট ১৮	০৬ অগাষ্ট ২০
S-43	ডকুমেন্টরী টিভিতে সম্প্রচার - ২	সংখ্যা	১	CQS	PD	IDA	৪৩.০০		০১ মে ১৯	২২ মে ১৯	২১ জুলাই ১৯
S-44	সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের জন্য প্রচারনা তথ্য তৈরীকরণ, এ্যাপস উন্নয়ন এবং প্রচারণা ও তথ্য সামাজিক মাধ্যমে প্রচার	সংখ্যা	১	CQS	PD	IDA	৫০.০০		১০ মার্চ ১৯	৩১ মার্চ ১৯	৩০ মে ১৯
S-45	চামড়া চামড়াজাত দ্রব্য ও চামড়ার জুতার ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেশন যোগাযোগ ও পরামর্শ গ্রহণ (leather sector BPC)	সংখ্যা	১	SSS	PD	IDA	১১৭.৪২		১৫ এপ্রিল ১৯	২৫ মে ১৯	২২ নভেম্বর ২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী	তহবিলের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	সম্ভাব্য দিনপঞ্জি			
								EOI আহ্বানের তারিখ	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির শেষ মেয়াদ
S-46	হালকা যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেশন, যোগাযোগ ও পরামর্শ গ্রহণ (হাল্কা যান্ত্রিক বিপিসি)	সংখ্যা	১	SSS	PD	IDA	১৩১.৭৩		০৫ ফেব্রুয়ারি ১৯	১৭ মার্চ ১৯	১৪ সেপ্টেম্বর ২২
S-47	প্লাস্টিক সেক্টরে কোঅর্ডিনেশন যোগাযোগ ও পরামর্শ গ্রহণ (প্লাষ্টিক সেক্টর বিপিসি)	সংখ্যা	১	SSS	PD	IDA	৮৪.৮৮		০৫ ফেব্রুয়ারি ১৯	১৭ মার্চ ১৯	১৪ সেপ্টেম্বর ২২
S-48	বিপিসি দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ (জিএপি বিশ্লেষণ, দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন) এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	সংখ্যা	১	QCBS	PD	IDA	৭০.০০	১০ জুলাই ১৯	২১ অগাষ্ট ১৯	৩০ সেপ্টেম্বর ১৯	২৮ মার্চ ২০
S-49	বিপিসি কারিগরী কেন্দ্রের ও সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এর জন্য যন্ত্রপাতি ও ওয়েব সাইড উন্নয়ন	সংখ্যা	১০	QCBS	PD	IDA	২১০.০০	২০ অগাষ্ট ১৯	০১ অক্টোবর ১৯	৩০ ডিসেম্বর ১৯	২৭ জুন ২০
S-50	উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয় ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন সাধন	সংখ্যা	১	FBS	PD	IDA	১৫১.২০	১৫ অক্টোবর ১৯	২৬ নভেম্বর ১৯	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০	২০ অগাস্ট ১৯
S-51	ব্যবস্থাপনা টুলস, সিসটেমস, ডাটাবেইজ, সংরক্ষণ	সংখ্যা	৪	CQS	PD	IDA	৯৮.০০	১২ অক্টোবর ১৮	২৩ নভেম্বর ১৮	২১ ফেব্রুয়ারি ১৯	২০ অগাস্ট ১৯
S-52	TC lands follow সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে কারিগরী সহায়তা	সংখ্যা	২	FBS	PD	IDA	২১.০০	২৫ অক্টোবর ১৯	০৬ ডিসেম্বর ১৯	০৫ মার্চ ২০	১ সেপ্টেম্বর ২০
ক্রয়কৃত সেবার মোট মূল্য							**১৯,২৫০.২৮**				

১.৯ লগফ্রেম: লগফ্রেমের যাচাই এর সূচক মাপক হিসাবে ব্যবহার করে বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকের অগ্রগতি পরিমাপ করা হয়েছে।

সারণি ১.৫: প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাইয়ের সূচক (MVI)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (Important Assumption)
লক্ষ্য (Goal): রপ্তানি সহায়ক GDP প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখবে।	▪ কমপক্ষে ৭.৫% বৃদ্ধির হারে জিডিপি অর্জন	▪ বি বি এস রিপোর্ট ▪ বিশ্ব ব্যাংক কান্ট্রি রিপোর্ট ▪ জিইডি. বিবি রিপোর্ট	
উদ্দেশ্য : রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং উল্লেখিত ৪টি সেক্টরে অধিকতর ভালো কাজের/ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	▪ রপ্তানিযোগ্য ৬৪৭ টি ফার্ম হয়েছে, পণ্যের পরিমাণ বাড়বে এবং রপ্তানির জন্য নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি হয়েছে; ▪ নতুন ৯০,৬০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং নির্ধারিত সেক্টরে গড় মজুরি বৃদ্ধি হতে পারে; ▪ ৫৪.১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় বাড়বে;	▪ PIU অফিস রেকর্ড ▪ ইপিবি রিপোর্ট ▪ আইএমইডি রিপোর্ট ▪ বি বি এস রিপোর্ট ▪ পিসিআর ▪ এমটিআর ও আইএ রিপোর্ট	▪ সময়মত অর্থ বরাদ্দ ও বিতরণ; ▪ টিসি/সিএফসি মালামাল এর বাজার মূল্য অপরিবর্তনীয় থাকবে; ▪ বেজলাইন রিপোর্ট; ▪ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে;
আউটপুট: ▪ রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে; ▪ অধিক ও উন্নততর কাজের/ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; ▪ নির্দিষ্ট সেক্টরে রপ্তানি আয়ের জন্য নতুন নতুন ফার্মের সংখ্যা এবং বিনিয়োগ বাড়বে	▪ ৫৪.১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় বাড়বে; ▪ % নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; ▪ নির্ধারিত সেক্টরে নতুন ১৪৬ ফার্ম রপ্তানি করবে;	▪ PIU অফিস রেকর্ড ▪ ইপিবি রিপোর্ট ▪ আইএমইডি রিপোর্ট ▪ বি বি এস রিপোর্ট	▪ সময়মত অর্থ বিতরণ; ▪ কর্মকর্তাদের সময়মত সিদ্ধান্ত;
কম্পোনেন্ট ১ এর আওতায় ইনপুট ও কার্যক্রম			
▪ তথ্যে প্রবেশগম্যতা ও সচেতনতা বাড়বে; ▪ ESQ উপকরণ ▪ Export readiness fund; ▪ ফার্মলেভেল ESQ কমপ্লায়েনস এ্যাসেসমেন্ট করা; ▪ বাজার উন্নয়ন ও ব্রান্ডিং করা ▪ প্রকল্পে গৃহীত অভিযোগসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা ;	▪ প্রকল্প শেষে নির্ধারিত সেক্টরের ৬৪৭ ফার্ম সরাসরি রপ্তানি বাজারে প্রবেশ করবে; ▪ প্রকল্প শেষে ৪০০ ফার্মের কমপ্লায়েন্স এ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে; ▪ ২৫০ ফার্ম ESQ মান উন্নিত হয়েছে; ▪ প্রকল্প শেষে Export Readiness Fund গ্রহণকারীদের বিক্রয় ১৫.৪০% বৃদ্ধি পাবে; ▪ Export Readiness Fund গ্রহণকারীদের ১০০ টি ESQ স্বীকৃতি ও সনদ পাবে;	▪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন; ▪ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন; ▪ ইপিবি রিপোর্ট ▪ PIU অফিস রেকর্ড ▪ বিবিএস রিপোর্ট ▪ আইএমইডি রিপোর্ট ▪ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন।	▪ জরিপ ও পরিবীক্ষণ এর মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ; ▪ সময়মত বেজলাইন, এমটিআর ও প্রভাব মূল্যায়ন সময়মত করা হয়েছে; ▪ প্রাকৃতিক ও মানবকর্তৃক কোন দুর্যোগ থাকবে না; ▪ অর্থ ছাড়ে কোন সমস্যা হবে না; ▪ আন্তঃবিভাগের মধ্যে সমন্বয়;
কম্পোনেন্ট ২ এর আওতায় ইনপুট ও কার্যক্রম			

▪ টেকনোলজি সেন্টার স্থাপন; ▪ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পরীক্ষা এবং সনদ ব্যবস্থাপনা ▪ আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা; ▪ উন্নততর/যুগোপযুগি প্রশিক্ষণ আয়োজন; ▪ টেকনোলজি সেন্টার স্থাপনের জন্য ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োগ; ▪ নারীদের জন্য নির্দিষ্ট সেবা প্রদান;	▪ ৪ টি টেকনোলজি সেন্টার স্থাপন ও কার্যক্রম পরিচালনা; ▪ ১০ টি দক্ষতা উন্নয়ন মডিউল তৈরী; ▪ ৪ টি টেকনোলোজি সেন্টারের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ সম্পন্ন করা; ▪ টেকনোলজি সেন্টারসমূহের স্থাপিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার ৪২% উন্নিতকরণ।	▪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন; ▪ মধ্যবর্তী ও বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন; ▪ ইপিবি রিপোর্ট ▪ PIU অফিস রেকর্ড ▪ বিবি রিপোর্ট ▪ আইএমইডি রিপোর্ট ▪ পিসিআর	▪ টিসি ও সিএফসি সঠিক নির্বাচন; ▪ টিসি ও সিএফসি'র সকল সুবিধা ব্যবস্থা ও কার্যকর হয়েছে; ▪ সময়মত পরিক্ষা ও সনদ বিতরণ সেবা দেয়া হয়েছে; ▪ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তহবিল ছাড়করণ ও বিতরণ; ▪ টেকনোলজি সেন্টার ও কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার সমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালন।
কম্পোনেন্ট ৩ এর আওতায় ইনপুট ও কার্যক্রম			
▪ যোগাযোগ অবকাঠামো এবং লজিস্টিক সরবরাহ উন্নত হয়েছে; ▪ সার্ভিস সমূহের অধিকতর ব্যবস্থা; ▪ পুনর্ব্যবহারের কাজে যৌথ সুবিধার জন্য স্থাপনা তৈরী করা। সকলের ব্যবহারের জন্য রিসাইক্লিং ব্যবস্থা স্থাপন।	▪ ভৌত অবকাঠামোর জন্য ২০ টি সম্ভাব্যতা জরিপ করা হয়েছে; ▪ ১৯০০০ টি ফার্ম এই সকল অবকাঠামোগত সুবিধা পাবে (মোট ১৫টি অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে) ▪ প্রকল্পের সুবিধাভোগীর ৭৫% এর চাহিদার প্রতিফলন।;	▪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন; ▪ এমটিআর ও বার্ষিক রিপোর্ট; ▪ প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন; ▪ PIU অফিস রেকর্ড ▪ পিসিআর	▪ সময়মত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন; ▪ সময়মত ক্রয় প্রক্রিয়া সঠিকভাবে করা; ▪ আন্তঃবিভাগের মধ্যে সমন্বয়; ▪ সুশাসন এবং দায়বদ্ধতার প্রক্রিয়া স্থাপন;
কম্পোনেন্ট ৪ এর আওতায় ইনপুট ও কার্যক্রম			
▪ কার্যকরিভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সচল করা; ▪ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি মিটিং ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি মিটিং করা; ▪ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা; ▪ অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা; ▪ প্রকল্পের অংশীজনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় ও বিদেশে প্রশিক্ষণ;	▪ ত্রৈমাসিক ভিত্তিক পিএসসি ও পিআইসি সভা; ▪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী ও সকলকে জানাবে; ▪ এসওই তৈরী এবং সমন্বয়ের জন্য বিশ্ব ব্যাংকে উপস্থাপন করা; ▪ বিশ্ব ব্যাংকের জন্য আইইউএফআর (IUFR) প্রতিবেদন তৈরী ও সময়মত উপস্থাপন; ▪ বার্ষিক ক্রয় ও কাজের পরিকল্পনা তৈরী;	▪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন; ▪ বার্ষিক রিপোর্ট; ▪ প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন; ▪ PIU অফিস রেকর্ড ▪ পিসিআর	▪ সময়মত নিয়োগ; ▪ সময়মত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ; ▪ আর্থিক প্রতিবেদন তৈরী এবং PIU অফিসে সহজ প্রাপ্য ▪ সময়মত ক্রয় প্রক্রিয়া সঠিকভাবে করা; ▪ সময়মত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ;

১.১১ Exit Plan: প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি রিভিউ মাধ্যমে জানা যায় যে, ডিপিপি/আরডিপিপি তৈরী করার সময় Exit Plan তৈরী করা হয়নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি ও সময় ভিত্তিক পরিকল্পনা

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কার্যপরিধি (ToR):

২.১.১ প্রকল্পের অনুমোদন, পটভূমি, উদ্দেশ্য ও সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

২.১.২ প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করা;

২.১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা করা ও এ সংক্রান্ত মতামত প্রদান করা;

২.১.৪ প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) এবং উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের গাইডলাইন ইত্যাদি প্রতিপালন এবং গুণগতমান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;

২.১.৫ প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, নিয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;

২.১.৬ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন- অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;

২.১.৭ প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করা এবং বিশেষ সফলতা (Success stories), যদি থাকে সে বিষয়ে আলোকপাত করা।

২.১.৮ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম টেকসই করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান করা;

২.১.৯ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক, সুযোগ ও হুমকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং দুর্বলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান করা;

২.১.১০ উল্লিখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা করা;

২.১.১১ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি: (i) প্রকল্প এলাকা হতে সংগৃহীত তথ্য, এফজিডি ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ক্রয়কারী সংস্থা আইএমইডি কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ এবং (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে প্রতিবেদনের পর্যবেক্ষণসমূহ (Finding) অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে তার উপর প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা;

২.১.১২ মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণসমূহ স্থানীয় জনগণকে অবহিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা এবং প্রতিবেদন তৈরী করা;

২.১.১৩ জাতীয় পর্যায়ে ১টি কর্মশালার আয়োজন করে পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পর্যবেক্ষণসমূহ অবহিত করা ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা;

২.১.১৪ প্রকল্পের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আইএমইডি'র অনুমোদন গ্রহণ;

২.১.১৫ প্রকল্পটি পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করা যাতে ভবিষ্যতে এ-জাতীয় প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়;

২.১.১৬ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করবে;

২.১.১৭ পরামর্শকের সাথে আলোচনাপূর্বক ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক আরোপিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট (আইএমইডি) দায়িত্ব পালন

২.১.১৮ মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি বাংলা (নিকস ফন্ট) ও ইংরেজী (Times New Roman Font) - উভয় ভাষায় প্রস্তুত করা;

২.১.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার কৌশল: প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসমূহ আধেয় (content) বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা বিন্যাস কাঠামো ক্রয়কারি প্রতিষ্ঠান, আইএমইডি'র সাথে পরামর্শক্রমে তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট দস্তাবেজসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে: ১) প্রকল্পের পর্যালোচনা, ২) প্রকল্পের বাস্তবায়নের অবস্থা, ৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলী অর্জন পর্যালোচনা, ৪) উপকারভোগীদের উপর প্রকল্পের প্রভাবসমূহ, ৫) ক্রয় বিধিমালা পিপিআর প্রতিপালন পর্যবেক্ষণ, ৬) প্রকল্পের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ, ৭) প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক সমূহ আলোচনা করা, এবং ৮) যে সকল বিষয় সম্পাদিত হয়নি তা বিশ্লেষণ- প্রভৃতি সম্পাদন করা ।

নিম্নোক্ত রেখাচিত্রের মাধ্যমে (রেখাচিত্র ২.১) গবেষণা পদ্ধতির তাত্ত্বিক কাঠামো তুলে ধরা হলো।

রেখাচিত্র ২.১: তাত্ত্বিক কাঠামো

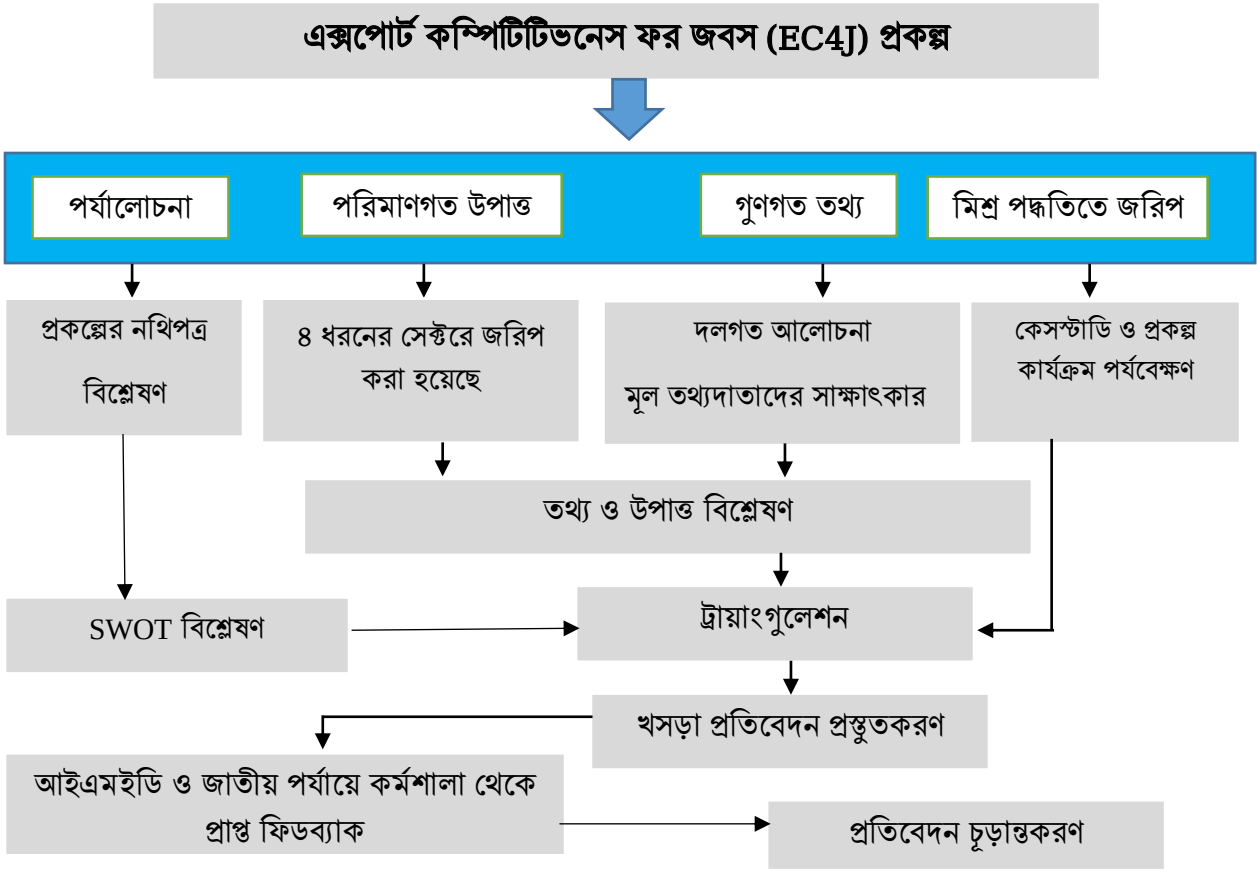

২.১.৩ তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের টুলসমূহ

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য যে সকল টুলসসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে তা নিম্নে দেয়া হলো:

- **জরিপ প্রশ্নমালা**- উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য
- **এফজিডি গাইডলাইন**-উপকারভোগীদের সাথে দলীয় আলোচনা
- **কেআইআই গাইডলাইন**-মূল তথ্যদাতাদের সাথে নিবিড় আলোচনা
- **চেকলিস্ট**- ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

২.১.৪ প্রাসঙ্গিক দলিল দস্তাবেজ পর্যালোচনা

প্রকল্পের বাস্তবায়ন দক্ষতা এবং অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির দিকসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়। এই প্রকল্পের প্রস্তাব প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনা করা। এ ছাড়াও প্রকল্পের কার্যকারিতায় ত্রুটি-বিচ্যুতি, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদি চিহ্নিত করা। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি ও অগ্রগতির প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য প্রকল্পের প্রয়োজনীয় দলিলাদি, তথ্য ও উপাত্ত সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা দল কর্তৃক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিল দস্তাবেজসমূহ সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ কাজে গবেষণা সহকারিরা একটি নির্ধারিত গাইডলাইন অনুসরণ করে মূল দলকে দলিল দস্তাবেজ ও প্রতিবেদন সংগ্রহে ও বিশ্লেষণে সহায়তা করেছে।

নিম্নে বিশ্লেষণের নিমিত্তে যে সব ডকুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করা হলো:

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি), সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (আরডিপিপি);
- বাস্তবায়নকারী সংস্থার বিভিন্ন প্রতিবেদন;
- আইএমইডি, বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদন;

২.১.৫ নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য উত্তরদাতা ও গবেষণার একক

নিবিড় পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে যে সকল শ্রমিক/কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে তাদের অন্তর্ভূক্তির (Inclusion criteria) ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে:

২.১.৫.১. যাদের জরিপ করা হয়েছে

- প্রশিক্ষণ/সচেতনতামূলক সভায় অংশগ্রহণ করেছে;
- বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর বা তার বেশী;
- নির্ধারিত সেক্টরে বর্তমানে চাকুরিরত;

২.১.৫.২. যে সকল ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়নি (Exclusion Criteria)

- প্রশিক্ষণ/সচেতনতামূলক সভায় অংশগ্রহণ করেন নাই;
- মানসিকভাবে সুস্থ নয়;
- সাক্ষাৎকার দিতে রাজি নয়;

২.১.৬ মিশ্র পদ্ধতিতে জরিপ পরিকল্পনা/কার্যক্রম

গুণগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতি নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার সমস্যা উপলব্ধি করার জন্য একটি কার্যকর পদ্ধতি। মিশ্র পদ্ধতি (সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতি) একটি কার্যকরি কৌশল বা পদ্ধতি, যা এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে নীতি সম্পর্কিত অভ্যন্তরের পরিবীক্ষণের জন্য এবং পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে উপকাভোগীদের সম্পর্কে গাণিতিক ধারণা পাবার জন্য। অপরদিকে, মিশ্র পদ্ধতির মাধ্যমে সকল ধরনের গবেষণার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, বিশেষ করে গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে। নিবিড় পরিবীক্ষণে মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করার কারণ সমূহ -বিশ্বাসযোগ্যতা, সঠিকতা, পূর্ণতা, পদ্ধতি, সদ্ব্যবহার, প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি, যা ডাটাকে এমবেডেড (Embedded data)ও ট্রায়াংগুলেশন (Triangulation) করতে সহযোগিতা করে।

মিশ্র পদ্ধতির গবেষণায় গবেষক চিন্তার গভীরে প্রবেশের উদ্দেশ্যে গুণগত এবং সংখ্যাগত পদ্ধতির উপাদান (যেমন গুণগত এবং পরিমাণগত দৃষ্টিভঙ্গি, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও অনুমান কৌশলগুলি) ব্যবহার করে থাকেন। এক্ষেত্রে সচরাচর পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ একই সময়ে ঘটে এবং গবেষণা সমাপ্তির

পরে ফলাফল তুলনা করা হয়। পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পরে হতে পারে আবার গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের পরে হতে পারে। গুণগত এবং পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ একযোগে বা ক্রমবর্ধমানভাবে ঘটতে পারে; একটি রূপান্তরমূলক নকশা গবেষককে একটি নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে কাজ করার সুযোগ করে দেয় এবং এর ফলে একটি সার্বিক ফলাফল পাওয়া যায়। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ নিরুপণের জন্য মিশ্র জরিপ পদ্ধতির কৌশলগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে।

রেখাচিত্র ২.২: উপাত্ত ও তথ্যের ট্রায়াংগুলেশন

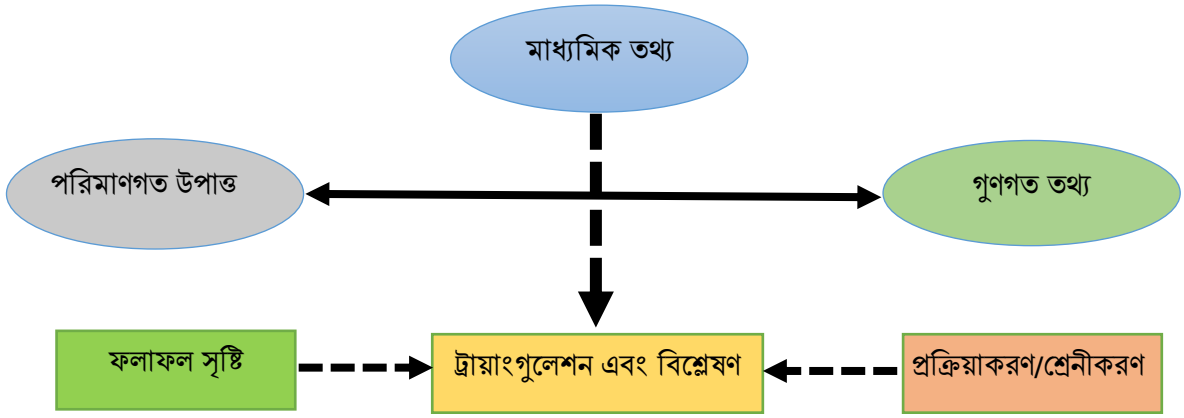

২.২ এলাকা নির্বাচন:

এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) প্রকল্পের উপকারভোগী মালিক, এ্যাসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি, সোর্সিংশো তে অংশগ্রহণকারী এসএমই শিল্প উদ্যোক্তা, নির্ধারিত ৪ টি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক, প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তা যাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে:

সারণি: ২.১ প্রকল্প এলাকা অনুযায়ী নমুনার আকার

#	বিভাগ/জেলার নাম	জরিপ	এফজিডির সংখ্যা	কেআইআই	কেস স্টাডি
ক	**জাতীয় পর্যায়**				
	পিডি, ডিপিডি-১, প্রকল্প ব্যবস্থাপক ও আইএমইডি			৪	
	বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশন			৪	
	সোর্সিংশো-তে অংশগ্রহণকারী এসএমই শিল্প উদ্যোক্তা			৪	
	কারখানার মালিক (৪টি সেক্টর ও সাব সেক্টরসমূহ .....(বাইসাইকেল, অটোমোবাইল, ইলেকট্রিক এন্ড ইলেক্ট্রনিকস্, ব্যাটারী এবং একুমুলেটরস্, ডাই এবং মল্ড x ৩ জন)			৮	
খ	**প্রকল্প এলাকায়**				
১	ঢাকা	১৫৪	৫		
২	চট্টগ্রাম	৯২	৩		
৩	কুমিল্লা	৪৬	২		
৪	হবিগঞ্জ	৫২	২		
Total		**৩৮৪**	**১২**	**২০**	

২.৩ নমুনা পদ্ধতি ও আকার নির্ধারণ

সমীক্ষার কর্মপদ্ধতি (Methodology)

সংশ্লিষ্ট সমীক্ষার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রস্তাবিত সমীক্ষায় পরিমাণ এবং গুণগত উভয় পদ্ধতিতেই প্রকল্প এলাকার প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

- প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য কাঠামোগত (Structured) প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে;
- নিবিড় তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্যের গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ, প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ পর্যবেক্ষণ, এফজিডি (FGD), কেস স্টাডি, মূল তথ্যদানকারীদের সঙ্গে নিবিড় সাক্ষাৎকার এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার মাধ্যমে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে;

নমুনা আকার নির্ধারণ

এ গবেষণায় নির্বাচিত নমুনাসমূহ যেন প্রতিনিধিত্বমূলক হয় সেটি নিশ্চিত করার জন্য একটি বিজ্ঞানভিত্তিক নমুনার কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে।প্রত্যেকটি কারখানায় উপকারভোগীদের Sampling Frame পাওয়া যাবে। সুতরাং প্রত্যেকটি কারখানা থেকে Simple random sampling এর মাধ্যমে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নমুনার ডিজাইন হয়েছে Stratified random sampling design. নমুনার আকার নির্ণয়ে যে সূত্র অনুসরণ করা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। যারা প্রকল্পের সরাসরি উপকারভোগী ও বর্তমানে নির্দিষ্ট সেক্টরে কর্মরত তাদের নমুনার আকার নির্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত পরিসংখ্যানিক সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে:

$$n = \frac{z^2pq}{\text{----------}}$$

e^2

যেখানে, n = প্রত্যাশিত sample size

p = proportion/probability of success

q = 1-p

e = precision level

Assumptions:

z = 1.96 (value of the standard variation at 95% confidence level)

p = 0.5 (এই ধরনের জরিপের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। অতএব p এর মান অজানা তাই এর মান 0.5ধরা হয়েছে।

এবং q =1-p, অতএব q = 0.5

e = 0.05 (precision level = 5%, at 95% confidence level)

$$n = \frac{(১.৯৬)^2 x\ ০.৫ x\ ০.৫}{(০.০৫)^2}$$

$$= \frac{৩.৮৪১৬\ x\ ০.৫ x\ ০.৫}{০.০০২৫}$$

n=৩৮৪

অতএব এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) প্রকল্প থেকে মোট ৩৮৪ জন উপকারভোগীর Sampling random technique-এর মাধ্যমে নির্বাচন করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৪ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

২.৪.১ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ: সমীক্ষার তথ্য ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সঠিক তথ্য সংগ্রহ, মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাই, প্রতিটি প্রশ্নপত্রের আলাদা আইডি নম্বর প্রদান, কোডিং করা, তথ্য কম্পিউটারে প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহকারী, সুপারভাইজার, কোডার, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ইত্যাদি নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে যে বিষয় সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে তা হলো: শিক্ষাগত যোগ্যতা, সমজাতীয় কাজের অভিজ্ঞতা, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহে অভিজ্ঞতা, কেআইআই ও এফজিডি পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। মোট ২০ জন তথ্য সংগ্রহকারি (ছেলে-১২ এবং মেয়ে-৮ জন), ৫ জন সুপারভাইজার, ৪ জন কোডার ও ২ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহকারিদের ২ দিন হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং অর্ধবেলা ফিল্ড প্রি-টেস্টিং করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের সময় আইএমইডি'র পরিচালক উপস্থিত থেকে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। সুপারভাইজার ও KII ও FGD পরিচালনাকারিদের আরো অর্ধবেলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

২.৪.২ প্রশ্নপত্রের প্রাক-সার্ভে যাচাই (Field pre-testing of Questionnaire): তথ্য সংগ্রহকারীগণ সমজাতীয় তথ্য/উপাত্ত দ্বারা খসড়া প্রশ্নপত্র পূরণ করেছে। এ ক্ষেত্রে তাদের ভুল-ত্রুটি ঘটনাস্থলেই চিহ্নিত করে ত্রুটিমুক্তভাবে প্রশ্নপত্র পূরণের প্রশিক্ষণ দেয়া ছাড়াও কিভাবে ভুল এড়াতে হয় সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের আলোকে খসড়া প্রশ্নপত্রের ত্রুটি ও দুর্বলতা সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৪.৩ সাক্ষাৎকার গ্রহণ: নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের সাহায্যে উত্তরদাতাগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রেই উত্তর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং পৃথক কাগজ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, নিবিড় আলোচনা, এফজিডি ইত্যাদির জন্য সংশ্লিষ্ট চেকলিস্ট/গাইড লাইন অনুসরণ করা হয়েছে। প্রয়োজনে অনুমতি সাপেক্ষে নিবিড় আলোচনা রেকর্ড করা হয়েছে।

২.৪.৪ গুণগত (Qualitative) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি: প্রকল্পের ফলাফল গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে গুণগত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তা নিম্নরুপ:

- ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি);
- মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (কেআইআই);
- কেসস্টাডি/ উত্তম চর্চা বিশ্লেষণ (Best Practices);
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা;

২.৪.৪.১ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) : "এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস প্রকল্প (EC4J)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে এফজিডি পরিচালনার মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের ফলে কারখানার কী কী উপকার হয়েছে এবং উপকারভোগীদেরও কী কী সুবিধা হয়েছে। নতুন কোন কাজের সুযোগ তৈরী হয়েছে কিনা ইত্যাদি। এ সকল এফজিডিতে নির্বাচিত কর্মরত শ্রমিক ও কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিটি এফজিডিতে ৮/১০ জন অংশগ্রহণকারী ছিল। ১৮ বছরের কম বয়সের কাউকেই এফজিডিতে নেয়া হয়নি। মোট ১২ টি এফজিডি'র আয়োজন করা হয়েছে। যে সকল কারখানায় এফজিডি করা হয়েছে তা'হলো চামড়া ও চামড়া জাত দ্রব্য ২, পাদুকা ৩, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং-৫ ও প্লাস্টিক-২।

২.৪.৪.২ মূল তথ্যদাতাদের সাথে নিবিড় আলোচনা/পরামর্শমূলক বৈঠক (কেআইআই): প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার এবং সার্বিক মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পূর্ণ বা আংশিক দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, EC4J শীর্ষক প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, কারখানার মালিক/উর্ধতন কর্মকর্তা প্রমূখ ব্যক্তিবর্গের সাথে নিবিড় আলোচনার মাধ্যমে তথ্য অনুসন্ধান/সংগ্রহ করা হয়েছে। যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে ২০ KII করা হয়েছে তা'হলো: প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-১, এ্যাসোসিয়েশন এর লিডার ৪, সোর্সিংশো-তে অংশগ্রহণকারী এসএমই শিল্প উদ্যোক্তা ৪, এবং বিভিন্ন কারখানার -চামড়া ও চামড়া জাত ২, পাদুকা ৩, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ৪, প্লাষ্টিক ৩ এর মালিক/উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

২.৪.৪.৩ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা: প্রকল্প এলাকার স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হবে। উক্ত কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের নিকট থেকে চলমান প্রকল্প সম্পর্কে জানা এবং ভবিষ্যতে করণীয় শীর্ষক মতামত গ্রহণ করা হবে।

২.৪.৫ সমীক্ষা ও উপাত্তের মান নিয়ন্ত্রণ (Quality Control): মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় সুপারভাইজারগণ প্রতিটি প্রশ্নপত্র, গাইডলাইন ও চেকলিস্ট ঠিকমত পূরণ করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখেছেন। দৈবচয়নের মাধ্যমে ৫% প্রশ্নপত্র পূরণের পর পরই যাচাই করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র পূরণে কোন প্রকার ভুলত্রুটি দেখা গেলে তা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি প্রশ্নপত্রে আলাদা আইডি নম্বর প্রদান, কোডিং করা, তথ্য ও উপাত্ত কম্পিউটারে প্রবেশ করানো এবং তথ্য ও উপাত্ত যাচাই করা হয়েছে।

২.৪.৬ তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ পদ্ধতি: নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় নির্দিষ্ট সংখ্যক নিদের্শকসমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাপ্ত তথ্যের input-output framework এমনভাবে স্তর বিন্যাস করা হয়েছে যেন তথ্যের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ SPSS ও MS Excel ডাটাবেস এর সাহায্যে এন্ট্রি করা হয়েছে এবং SPSS ও MS Excel সফটওয়্যার ব্যবহার করে যথাযথ পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া যথাযথ Tabulation-এর সাহায্যে প্রক্রিয়াকৃত উপাত্ত ও ফলাফল সারণি, লেখচিত্র ও চার্ট আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনের যথাস্থানে ব্যবহার করা হয়েছে।

২.৪.৭ তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ পরিকল্পনা: সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতির পাশাপাশি এসপিএসএস তথ্য বিশ্লেষণ সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে।

সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ: সংখ্যাগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রধানত ইউনি-ভ্যারিয়েট, বাই-ভ্যারিয়েট বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি ধাপে বিশেষ পরিসংখ্যান কৌশল ব্যবহার করে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
মূলত যে সব পরিসংখ্যান টুলস তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়েছে তা নিম্নরুপ:

নমিনাল এবং অর্ডিনাল চলক বিশ্লেষণ-

- ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন (গণসংখ্যা নিবেশন) গ্রাফ ও চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন (সংখ্যা, অনুপাত ও শতকরা);
- পরিসংখ্যান (মিডিয়ান, মোড ইত্যাদি);
- ক্রস টেব্যুলেশন;
- হাইপোথিসিস টেস্টিং(প্রয়োজনে);

কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল

- পরিসংখ্যান (গড়, মধ্যক, প্রচুরক, এসডি, ভেরিয়েন্স, শতকরা ইত্যাদি);
- সচিত্র উপস্থাপন;
- কনফিডেন্স ইন্টারভেল (প্রয়োজনে);
- হাইপোথিসিস টেস্টিং (প্রয়োজনে);

গুণগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ:

- তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ;
- তথ্য-উপাত্ত কে ধারণায় বিন্যস্ত করা;
- একটি ধারণার সাথে অন্যদের সম্পর্ক ও প্রভাব নির্ধারণ ;
- সংযোগ বিকল্প ব্যাখ্যা;
- প্রতিবেদনে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার;

২.৪.৮. নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার ফ্লো-চার্ট

মাঠ পর্যায়ে গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহে যে সব প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা, গাইডলাইন প্রস্তুত করা হয়েছে সেগুলোর উপযোগিতা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের আগে যাচাই করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্য সমূহ দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত উত্তরদাতাদের নিকট থেকে জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্যসমূহ মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, ফোকাস গ্রুপে আলোচনা ও কেস স্টাডির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এবং কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ যাচাই করা হয়েছে। এভাবে সকল তথ্য ও উপাত্ত যাচাই বাছাই করে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। রেখাচিত্র ২.৩ এর মাধ্যমে দেখানো হলো:

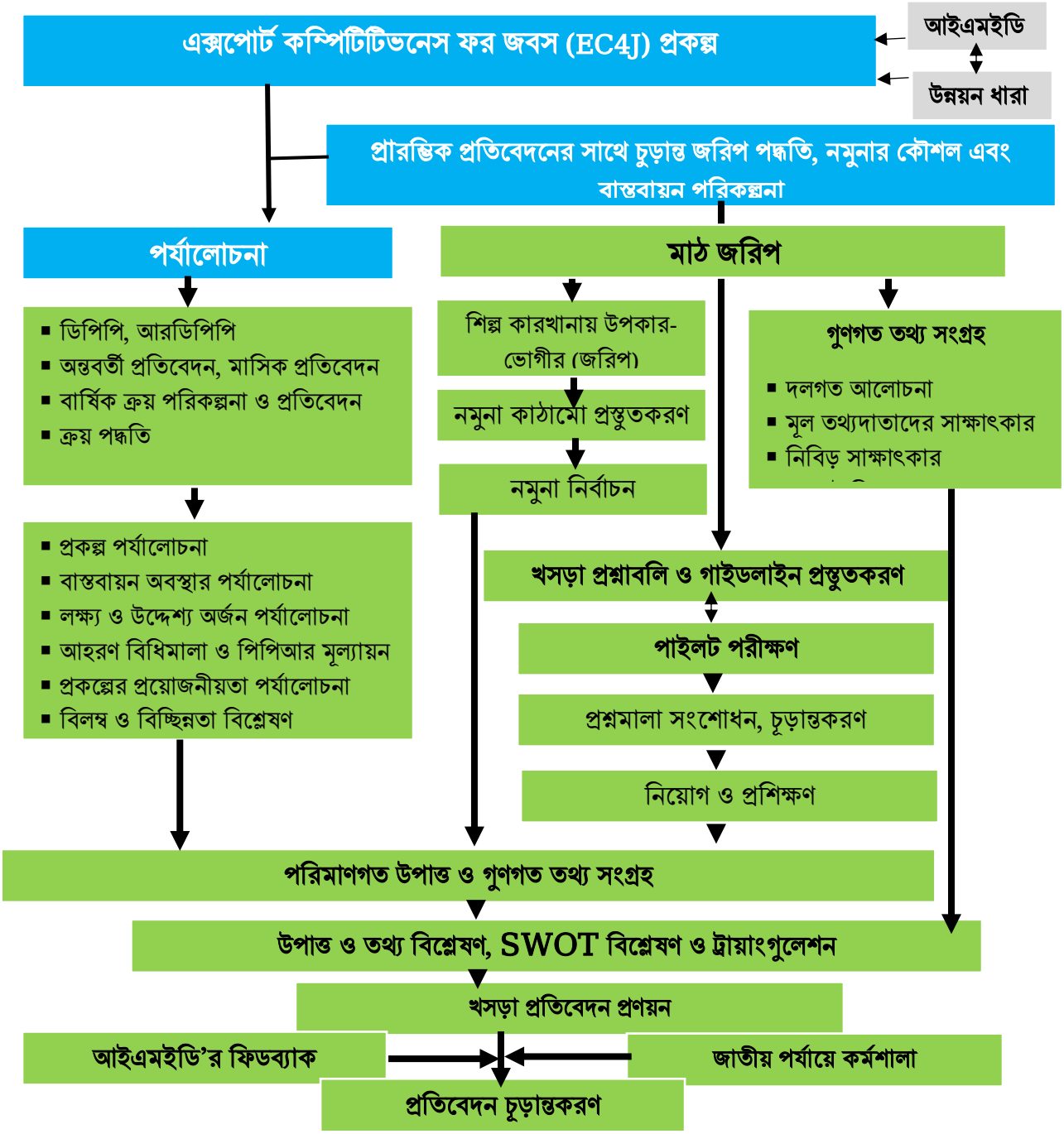

২.৫ সময় ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজটি চুক্তি সম্পাদনের পর হতে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন পেশ করা পর্যন্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু বা সম্পাদন করেছে, যেমনঃ ক. পরামর্শকদের দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে, খ. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার দলিলাদি/উপকরণ সংগ্রহ ও পর্যালোচনার কাজ চলছে, গ. নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে sample population নির্ণিত হয়েছে, এবং ঘ. প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (Inception Report) প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করার পর কারিগরি ও স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনক্রমে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। অনুমোদিত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন অনুযায়ী যে সমস্ত কাজ করা হয়েছে তার কর্মপরিকল্পনা (Work plan) পরবর্তী ছকে দেখানো হলঃ

সারণি ২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং	বিষয়	কার্যক্রমের সময় (মাস ভিত্তিক) ২০১৯-২০২০																			
		জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল				মে-জুন			
		সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ				সপ্তাহ							
১	সমীক্ষা পরিকল্পনা ও পরামর্শক দলের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন																				
২	মাঠ পর্যায়ে প্রশ্নমালা প্রাক-যাচাই																				
৩	প্রশ্নমালা চূড়ান্তকরণ ও ইনসেপশন রিপোর্ট প্রণয়ন																				
৪	টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্টের উপর সুপারিশ প্রদান																				
৫	স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক ইনসেপশন রিপোর্ট অনুমোদন																				
৬	প্রশিক্ষণ,সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহ																				
৭	উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের তদারকি																				
৮	KII &FGD পরিচালনা করা																				
৯	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা পরিচালনা করা																				
১০	সংগৃহীত উপাত্ত সম্পাদনা																				
১১	ডাটা এন্ট্রি ও যাচাইকরণ																				
১২	টেবুলেশন সম্পন্ন																				
১৩	ডাটা বিশ্লেষণ																				
১৪	১মখসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল																				
১৫	খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা																				
১৬	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন দাখিল																				
১৭	জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রহ																				
১৮	সেমিনারের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল																				

তৃতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১. প্রকল্পের অগ্রগতি : "এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের অঙ্গসমূহ চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১) বাজারে প্রবেশের জন্য সহযোগিতা কর্মসূচি: এই অংগকে আবার কয়েকটি উপ-অংগে (sub-components) ভাগ করা হয়েছে, যেমন:- *ক. সেক্টর পর্যায়ে ইএসকিউ (ESQ) সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী ও প্রস্তুতি; খ. রপ্তানি প্রস্তুতি তহবিল (ERF); গ. বাজার উন্নয়ন ও ESQ ব্রান্ডিং;* ২) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কর্মসূচি; ৩) অবকাঠামো বাধা দূরীকরণে সরকারি বিনিয়োগে সুবিধা প্রদান; ৪. প্রকল্প বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন। এই সকল অঙ্গসমূহ হতে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

৩.১.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : প্রকল্পের মূল প্রস্তাবনা অনুযায়ী (ডিপিপি) অনুযায়ী বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২৩। সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবনা (আরডিপিপি) অনুযায়ী বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২৩। অর্থাৎ ডিপিপি ও সংশোধিত ডিপিপি'তে বাস্তবায়ন কাল একই আছে, কোন পরিবর্তন করা হয়নি, সারণি ১.১।

৩.১.২ প্রকল্পের সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয়: প্রকল্পের মূল ডিপিপি'তে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৪১০০.০০ লক্ষ টাকা, এদের মধ্যে জিওবি ১৫১০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ ৭৯০০০.০০ লক্ষ টাকা। পুনরায়, ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০১২১২.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জিওবি ও প্রকল্প ঋণ যথাক্রমে ১৭২১২.০০ লক্ষ টাকা ও ৮৪০০০.০০ টাকা। বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় মূল ডিপিপি থেকে সংশোধিত ডিপিপি'তে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৬৬%, এদের মধ্যে জিওবি ১৩.৯৯% এবং প্রকল্প ঋণ ৬.৩৩%। উল্লেখ্য মোট জিওবি টাকার প্রায় ৭৭% খরচ প্রাক্কলন করা হয়েছে চারটি টেকনোলজি সেন্টারের ভূমি ক্রয় ও উন্নয়ন এর জন্য। উল্লেখ্য *প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর সময় টাকার বিপরীতে মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এক্ষেত্রে প্রকল্প ঋণ সহায়তা বাড়ে নি, সারণি ১.২।*

৩.১.৩ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির কারণসমূহ: টাকার বিপরীতে মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় (টাকার মূল্য হ্রাস পেয়েছে এবং ডলারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে) টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রকল্প প্রণয়নের সময় মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য ছিল ১ ডলার সমান ৭৯ টাকা। প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর সময় মার্কিন ডলারের বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১ মার্কিন ডলার সমান ৭৯ টাকা থেকে ৮৪ টাকা হয় এবং জিওবি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ২১১২ লক্ষ টাকা বাড়ানো হয়। যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাংকের ও জিওবি'র মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.১.৪ বছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও অগ্রগতি: "এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের অর্থ বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতির তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১ম অর্থ বছরে (২০১৭-২০১৮) EC4J শীর্ষক চলমান প্রকল্পটির আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৩০%। পরবর্তী অর্থ বছরে (২০১৮-২০১৯) এ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৬০%। এ প্রকল্পের তৃতীয় অর্থ বছরে (২০১৯-২০২০) আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে ৬৪%। লক্ষ্যমাত্রার বিপরিতে অগ্রগতির বিশ্লেষণে বলা যায় বিগত তিন বছরের মধ্যে কোন বছরই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয় নাই।

সারণি ৩.১: বছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় ও অগ্রগতি (এপ্রিল-২০২০) **লক্ষ্ টাকা**

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			টাকা ছাড়করণ	ব্যয় ও আর্থিক অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	পিএ		মোট	টাকা	পিএ	আর্থিক (%)
২০১৭-২০১৮	৪৬২	৪২	৪২০	৪৬২	১৩৭.৩২	২২.৬৯	১১৪.৬৩	৩০%
২০১৮-২০১৯	১৭১৩	১০৩	১৬১০	১৭১৩	১০২০.৭৮	৭৭.২৩	৯৪৩.৫৫	৬০%
২০১৯-২০২০	৫৭০৮	২৮৪৮	২৮৬০	৫৭০৮	৩৬৩২.৩২	২৭৪৭.১৭	৮৮৫.১৫	৬৪%
২০২০-২০২১	২৫০০০	৬২২১	১৮৭৭৯					
২০২১-২০২২								
২০২২-২০২৩								
মোট								

প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, যেহেতু প্রকল্পটি শুরু করতে প্রায় ৮মাস দেরী হয়েছে এবং ৪টি টেকনোলজি সেন্টারের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের জন্য বেশী সময় ব্যয় হয়েছে তাই প্রকল্পের শুরুর দিকে অগ্রগতি কম হয়েছে। চলতি বছরের শেষ নাগাদ (ডিসেম্বর-২০২০) প্রকল্পের একটি মধ্যম মেয়াদী এ্যাসেসমেন্ট করার পরিকল্পনা রয়েছে, এবং সেই এ্যাসেসমেন্টের প্রতিবেদন ও সুপারিশ এর ভিত্তিতে প্রয়োজনে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল বৃদ্ধির জন্য আরডিপিপি পুনরায় সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব করা হবে।

৩.১.৫ ব্যয় কম হওয়ার কারণসমূহ

প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই ২০১৭-তে শুরু হলেও তা গত ৯ আগস্ট ২০১৭ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে তা বিশ্বব্যাংকের বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়; প্রকল্পের Date of Effectiveness ছিল ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে প্রকল্পের প্রথম অর্থ ছাড় হয় এবং এ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। বাস্তবায়নের শুরুতেই ডিপিপিতে কিছু অসংগতি পরিলক্ষিত হয় এবং প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তা সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে। প্রকল্প সংশোধনের জন্য ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং প্রায় ৮ মাস পর ১৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়; অর্থাৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যত শুরু হয় আগস্ট ২০১৯ থেকে যা ১ বছরেরও অনেক কম সময়। প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পরই প্রকল্পের কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়। এজন্য প্রকল্পের অর্থ ব্যয় কম হয়েছে। অন্যদিকে চারটি টেকনোলজি সেন্টার এর ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন, নির্মাণ, তদারকি ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য ব্যয় মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৭২.৪৩%। যেহেতু সবে মাত্র ২ টি টেকনোলজি সেন্টারের জন্য জমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে। সুতরাং শুধুমাত্র ২টি ভূমি ক্রয়ের অর্থ ব্যয় হয়েছে। বাকী কার্যক্রম শুরু করতে না পারার জন্য এই খাতে প্রকল্পের ব্যয় কম হয়েছে।

৩.১.৬ অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতির চিত্র:

প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য থেকে দেখা যায় যে, কম্পোনেন্ট-১ (Market Access Support Programme) এর আওতায় মোট ৯ টি কার্যক্রম আছে । চলমান ৮টি কার্যক্রমের মধ্যে ৩ টি কার্যক্রমের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমের ৫০%, ২০% ও ২০% এবং ১৩.৩১%, ১.২৯% ও ১৮.৯১%, শুধুমাত্র ২টি কার্যক্রমের কোন অগ্রগতি নাই। কম্পোনেন্ট-২ (Productivity Enhancement Programme) এর আওতায় মোট ৪ টি কার্যক্রম আছে। এদের মধ্যে চলমান ৩ টি কার্যক্রমের ১টি কার্যক্রম (ভূমি উন্নয়ন) বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে যথাক্রমে ৬৪% ও ২০.৫৭%। টেকনোলজি সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ এর বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে যথাক্রমে ৩% ও ০.৩৬%। এছাড়াও, টেকনোলজি সেন্টারের ডিজাইন সম্পন্ন করা এবং নির্মাণ কার্য তদারকি করার জন্য একটি "ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম ফর টেকনলজি সেন্টারস" এর নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এর বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ৩০%। কম্পোনেন্ট-৩ (Public Investment Facility for Infrastructure Constraints PIFIC) এর বিভিন্ন অবকাঠামোগত ও কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার সহ অন্যান্য সুবিধাদি স্থাপনের জন্য ডিজাইন সম্পন্ন করা, নির্মাণ কার্য ও ব্যবস্থাপনা কার্য তদারকি করার জন্য একটি "ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম ফর PIFIC" এর নিয়োগ কার্যক্রম পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে যার ১০০% বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে এবং ফার্মটি সংশ্লিষ্ট কাজের বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও কম্পোনেন্ট-৩ এর কয়েকটি কাজ কম্পোনেন্ট-২ এর "টেকনোলজি সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ" কার্যক্রমের বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ব্যয় বা আর্থিক অগ্রগতির বিষয়টিও সম্পর্কযুক্ত। কম্পোনেন্ট-৪ (PIU) এর আওতায় ১৭টি কার্যক্রম চলছে। এদের মধ্যে ১৬ টি কার্যক্রমের অগ্রগতি হয়েছে। অগ্রগতি বিশ্লেষণে এই কম্পোনেন্টের এর পাঁচটি কার্যক্রমের তিনটি প্রায় ১০০%, ২টি অগ্রগতি ৫০% উর্ধ্বে বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫০% এর বেশী হয়েছে। বাকী সকল কার্যক্রমের অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকল্পের চারটি কম্পোনেন্ট এর এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত সামগ্রিক ২৪% বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

৩.১.৪.১ অঙ্গ ভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অগ্রগতি এপ্রিল ২০২০: "এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)" প্রকল্পটির বাস্তব ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন এর লক্ষমাত্রা ও এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতির চিত্র সারণি ৩.২ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি ৩.২ প্রকল্পটির বাস্তব ও অঙ্গভিত্তিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন এর লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির চিত্র নিম্নের ছকে দেয়া হল- (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য / আরপিও	মোট বরাদ্দ	বাস্তব অগ্রগতি	%	আর্থিক অগ্রগতি	%
কম্পোনেন্ট-১ (Market Access Support Programme)									
১	ফার্ম লেভেল ইএসকিউ কমপ্লায়েন্স এ্যাসেসমেন্ট	৪০০ টি	_	৮৪০.০০	৮৪০.০০	৯	২.৫%	-	-
২	ইআরএফ মনিটরিং	১ টি	_	৫০.৬০	৫০.৬০	_	-	-	-
৩	ইএসকিউ এ্যাসেসমেন্ট টেকনিকাল এ্যাসিস্টেনস ইআরএফ	৪টি	_	৫০.৬০	৫০.৬০	_	_	_	_
৪	এ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং (ইন্ডাস্ট্রিওয়াইড ও ফার্মলেভেল)	২০টি	_	১২১৯.৯৯	১২১৯.৯৯	১০	৫০%	১৬২.৩৬	১৩.৩১%
৫	স্কিল ডেভলপমেন্ট মডিউল তৈরী	১০টি	_	২০১.৬০	২০১.৬০	-	৩%*	-	-
৬	ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইড কারিগরি প্রশিক্ষণ	১০০ টি	_	৫৭৫.৮৭	৫৭৫.৮৭	-	৩%*	-	-
৭	মার্কেট ইনটেলিজেন্স	১০০ টি	_	৬০৬.৪৮	৬০৬.৪৮	২০	২০%	৭.৮৩	১.২৯%
৮	মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড ব্র্যান্ডইং	১০০ টি	-	১৩৭৯.২৮	১৩৭৯.২৮	২০	২০%	২৬০.৮০	১৮.৯১%
৯	ইকুইপমেন্ট ও ওয়েবসাইট ডেভলেপমেন্ট	১০টি	_	২৮০.০০	২৮০.০০	১	১০%	_	_
কম্পোনেন্ট-২ (Productivity Enhancement Programme)									
১	ভূমিক্রয় ও উন্নয়ন	২২ একর	১৩২০০.০০	-	১৩২০০.০০	১৪.০৪	৬৫%	২৭১৫.৪১	২০.৫৭%
২	টেকনোলজি সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ	৪ টি	_	২৪৫৬১.৬০	২৪৫৬১.৬০	-	৩%*	৮৭.৩৩	০.৩৬%
৩	ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম ফর টেকনোলজি সেন্টারস	১ টি	_	১৪২৮.০০	১৪২৮.০০	_	৩০%*	_	_
৪	ওএন্ডএম ফার্ম ফর টেকনলজি সেন্টারস	৪টি	_	২২৪১.৯৬	২২৪১.৯৬	_	_	_	_
কম্পোনেন্ট-৩ (Public Investment Facility for Infrastructure Constraints PIFIC)									
১	কানেকটিং টেকনোলজি সেন্টারস	৪ টি	_	১৬১৯.৬০	১৬১৯.৬০	_	_	_	_
২	PIFIC কার্যসমূহ	৪ টি	_	৮৫৮৮.০০	৮৫৮৮.০০	_	_	_	_
৩	বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও টেলিফোন সংযোগ কার্য	৪ টি	_	৩৩৬০.০০	৩৩৬০.০০	_	_	_	_
৪	রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটিজ ফর প্লাস্টিক	৩ টি	_	২২০০.০০	২২০০.০০	_	_	_	_
৫	রিসাইক্লিং ফ্যাসিলিটিজ ফর লেদার এন্ড ফুট ওয়্যার	২ টি	_	২০০০.০০	২০০০.০০	_	_	_	_

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য আরপিও	মোট বরাদ্দ	বাস্তব অগ্রগতি	%	আর্থিক অগ্রগতি	%
৬	লেদার কোল্ড স্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ	২টি	_	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	_	_	_	_
৭	বিশেষায়িত কমন ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার	৪ টি	_	৮৪০০.০০	৮৪০০.০০	_	_	_	_
৮	ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন ফার্ম ফর PIFIC	১ টি	_	৪২৯২.৪০	৪২০২.৪০	_	১০০%*	_	_
কম্পোনেন্ট-৪ (PIU)									
১	কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা	২৫০ জনমাস	৪৩০.০০	_	৪৩০.০০	৭২	২৪%	৬০.৪০	১৪.০৫%
২	কর্মচারীদের বেতন-ভাতা	৭০০ জনমাস	২১৫.০০	_	২১৫.০০	২১০	৩৭%	৪৯.৪৮	২৩.০১%
৩	কনসালটেন্টদের বেতন	৬৫০ জনমাস	_	১৯৯৬.৮৪	১৯৯৬.৮৪	১৫১	৩৪%	৬১২.৯৩	৩০.৬৯%
৪	অফিসভাড়া	১টি	_	৩৫৭.৫০	৩৫৭.৫০	১	১০০%	১৩৭.১৮	৩৮.৩৭%
৫	যানবাহনভাড়া	৫ টি	৪০০.০০	২২০.০০	৬২০.০০	৫	১০০%	১০৪.৬৭	১৬.৮৮%
৬	ইউটিলিটিসার্ভিস	থোক	_	৭০.০০	৭০.০০	থোক	২০%	১৪.২৯	২০.৪১%
৭	স্টেশনারিজ	থোক	_	৭৫.০০	৭৫.০০	থোক	২০%	১৫.১২	২০.১৬%
৮	সভার আপ্যায়ন	১০০ টি	_	৩০.০০	৩০.০০	_	২০%	১৫.৪৩	৫১.৪৩%
৯	মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	_	৬.২৮	৬.২৮	_	৪৪%	২.৭৬	৪৩.৯৫%
১০	ফরেনট্রেনিং/ ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/এক্সপোজার	১০টি	_	৩৮০.০০	৩৮০.০০	৩	৪০%	১৯৫.৯০	৫১.৫৫%
১১	লোকালট্রেনিং/ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/মিটিং	১০টি	_	১০০.০০	১০০.০০	৫	৪০%	৫১.৬০	৫১.৬০%
১২	ট্রেনিং/ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/মিটিং এর সম্মানী	১১১ টি	১১৭.০০	_	১১৭.০০	৫০	৪৫%	১৭.৫২	১৪.৯৭%
১৩	প্রিন্টিং ও অন্যান্য ব্যয়	৪০০ টি	১৪০.০০	১০.০০	১৫০.০০	২০	২৫%	১০.১১	৬.৭৪%
১৪	ম্যানেজমেন্ট টুলস, সিস্টেম/ডাটাবেইজ স্টোরেজ ও অন্যান্য	৩ টি	_	৯৮.০০	৯৮.০০	২	৬৭%	৫১.০০	৫২.০৪%
১৫	ভ্রমণ ও যাতায়াত	থোক	_	১০১.৬০	১০১.৬০	১	২%	১.৫৪	১.৫২%
১৬	অফিসডেকরেশন, ফার্নিচার ও ইক্যুইপমেন্ট	থোক	_	১৯০.০০	১৯০.০০	৯০	৯৫%	১৭৪.৪৭	৯১.৮৩%
১৭	সিডি, ভ্যাট, এআইটি ইত্যাদি	থোক	১৫০০.০০	_	১৫০০.০০	_	_	_	_

**** কোন কোন অঙ্গে বাস্তব অগ্রগতি বিবেচনার ক্ষেত্রে অঙ্গ ভিত্তিক কার্যক্রমের প্রাথমিক/ প্রস্তুতিমূলক কর্ম সমূহও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।***

সূত্র: প্রকল্প অফিস

৩.১.৭ পিছিয়ে পড়া অঞ্চের কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা

প্রকল্পটি আগস্ট ৯, ২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হলেও প্রকল্পের উপযোগী অফিস ভাড়া, জনবল ও অফিস সেট-আপ সম্পন্ন হতে মে ২০১৮ পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়েছে। এছাড়াও এটি একটি এজাইল (Agile) এবং ইনোভেটিভ (innovative) ধরনের প্রকল্প হওয়ায় মূল ডিপিপি প্রণয়নের সময় প্রকল্পের WBS তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ফলে বাস্তবায়ন পর্যায়ে WBS প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রিপারেটরি কার্যাদি সম্পন্ন করতে সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং বাস্তবায়নের শুরুতেই ডিপিপি-তে কিছু অসংগতি পরিলক্ষিত হয় এবং প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তা সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে। প্রকল্প সংশোধনের জন্য ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং প্রায় ৮ মাস পর ১৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়; অর্থাৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যত শুরু হয় আগস্ট ২০১৯ থেকে যা ১ বছরেরও অনেক কম সময়।

প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়ার পরই প্রকল্পের কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়। মূলত সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হওয্যার পর প্রকল্পের তিনটি কম্পোনেন্টের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি কার্যের (সার্ভিস প্যাকেজ-ERF, PIFIC ও Feasibility ফার্মসমূহ) ফার্ম নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। কম্পোনেন্টগুলোর সংশ্লিষ্ট কাজের বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে চলমান রয়েছে এবং অগ্রগতিও আশাব্যঞ্জক। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকল্পের চারটি কম্পোনেন্ট এর এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত সামগ্রিক ২৪% বাস্তব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম চারটি টেকনোলজি সেন্টারের মধ্যে দুইটি টেকনোলজি সেন্টারের ভূমি অধিগ্রহণ /ক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়েছে (চট্টগ্রামের মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরে ১টি ১০.০০ একরের প্লট এবং গাজীপুরস্থ কালিয়াকৈর বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ১টি ৪.০৪ একরের প্লট), এবং বাকি দুইটির জন্য ভূমি অধিগ্রহণ /ক্রয় কার্য সন্তোষজনক পর্যায়ে চলমান রয়েছে। এছাড়াও টেকনোলজি সেন্টার স্থাপনের জন্য ফিজিবিলিটি সম্পন্নের পথে, আগামী মে ২০২০ এর মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। টেকনোলজি সেন্টারের ডিজাইন সম্পন্ন করা এবং নির্মাণ কার্য তদারকি করার জন্য একটি "ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম" নিয়োগের প্রক্রিয়া সংশোধিত ডিপিপ'র কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি সহ ৪০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক কম্প্লায়েন্স এ্যাসেসমেন্ট এবং পরবর্তীতে ফার্মসমূহের জন্য গৃহীত ম্যাচিং গ্র্যান্ট (ERF Grant) কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৫০টি ফার্ম ম্যাচিং গ্র্যান্ট প্রদানের কার্যক্রম দ্রুততার সাথে এগোচ্ছে, পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ সম্পন্নের চার মাসের মধ্যেই প্রায় ৭০ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক কম্প্লায়েন এ্যাসেসমেন্টের জন্য চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে এবং পাশাপাশি বাকি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম, মার্কেট ডেভলপমেন্ট এবং ব্র্যান্ডিংয়ের কাজও ইতোমধ্যে চলমান রয়েছে। চামড়া শিল্পের উপর জাতীয় পর্যায়ের দুইটি সচেতনতামূলক কার্যক্রম, শিল্প প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক কমপ্লায়েন্স বিষয়ক কার্যক্রম, দুইটি আন্তর্জাতিক মেলা (যা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী উদ্বোধন করেন) আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও আরো একটি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট চলতি অর্থ বছরে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নের সময় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের WBS তৈরি করা হয় এবং সে অনুযায়ী কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ কর্ম পরিকল্পনা ও কাজের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রকল্প সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভবপর হবে। উল্লেখ্য, যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা বা অন্য কোন কারণে প্রকল্পের কাজ ব্যহত হয় তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব নাও হতে পারে, যেমন বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে সমগ্র বিশ্বে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থবির অবস্থায় আছে। সেক্ষেত্রে সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হতে পারে।

৩.১.৮ ডিপিপি সংশোধনের কারণসমূহ

রপ্তানি উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এই ধরনের এটি প্রথম প্রকল্প। প্রকল্পের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে এজাইল (Agile) এবং ইনোভেটিভ (innovative) হওয়ার কারণে প্রকল্পের মূল ডিপিপি প্রণয়ণের সময় Work Breakdown Structure (WBS) তৈরি করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে একটি কারিগরি কর্মশালায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট, বিশ্বব্যাংক ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশনসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের উপস্থিতিতে প্রকল্পের WBS তৈরি করা হয়। প্রকল্পের WBS প্রণীত হলে প্রকল্পের কাজসমূহ

অধিকতর স্পষ্ট হয়। প্রকল্পের প্রয়োজনীয় জনবল ঘাটতি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকিউরম্যান্ট প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

৩.১.৯ ডিপিপি সংশোধনের জন্য ৮মাস সময় লাগার কারণ

রপ্তানি উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এই ধরনের এটি প্রথম প্রকল্প; যার উদাহরণ বাংলাদেশে নেই। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় চারটি শিল্প খাতকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের উপরিউক্ত প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রকল্পের মূল ডিপিপি প্রণয়নের সময় Work Breakdown Structure (WBS) তৈরি করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে একটি কারিগরি কর্মশালায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনিষ্টিটিউট, বিশ্বব্যাংক ইম্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশনসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের উপস্থিতিতে প্রকল্পের WBS তৈরি করা হয়। প্রকল্পের WBS প্রণীত হলে প্রকল্পের কাজসমূহ অধিকতর স্পষ্ট হয়। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। গত আগস্ট ১৬, ২০১৮ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত পিএসসি এর সভায় প্রকল্পের ১ম সংশোধনের বিষয়টি অনুমোদিত হয়। প্রকল্প সংশোধনের জন্য প্রকল্পের প্রথম সংশোধনী প্রস্তাব ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। প্রকল্পটি পুরোপুরি traditional বৈশিষ্ট্যের না হওয়ায় উপস্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবের বিভিন্ন বিষয় স্পষ্ট করার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কয়েক দফা মতামতের প্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে জবাব দেয়া হয়। পরিকল্পনা কমিশনের কাছে সংশোধনী প্রস্তাবের বিভিন্ন বিষয় স্পষ্ট হওয়ার পর মূলত একনেক সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এতে করে ডিপিপি সংশোধনের জন্য তুলনামূলক বেশি সময় লাগে।

৩.১.১০ ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্ব: ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নে বিলম্ব হয়েছে। কারণ পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ যথাসম্ভব এড়িয়ে সরকারের অর্থনৈতিক অঞ্চল হাইটেক পার্ক,- সংশ্লিষ্ট বিসিক শিল্প নগরী সমূহে ভূমির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে সময় ব্যয়।

৩.১.১১ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং সম্ভাব্য বাধাসমূহ

প্রকল্পের আওতায় কারখানাসমূহের জন্য কম্প্লায়েন্স উন্নয়ন কার্যক্রম, ফার্মসমূহের জন্য গৃহীত ম্যাচিং গ্র্যান্ট (ERF Grant) কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৫০টি ফার্ম রপ্তানি বাজারে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত সামাজিক এবং গুণগত কম্প্লায়েন্স অর্জনের মাধ্যমে রপ্তানি সক্ষমতা অর্জন এবং বাজারে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার মাধ্যমে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ৪টি টেকনোলজি সেন্টারে এডভান্স টেকনোলজি এবং যুগোপযোগি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি এবং এ ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৩.১.১২ রপ্তানি আয়ে EC4J প্রকল্পের অবদান

বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) অনুযায়ী ২০২১ সাল নাগাদ দেশের সামগ্রিক রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ৬০ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসমূহ অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্পের আওতায় বিবেচ্য চারটি সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি শিল্প সেক্টরসমূহ হিসেবে বিবেচিত এবং এই সেক্টরসমূহের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রকল্প থেকে বিভিন্ন সহায়ক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে এবং বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কারখানাসমূহের জন্য কম্প্লায়েন্স উন্নয়ন কার্যক্রম, ফার্মসমূহের জন্য গৃহীত ম্যাচিং গ্র্যান্ট (ERF Grant) কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৫০টি ফার্ম রপ্তানি বাজারে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত সামাজিক এবং গুণগত কম্প্লায়েন্স অর্জন, মার্কেট ডেভলপমেন্ট কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ, টেকনিক্যাল ও ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবা প্রভৃতি সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে রপ্তানি সক্ষমতা অর্জন এবং বাজারে পণ্য/সেক্টর সমূহের অবস্থান সুদৃঢ় করার মাধ্যমে প্রকল্পে বিবেচনাধীন ৪টি সেক্টর পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। এর ফলে রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে অনান্য সেক্টরের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন চারটি টেকনোলজি সেন্টারের মাধ্যমে বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সমূহের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিগত ও লাগসই টেকনোলজি সেবা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ

এবং কারিগরি ও ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প সমূহকে সক্ষম করে তোলা হবে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্লাস্টার ভিত্তিক বিভিন্ন অবকাঠামোগত ও কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে এসব ক্লাস্টারগুলোর সক্ষমতা অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। যাতে রপ্তানি ভ্যালু চেইন এ সংযুক্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদারিত্ব বাড়াবে এবং উৎপাদনশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্প এসব কার্যক্রম সমূহ এভাবে সেক্টর এবং সেক্টরসমূহ সক্ষমতা অর্জন, নতুন নতুন রপ্তানি বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৩.১.১৩ প্রকল্প প্রণয়নে ত্রুটিসমূহ

এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) শীর্ষক চলমান প্রকল্পটি প্রণয়নে কিছু দুর্বলতা ছিল মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্প প্রণয়নের সময় প্রকল্পের Work Breakdown Structure (WBS) প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি, যা সুষ্ঠু প্রকল্প ব্যবস্থাপনার পূর্বশর্ত। ফলে প্রকল্পে কাজের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনীয় জনবল সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত হয়নি যেমন: টেকনোলজি সেন্টারের Business model এবং Sustaiablity'র জন্য সম্ভাবতা যাচাই, Technology partner for specification for leather DTC, Technology partner for specification for leather GETC এবং চারটি টেকনোলজি সেন্টারের মেশিনারিজ ও ইক্যুইপমেন্ট ক্রয় প্যাকেজ, চামড়া শিল্পে Flay-cut on skin/Raw Hide সচেতনতা প্রচারণ (ভিডিও তৈরী করা) ইত্যাদি। ফলে প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে শ্লথ হয়েছে। এ সকল প্রকিউরম্যান্ট প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এসব প্যাকেজসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রম শুরু হতে দেরী হয়েছে। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে Work Break down Structure (WBS) প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমসমূহকে আরো সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্যাকেজগুলো চিহ্নিত করে RDPP'তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৩.১.১৪ টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণের অবস্থা: টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরী, মিরের সরাই, চট্টগ্রাম হতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর নিকট হতে ১০.০০ একর জমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এই জমির বিপরীতে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কালিয়াকৈর, গাজীপুরে আর একটি টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণের জন্য ৪.০৪ একর জমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে। মুন্সিগঞ্জ জেলার বাংলাদেশ-ক্ষুদ্র-ও-কুটির-শিল্প-করপোরেশন-(বিসিক) শিল্পপার্ক থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে থেকে ১০.০০ একর জমি বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া সংশোধিত DPP অনুসারে এবং পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থনৈতিক অঞ্চলে সুবিধাজনক স্থানে ৪র্থ টেকনোলজি সেন্টারের জন্য জমি না পাওয়ায় বিষয়টি PSC/PIC সভায় আলোচনা করা হয়। সভার অনুমতিক্রমে গাজীপুর জেলার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ৫ একর জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সারণি ৩.৫: টেকনোলজি সেন্টারের জন্য জমির তথ্য

কমিক নং	জমির পরিমাণ	এলাকা	বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	১০ একর	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরী, মিরের সরাই , চট্টগ্রাম হতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)	জমির দাম পরিশোধ করা হয়েছে	
২	৪.০৪ একক	বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কালিয়াকৈর, গাজীপুরে	জমির দাম পরিশোধ করা হয়েছে	
৩	১০.০০ একর	মুন্সিগঞ্জ জেলার বাংলাদেশ-ক্ষুদ্র-ও-কুটির-শিল্প-করপোরেশন-(বিসিক) শিল্পপার্ক	জমি বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জমি বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।
৪	৫ একর	গাজীপুর জেলায়	জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।	গাজীপুর জেলার জেলা প্রসাশকের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

৩.১.১৫ টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণ ও তদারকির জন্য ফার্ম নিয়োগ: টেকনোলজি সেন্টার নির্মাণের জন্য Design structure ও Architectural Design এবং নির্মাণ কাজ তদারকি করার জন্য একটি ফার্ম নিয়োগের কাজ প্রক্রিয়াধীন। ইতিমধ্যে EoI আহবান করা হয়েছে। মোট ৬টি ফার্ম Short listed হয়েছে। HOPE এর অনুমতিক্রমে এই ৬টি ফার্ম থেকে ১টি ফার্ম নিয়োগ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে জানা যায় চলতি অর্থ বছরে ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

৩.১.১৬ প্রকল্পটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের Compliance উন্নয়নে অবদান: প্রকল্পের আওতায় কারখানাসমূহের জন্য কম্প্লায়েন্স উন্নয়ন কার্যক্রম, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সহ ৪০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক কম্প্লায়েন্স এ্যাসেসমেন্ট এবং পরবর্তীতে ফার্মসমূহের জন্য গৃহীত ম্যাচিং গ্র্যান্ট (ERF Grant) কার্যক্রমের মাধ্যমে ২৫০টি ফার্ম রপ্তানি বাজারে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত সামাজিক এবং গুণগত কম্প্লায়েন্স অর্জন, মার্কেট ডেভলপমেন্ট কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি সহায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে Compliance শিল্প হিসাবে রপ্তানি সক্ষমতা অর্জন এবং বাজারে পণ্য/সেক্টর সমূহের অবস্থান সুদৃঢ় করার মাধ্যমে প্রকল্পে বিবেচনাধীন ৪টি সেক্টর (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান সহ) পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন করবে। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন চারটি টেকনোলজি সেন্টারের মাধ্যমে বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সমূহের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিগত ও লাগসই টেকনোলজি সেবা, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি ও ব্যবসায়িক পরামর্শ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশীয় ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প সমূহকে সক্ষম করে তোলা হবে এবং যুগোপযোগি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে দক্ষ জনবল তৈরি এবং এ ক্ষেত্রে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্লাস্টার ভিত্তিক বিভিন্ন অবকাঠামোগত ও কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে এসব ক্লাস্টার গুলোর সক্ষমতা অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। যা রপ্তানি ভ্যালু চেইন এ সংযুক্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদারিত্ব বাড়াবে এবং উৎপাদনশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৩.১.১৭ ডিপিপি অনুযায়ী কাজ করার জন্য ম্যানেজমেন্ট এর কোন সমস্যা হয়েছিল কিনা?

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্পের Hi-level Scope সমূহ স্পষ্ট থাকলেও প্রকল্পের Activity সমূহ বাস্তবায়নের জন্য ততটা স্পষ্ট ছিল না। এবং বাস্তবায়নের শুরুতেই ডিপিপি-তে কিছু অসংগতি পরিলক্ষিত হয় যেমন: প্রকল্পের আওতায় ৪টি টেকনোলজি সেন্টার স্থাপনের কথা বলা হলেও টেকনোলজি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করণের জন্যে প্রয়োজনীয় মেশিনারীজ ও ইকুপমেন্ট ক্রয়ের সংস্থান অনুমোদিত ডিপিপিতে ছিল না।এছাড়াও এটি একটি এজাইল (Agile) এবং ইনোভেটিভ (innovative) ধরণের প্রকল্প হওয়ায় মূল ডিপিপি প্রণয়নের সময় প্রকল্পের WBS তৈরি করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে একটি কারিগরি কর্মশালায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল, বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনিষ্টিটিউট, বিশ্বব্যাংক ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশনসহ সংশ্লিষ্ট অংশী জনদের উপস্থিতিতে প্রকল্পের WBS তৈরি করা হয়। প্রকল্পের WBS প্রণীত হলে প্রকল্পের কাজসমূহ অধিকতর স্পষ্ট হয়। ফলে বাস্তবায়ন পর্যায়ে WBS প্রণয়ন ও অন্যান্য প্রিপারেটরি কার্যাদি সম্পন্ন করতে সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং বাস্তবায়নের শুরুতেই ডিপিপি-তে কিছু অসংগতি পরিলক্ষিত হয় এবং প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তা সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া প্রকল্পটি আগস্ট ৯, ২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হলেও প্রকল্পের উপযোগী অফিস ভাড়া, জনবল ও অফিস সেট-আপ সম্পন্ন হতে মে ২০১৮ পর্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়েছে।

৩.২ ক্রয় কার্যক্রম

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার ক্রয় কার্যক্রম এর ক্ষেত্রে মোট ১০টি প্যাকেজের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারী ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬) এবং সরকারী ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

কার্যপরিধি মোতাবেক বিষয়টি বিশদ পর্যালোচনার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে:

১. দরপত্র দলিল (Tender Document)
২. দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন
৩. দরপত্র দাতাদের দাখিলকৃত Annual Construction Turn Over, Liquid Asset এর প্রমাণক
৪. মূল্যায়িত দরের সমতার ক্ষেত্রে যে নির্ণায়ক অনুসরণ করে কাজ দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ
৫. দাখিল-উত্তর যোগ্যতার কাগজপত্র (যাচাইকৃত অভিজ্ঞতার সনদসহ)
৬. নির্বাচিত ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র (আনুষঙ্গিক সংযোজনীসহ) এবং
৭. ঠিকাদারের দাখিলকৃত Programme of Works.

“এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)” শীর্ষক প্রকল্পের ১০টি ক্রয় প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম এর দলিল দস্তাবেজ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নিম্নের সারণি ৩.৬ তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ অনুসারে ১০টি এর প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে যে বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে: ডিপিপি অনুসারে প্যাকেজ নং, পত্রিকায় দরপত্র আহবানের ও খোলার তারিখের মধ্যে সময়সীমা, দরপত্র জমাদানের সংখ্যা, মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা, কমিটিতে বহিঃসদস্য সংখ্যা, দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ, রেসপনসিপ দরপত্রের সংখ্যা, প্রাক্কলিত ব্যয়, চুক্তিপত্র অনুযায়ী ব্যয়, চুক্তির তারিখ ও চুক্তি অনুযায়ী সমাপ্তির তারিখ ইত্যাদি ।

পর্যবেক্ষণ: সারণি ৩.৬ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, দরপত্র প্রকাশের পর থেকে দরপত্র জমাদানের জন্য ২৮ দিন সময় দেয়া হয়েছে; দুটি জাতীয় পত্রিকায় দরপত্র আহবান করা হয়েছে; দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ৭ জন সদস্য নিয়ে গঠন করা হয়েছে (যেহেতু e-GP’র মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি) , এদের মধ্যে ২ জন বহিঃসদস্য রয়েছে; মূল্যায়নের সময় কমপক্ষে ১জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ছে তা’হয়েছে: ২টি প্যাকেজের ক্রয় পদ্ধতি Open Tendering Method (OTM), ২টি প্যাকেজের Consultants Qualification Based Selection (QBS), ২টি প্যাকেজ Selection of Individual Consultant (SIC), ৩টি প্যাকেজ কোটেশনের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন (RFQ), এবং ১টি Consultants Qualification Based Selection (CQS) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১০টি ক্রয় প্যাকেজের মধ্যে ৬টির অনুমোদনকারী HOPE, ১টি Cabinet Committee of Government Purchase (CCGP) এবং ৩টির প্রকল্প পরিচালক।

অপরদিকে প্রাক্কলিত মূল্য ও চুক্তি মূল্য পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, ১০টি প্যাকেজের মধ্যে প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে চুক্তি মূল্য সর্বনিম্ন ০.০২% এবং সর্বোচ্চ ২৯.৪৮% কম, কোন ক্রয় প্যাকেজের ক্ষেত্রেই প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে চুক্তি করা হয়নি।

সুতরাং উপর্যুক্ত বিষয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধির কোন ব্যত্যয় হয়নি।

সারণি ৩.৬ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য (নমুনা কাজ ক্রয় প্যাকেজের চুক্তি পর্যালোচনা) EC4J

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/চুক্তি নং	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার নাম	দরপত্র খোলার তারিখ	কতটি দরপত্র জমা পড়েছে	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	সংস্থার বহি:ভূর্ত সদস্য সংখ্যা	দরপত্র মূল্যায়নের অনুমোদনের তারিখ	রেসপনসিব দরপত্রের সংখ্যা	নন-রেসপনসিব দরপত্রের সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	চুক্তি পত্র অনুযায়ী ব্যয়	চুক্তির তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ
০১	এস-০২ (Procurement Specialist)	Selection of Individual Consultant (SIC)	২২/০২/২০১৮	The Daily Star এবং দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা	১৩/০৩/২০১৮	৩২ টি	০৭	০২	৩০/০৪/২০১৮	১৩ টি	১৯ টি	২,১৮,০০,০০০.০০	Secretary, Ministry of Commerce (HOPE)	১,৯৯,৮০,০০০.০০	১৯/০৬/২০১৮	০১/০৭/২০১৮	৩০/০৬/২০২৩
০২	এস-০৪ (Technical Specialist)	Selection of Individual Consultant (SIC)	২৮/০৩/২০১৮	The Daily Star এবং দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকা	১৬/০৪/২০১৮	১৩ টি	০৭	০২	২০/০৫/২০১৮	০৮ টি	০৫ টি	১,৭০,০০,০০০.০০	Secretary, Ministry of Commerce (HOPE)	১,১৯,৮৮,০০০.০০	২৫/১০/২০১৮	২৫/১০/২০১৮	২৪/১০/২০২১
০৩	এস-১৭ (Consulting Services for 'Market Prioritization, Engineering Design and Supervision of Cluster Infrastructure (PIFIC)')	Quality and Cost Based Selection (QCBS) - International)	২৫/০৫/২০১৮	The Daily Star এবং দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা	২০/০৬/২০১৮	০৮ টি	০৭	০২	১৬/১১/২০১৯	০৭ টি	০১ টি	৪২,৯২,৪০,০০০.০০	Cabinet Committee of Government Purchase (CCGP)	৪২,৮১,৬৬,০৮০.৩৩	২৭/১১/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২৩
০৪	এস-২৪ (Consulting Services for Management of the Export Readiness Fund (ERF)')	Quality and Cost Based Selection (QCBS) - International	১৪/০৫/২০১৮	The Daily Star এবং দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা	১৯/০৬/২০১৮	০৯ টি	০৭	০২	১৫/০৯/২০১৯	০৭ টি	০২ টি	২৪,৩৬,০০,০০০.০০	Secretary, Ministry of Commerce (HOPE)	২৪,১২,৬৩,৬৯৯.৮৪	২৬/০৯/২০১৯	১৫/১০/২০১৯	২৫/০৩/২০২৩
০৫	এস-৫০ (Staging Theater, Gamvira and Folksongs for Industry Level Awareness on Environment, Social and Quality Compliances (ESQ)'	Consultants Qualification Based Selection (CQS)	১০/০১/২০১৯	Consultants Qualification Based Selection (CQS) পদ্ধতিতে পরামর্শক নির্বাচন করা হয়েছে।	২৪/০১/২০১৯	০৩ টি	০৭	০২	৩০/০১/২০১৯	০৩ টি	০০ টি	৩০,০০০,০০.০০	Project Director (PD)	২৯,৯১,৭৫০.০০	২০/০২/২০১৯	২০/০২/২০১৯	১৯/০৮/২০১৯
০৬	জিডি-০১ (Hiring of office space for PIU)	Open Tendering Method (OTM)	২৪/০১/২০১৮	The Financial Express এবং দৈনিক সমকাল	২০/০২/২০১৮	১ টি	০৭	০২	২২/০৩/২০১৮	০১ টি	০০	২,১৫,০০০,০০.০০	Secretary, Ministry of Commerce (HOPE)	১,৭৯,০৪,১৭৫.০০	১৯/০৪/২০১৮	১৯/০৪/২০১৮	৩০/০৬/২০২৩
০৭	জিডি-০৮ (Supply and Installation of Office Furniture &	Open Tendering Method (OTM)	১৭/০৫/২০১৮	The Financial Express এবং দৈনিক আমাদের সময়	৩১/০৫/২০১৮	০৪ টি	০৭	০২	২০/০৬/২০১৮	০১ টি	০৩ টি	১,২৩,১৫,৭৩০.০০	Secretary, Ministry of Commerce (HOPE)	১,২৩,০০,৭৩০.০০	১৯/০৭/২০১৮	১৯/০৭/২০১৮	৩০/০৯/২০১৮

ক্রমিক নং	প্যাকেজ/চুক্তি নং	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র আহবানের তারিখ	দরপত্র প্রকাশিত পত্রিকার নাম	দরপত্র খোলার তারিখ	কতটি দরপত্র জমা পড়েছে	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	সংস্থার বহি:ভূর্ত সদস্য সংখ্যা	দরপত্র মূল্যায়নের অনুমোদনের তারিখ	রেসপনসিব দরপত্রের সংখ্যা	নন-রেসপনসিব দরপত্রের সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	চুক্তি পত্র অনুযায়ী ব্যয়	চুক্তির তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ
	Equipment Including Interior Work & Decoration)																
০৮	জি-১৭ (Supply and Installation of Desktops/Laptops/ Printers and office equipment’s)	Request for Quotation (RFQ)	১৫/১১/২০১৮	কোটেশনের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন (RFQ) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।	২২/১১/২০১৮	০৩ টি	০৪	০২	২২/১১/২০১৮	০৩ টি	০০	৫,০০,০০০.০০	Project Director (PD)	৪,৯৯,৮০০.০০	২২/১১/২০১৮	২২/১১/২০১৮	০৭/১২/২০১৮
০৯	জিডি-১৮ (Printing and Supply of Various Office Items for EC4J Project’)	Request for Quotation (RFQ)	১৫/১১/২০১৮	কোটেশনের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন (RFQ) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।	২২/১১/২০১৮	০৩ টি	০৪ টি	০২	২২/১১/২০১৮	০৩	০০	৫,০০,০০০.০০	Project Director (PD)	৪,৯৯,৯০০.০০	২২/১১/২০১৮	২২/১১/২০১৮	২৯/১১/২০১৮
১০	এনসিএস-০২ (Hiring Microbus)	Request for Quotation (RFQ)	১৮/০৭/২০১৮	কোটেশনের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন (RFQ) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।	২৫/০৭/২০১৮	০৩ টি	০৪ টি	০২	২৬/০৭/২০১৮	০৩	০০	৪,৯৮,৫০০.০০	Secretary, Ministry of Commerce (HOPE)	৪,৮৩,০০০.০০	২৬/০৭/২০১৮	২৬/০৭/২০১৮	২৫/১১/২০১৮

৩.২.১ ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

EC4J – ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী

EC4J প্রকল্পের মূল ডিপিপি (DPP) তে ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজের সংখ্যা :

পণ্য (Goods) – ৮ টি
কার্য (Works) – ১৩ টি
সেবা (Service) – ১৯ টি
মোট = ৪০ টি

সংশোধিত ডিপিপি (RDPP) তে প্যাকেজের সংখ্যা :

পণ্য (Goods) – ৯ টি
কার্য (Works) – ১২ টি
সেবা (Service) – ৫২ টি
মোট = ৭৩ টি

- ৭৩ টি প্যাকেজের মধ্যে ৪০ টি প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তন্মধ্যে পণ্য- ১১ টি, সেবা- ২৭ টি এবং পরামর্শক সেবাবিহীন সেবা (Non-Consulting Services)- ২ টি। RDDP তে পণ্য ক্রয়ের প্যাকেজ সংখ্যা- ৯ টি কিন্তু ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে- ১৩ টি (পণ্য- ১১ টি এবং Non Consulting Services- ২ টি)।
- কার্য (Works) ক্রয় কার্যক্রম শুরু করা হয়নি।
- উল্লেখ্য, সংশোধিত ডিপিপি'র সংস্থানকৃত পণ্য ক্রয়ের ৯ টি প্যাকেজের মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত ২ টি প্যাকেজ (G-5, G-9) এর মাধ্যমে ডিপিপিতে নির্ধারিত উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) পদ্ধতি অনুসরণ করে গাড়ী ভাড়া নেয়া হয়েছে। তবে, উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র প্রক্রিয়া শেষ করে গাড়ি ভাড়া করা পর্যন্ত প্রকল্পের জরুরি কাজ সম্পাদনের প্রয়োজনে RFQ (NCS-1 এবং NCS-2) পদ্ধতিতে সাময়িকভাবে মাইক্রোবাস ভাড়া নেয়া হয়। এক্ষেত্রে, RFQ প্যাকেজ দুটি ডিপিপি'র সংস্থানের মধ্যে থেকে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করে HOPE (সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রনালয়) এর অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

সারণি ৩.৭ ক্রয় সংক্রান্ত প্যাকেজ পরিবর্তনের তথ্য

ক্রমিক নং	RDPP' তে প্যাকেজ নং এবং কাজের নাম	পরিবর্তিত প্যাকেজ নং এবং নাম	RDPP' তে উল্লেখিত Method	পরিবর্তিত Method
১	G-5 : Hiring Vehicles for PIU and MoC(Planning)-3 Nos	NCS-01 : Hiring a Passenger Vehicle on Monthly Rental Basis	OTM	RFQ
২	G-9 : Hiring additional Vehicles for PIU -2 Nos	NCS-2 : Hiring a Microbus for PIU (অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনায় প্যাকেজ নং NCS-03)	OTM	RFQ

RDPP'র প্যাকেজ নং G-2 (Office Equipment and Furniture for 4 TCS) এবং G-3(Logistics Facilities for TCS) একত্র করে Hiring Three (3) Vehicles for EC4J Project (SUV-01 No. and Microbus-02 Nos), OTM এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ডিপিপি'র সংস্থানের মধ্যে থেকে প্রতিবছর বাস্তব সম্মত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বিশ্বব্যাংকের Systematic Tracking of Exchanges in Procurement (STEP) এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন নিয়ে করা হয়। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা STEP এ upload এর সময়ে বাস্তব সম্মত কারণে কতিপয় ক্ষেত্রে প্যাকেজের নম্বর এর পরিবর্তন হয়েছে। তবে ডিপিপি'র সংস্থানের মধ্যে থেকে

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় এই প্যাকেজ নম্বর যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করে HOPE (সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়) এর অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

- পণ্য ক্রয়ের ১১ টি প্যাকেজের মধ্যে ৩ টি OTM (Open Tendering Method) এবং ৮ টি RFQ (Request for Quotation) পদ্ধতি অনুসরণে ক্রয় করা হয়েছে।
- সেবা ক্রয়ের ২৭ টি প্যাকেজের মধ্যে ১ টি OTM, ৩টি QCBS (Quality & Cost Based Selection), ৩টি CQS (Consultants Qualification Based Selection), ৩টি CDS (Consultant Direct Selection) এবং ১৭টি SIC (Selection of Individual Consultants) পদ্ধতি অনুসরণে ক্রয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পরামর্শক নিয়োগে CDS নামে কোন পদ্ধতি পিপিআর-২০০৮ এ উল্লেখ নেই তবে SSS (Single Source Selection) বিধি-১১০ এ উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের Procurement Regulations for IPF Borrowers (July 2016) এর Consultants Direct Selection (CDS) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

যে সব প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম যাচাই করা হয়েছে সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১). পণ্য ক্রয়

- OTM Package No. GD-1 (Hiring of office space for PIU) এবং GD-8 (Supply and Installation of office Furniture & Equipment Including Interior Work & Decoration)
- RFQ প্যাকেজ নং- GD-17 (Supply and Installation of Desktops/Laptops/Printers and office equipment's) এবং GD-18 (Printing & publication, and other communication materials)

২). সেবা ক্রয়

- QCBS প্যাকেজ নং- S-17 (Consulting Services for 'Market prioritization, Engineering Design and Supervision of Cluster infrastructure (PIFIC)' এবং
- S-24 (Consulting Services for Management of the Export Readiness Fund (ERF)
- CQS প্যাকেজ নং- S-50 (Staging Theater, Gamvira and Folksongs for Industry level Awareness on Environment, Social and Quality Compliances (ESQ)
- SIC প্যাকেজ নং- S-2 (Procurement Specialist), এবং
- S-4 (Technical Specialist).

৩). Non-Consulting Services

NCS-2 (Hiring a Microbus for PIU)

- **বিস্তারিত পর্যালোচনা**

OTM প্যাকেজ নং-GD-1 (Hiring of office space for PIU)

সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্যাকেজটির প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১,৯০,০২,০০০.০০ টাকা। দরপত্রটি e-GP তে আহবান করা হয়নি। ২ টি দৈনিক পত্রিকায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে; অফিস স্থাপনের জন্য প্রকল্পের প্রথম কাজ হিসাবে 'Hiring office space for PIU' প্যাকেজের কাজটি করা হয়েছিল, যদিও বিশ্বব্যাংকের সাথে স্বাক্ষরিত আর্থিক চুক্তি অনুযায়ী অফিস ভাড়া একটি অপারেশনাল এক্সপেনডিচার (ওপেক্স) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ফলে এই প্যাকেজটি প্রচলিত প্রকিউরমেন্ট এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তথাপি অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই অফিস ভাড়া প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। ৭ জুন ২০১৮ এর এস আর ও নং ১৬৫-আইন/২০১৮ পিপিআর বিধি ৮ (১) অনুযায়ী, মূল্যায়নে ১ (এক) জন বহিঃসদস্যসহ কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতি এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনে স্বাক্ষর আবশ্যক হইবে। এক্ষেত্রে, পিপিআর- ২০০৮ এর ৮ (১) বিধি অনুসরণ করে ক্রয়কারীর

নিয়ন্ত্রনকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা এজেন্সীর বহির্ভূত ২(দুই) জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করে সম্পন্ন হয়েছে এবং মূল্যায়নে ১(এক) জন বহি:সদস্যসহ ৫ জন সদস্যের উপস্থিতি এবং প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করেছেন।

উল্লেখ্য, একটি দরপত্রের ক্ষেত্রে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি CPTU'র ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়নি। সুতরাং উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায়ার মাধ্যমে "এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)" প্রকল্পের অফিস ভাড়া প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন ব্যাত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।

- **OTM প্যাকেজ নং-GD-8: (Supply and Installation of office Furniture & Equipment Including Interior Work & Decoration)**

সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মূল ডিপিপিতে প্যাকেজ নং- GD-8 (Office Furniture, Equipment & Decoration), প্রাক্কলিত মূল্য ১,৫০,০০,০০০.০০ টাকা। সংশোধিত ডিপিপিতে প্যাকেজ নং – G-8 (Office Furniture, Equipment & Decoration), প্রাক্কলিত মূল্য ১,৯০,০০,০০০.০০ টাকা। দরপত্র আহবান করা হয়েছে প্যাকেজ নং GD-8 (Supply and Installation of office Furniture & Equipment Including Interior Work & Decoration) প্রাক্কলিত মূল্য ১,২৩,১৫,৭৩০.০০ টাকা। দরপত্রটি e-GP তে আহবান করা হয়নি তবে ২ টি দৈনিক পত্রিকায় এবং CPTU এর website এ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে । দরপত্র দলিল বিক্রয় হয়েছে ৭ টি তবে জমা পড়েছে ৪ টি। দরপত্রগুলো মূল্যায়নের জন্য ৭ (সাত) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয় ।

Interior work including supply and installation of electrical equipment & accessories" কাজের Technical Specification এ অন্তর্ভুক্ত ছিল Interior Decoration, Civil Works, Electrical Works, CCTV and Access Control System, Furniture Work, Security System, Lighting Dialux, Generator, etc., যার ফলে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়নে কারিগরি সহায়তার আবশ্যকতা অনুভূত হবার কারণে ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধানের (সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রনালয়) অনুমোদনক্রমে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কারিগরি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

দরপত্রটি বিশেষ কোন দরপত্র না হওয়া সত্বেও Technical Sub Committee (TSC) গঠন করা হয়েছিল যা প্রয়োজন ছিল না। তবে উন্মুক্ত দরপত্র প্রক্রিয়ায়ার মাধ্যমে "এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)" প্রকল্পের অফিসে Installation of office Furniture & Equipment Including Interior Work & Decoration কাজটি প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন ব্যাত্যয় পরিলক্ষিত হয়নি।

- ***যাচাইকৃত অন্যান্য প্যাকেজের কাজগুলি*** বিশ্বব্যাংকের Procurement Regulations for IPF Borrowers (July 2016) ও পিপিআর-২০০৮ এর ***বিধি মোতাবেক সম্পন্ন হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়।***

৩.৩ উদ্দেশ্য অর্জন : "এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)" প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ে অর্জন অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ নিম্নের সারণি ৩.৮ এ উল্লেখ করা হলো। লগ ফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য, বস্তুনিষ্ঠ যাচাই, অর্জন এবং পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এখনো অর্জিত হয়নি। অপরদিকে প্রকল্পের Output পর্যায়েও কোন অর্জন হয়নি। প্রকল্প কার্যক্রম শেষ হলেই লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং আউটপুট পর্যায়ে অর্জন শুরু হবে। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে কম্পোনেন্ট এর আওতায় কয়েটি কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক, কয়েকটির অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে আছে এবং কিছু কিছু কার্যক্রম এখনো শুরু করা সম্ভব হযনি। যেমন: এ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং কার্যক্রম ৫০% সম্পন্ন হয়েছে, টেকনোলজি সেন্টার এর জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ৯০%, ভূমি অধিগ্রহণও প্রায় প্রায় ৫০% অগ্রগতি হয়েছে। অপরদিকে ফার্মের কমপ্লায়েন্স এ্যাসেসমেন্ট ২.৫%, বাজার উন্নয়ন ও ব্রান্ডিং ২০%। এছাড়া কম্পোনেন্ট ৩ এর আওতায় কার্যক্রমের জন্য একটি ফার্ম নিয়োগ দেয়া হয়েছে কিন্তু কাজের কোন অগ্রগতি হয়নি।

পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, কয়েকটি কার্যক্রম অগ্রগতির বিচারে OnTrack আছে, কয়েটি কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে আছে এবং কয়েকটি কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। অগ্রগতির বিবেচনায় প্রকল্পটি প্রথমদিকে অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে ছিল। বর্তমানে ক্রমবর্ধমান হারে অগ্রগতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পটি শুরুর দিকে কাজ করার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দেয় যার জন্য ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয়। ফলে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রায় ৮ মাস সময় ব্যয় হয়েছে। সুতরাং প্রকল্পটি লক্ষ্যমাত্র অনুসারে যতটুকু অগ্রগতি হওয়ার কথা ছিল ততটুকু অগ্রগতি হয়নি। উল্লেখ্য, কম্পোনেন্ট এর অওতায় কোন কাজ কোন সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে তা' বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট করা হয়নি, এটি লগ ফ্রেমের একটি দুর্বলতা। সুতরাং কার্যক্রম এর অগ্রগতি পরিমাপ করতে হলে base নির্ধারণ (Time bound হওয়া দরকার ছিল তা হয়নি) করা প্রয়োজন হয়, এক্ষেত্রে base নির্ধারণ করা সমস্যা হলে ভবিষ্যতে এর অগ্রগতি পরিমাপ করা ও সমস্যা হবে। সুতরাং লগ ফ্রেম রিভিউ করা প্রয়োজন।

সারণি ৩.৮: প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে অর্জন ও পর্যালোচনা

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	অর্জন	পর্যালোচনা
লক্ষ্য (Goal): রপ্তানি সহায়ক GDP প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান রাখবে।	▪ কমপক্ষে ৭.৫% বৃদ্ধির হারে জিডিপি অর্জন	▪ কোন অর্জন হয়নি;	▪ যেহেতু প্রকল্পটি চলমান সুতরাং GDP প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদান শুরু হয়নি, প্রকল্প শেষে অর্জন শুরু হবে;
উদ্দেশ্য : রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং উল্লেখিত ৪টি সেক্টরে অধিকতর ভালো কাজের/ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	▪ রপ্তানিযোগ্য ৬৪৭ টি ফার্ম হয়েছে, পণ্যের পরিমাণ বাড়বে এবং রপ্তানির জন্য নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি হয়েছে; ▪ নতুন ৯০,৬০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং নির্ধারিত সেক্টরে গড় মজুরি বৃদ্ধি হতে পারে;	▪ কোন অর্জন হয়নি;	▪ প্রকল্প কার্যক্রম সমাপ্ত হলে উদ্দেশ্য অর্জন আরম্ভ হবে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে উদ্দেশ্যসমূহের কোন দৃশ্যমান অগ্রগতি পরিমাপ করা সম্ভব নয়।
আউটপুট: ▪ রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে; ▪ অধিক ও উন্নততর কাজের/ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি; ▪ নির্দিষ্ট সেক্টরে রপ্তানি আয়ের জন্য নতুন নতুন ফার্মের সংখ্যা এবং বিনিয়োগ বাড়বে	▪ ৫৪.১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় বাড়বে; ▪ % নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; ▪ নির্ধারিত সেক্টরে নতুন ১৪৬ ফার্ম রপ্তানি করবে;	▪ কোন অর্জন হয়নি;	▪ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হওয়ার পরই আউটপুট লেভেলের অর্জন শুরু হবে;

▪ **কম্পোনেন্ট ১ এর আওতায় ইনপুট ও কার্যক্রম**			
▪ তথ্যে প্রবেশগম্যতা ও সচেতনতা বাড়বে; ▪ ESQ বিষয়ে রেফারেন্স উপকরণ এর ব্যবস্থা করা; ▪ Export readiness fund এর ব্যবস্থা করা; ▪ ফার্মলেভেল ESQ কমপ্লায়েনস এ্যাসেসমেন্ট করা; ▪ বাজার উন্নয়ন ও ব্রান্ডিং করা ▪ প্রকল্পে গৃহীত অভিযোগসমূহে এবং কমপ্লায়েন্স যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করা;	▪ প্রকল্প শেষে নির্ধারিত সেক্টরের ৬৪৭ ফার্ম সরাসরি রপ্তানি বাজারে প্রবেশ করবে; ▪ প্রকল্প শেষে ৪০০ ফার্মের কমপ্লায়েন্স এ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে; ▪ ২৫০ ফার্ম ESQ মান উন্নিত হয়েছে; ▪ প্রকল্প শেষে Export Readiness Fund গ্রহণকারীদের বিক্রয় ১৫.৪০% বৃদ্ধি পাবে; ▪ প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে ১০০ টি বাজার উন্নয়ন ও ব্রান্ডিং করা হবে; ▪ Export Readiness Fund গ্রহণকারীদের ১০০ টি ESQ স্বীকৃতি ও সনদ পাবে;	▪ ১০ টি (৫০%) এ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে; ▪ ৯টি (২.৫%) ফার্মের কমপ্লায়েন্স এ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে; ▪ ২০% বাজার উন্নয়ন ও ব্রান্ডিং এর কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে; ▪ কোন অর্জন হয়নি; ▪	▪ এই কার্যক্রমের অর্জন পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে এবং অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক; ▪ Export readiness fund বিতরণের জন্য একটি ফার্ম নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ফার্ম এ্যাসেসমেন্ট এর কাজ শুরু করেছেন এবং ৯টি (২.৫%) ফার্মের এ্যাসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হয়েছে। ▪ প্রকল্পকালীন সময়ে ১০০ টি বাজার উন্নয়ন ও ব্রান্ডিং করা করার পরিকল্পনা আছে। ইতোমধ্যে ২০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং বলা যায় এই কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনক; ▪
কম্পোনেন্ট ২ এর আওতায় ইনপুট ও কার্যক্রম			
▪ টেকনোলজি সেন্টার স্থাপন; ▪ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পরীক্ষা এবং সনদ ব্যবস্থাপনা ▪ আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কে উন্নত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা; ▪ উন্নততর/যুগোপযুগি প্রশিক্ষণ আয়োজন; ▪ টেকনোলজি সেন্টার স্থাপনের জন্য ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োগ; ▪ নারীদের জন্য নির্দিষ্ট সেবা প্রদান;	▪ ৪ টি টেকনোলজি সেন্টার স্থাপন ও কার্যক্রম পরিচালনা; ▪ ১০ টি দক্ষতা উন্নয়ন মডিউল তৈরী; ▪ ৪ টি টেকনোলোজি সেন্টারের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ সম্পন্ন করা; ▪ টেকনোলজি সেন্টারসমূহের স্থাপিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার ৪২% উন্নিতকরণ।	▪ ১৪.০৪ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে; ▪ অর্জন হয় নাই; ▪ জরিপ কাজের জন্য ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে এবং ২য় খসড়া প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে; ▪ টেকনোলজি সেন্টার স্থাপনের জন্য ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োগ এর জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া	▪ মোট ২২ একর জমির মধ্যে (৪টি সেন্টারের জন্য) ১৪.০৪ একর জমি দুইটি টেকনোলজি সেন্টারের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বাকি দুইটি টেকনোলজি সেন্টারের জন্য অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। সুতরাং বলা যায় অগ্রগতি কম হয়েছে; ▪ ৯০% অগ্রগতি হয়েছে, validation workshop বাকী আছে এর পরই টেকনোলোজি সেন্টারের জন্য সম্ভাব্যতা জরিপ এর প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হবে; ▪ RFP অহবান করা হয়েছে ৫ টি ফার্ম প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দিয়েছে এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে; ▪ নারীদের জন্য নির্দিষ্ট সেবা প্রদান টেকনোলোজি সেন্টারের সম্ভাব্য সেবা সমূহের আওতায় বিবেচনাধীন রয়েছে, যা টেকনোলজি সেন্টার স্থাপনের পর প্রদান করা হবে।
কম্পোনেন্ট ৩ এর আওতায় ইনপুট ও কার্যক্রম			

▪ যোগাযোগ অবকাঠামো এবং লজিস্টিক সরবরাহ উন্নত হয়েছে; ▪ সার্ভিস সমূহের অধিকতর ব্যবস্থা; ▪ পুনর্ব্যবহারের কাজে যৌথ সুবিধার জন্য স্থাপনা তৈরী করা। সকলের ব্যবহারের জন্য রিসাইক্লিং ব্যবস্থা স্থাপন।	▪ ভৌত অবকাঠামোর জন্য ২০ টি সম্ভাব্যতা জরিপ করা হবে; ▪ ১৯০০০ টি ফার্ম এই সকল অবকাঠামোগত সুবিধা পাবে (মোট ১৫টি অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে) ▪ প্রকল্পের সুবিধাভোগীর ৭৫% এর চাহিদার প্রতিফলন।;	▪ ভৌত অবকাঠামো এবং লজিস্টিক সার্ভিস সমূহের জন্য ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে;	▪ ভৌত অবকাঠামোর জন্য শিল্প ক্লাস্টার সমূহ হতে প্রকল্প প্রস্তাবনা গ্রহণ এবং সম্ভাব্যতা জরিপ করার প্রক্রিয়া চলমান, যার মাধ্যমে মূল্যায়িত প্রকল্প প্রস্তাবনার আলোকে অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে;
কম্পোনেন্ট ৪ এর আওতায় ইনপুট ও কার্যক্রম			
▪ কার্যকরিভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সচল করা; ▪ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি মিটিং ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি মিটিং করা; ▪ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা; ▪ অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা; ▪ প্রকল্পের অংশীজনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় ও বিদেশে প্রশিক্ষণ;	▪ ত্রৈমাসিক ভিত্তিক পিএসসি ও পিআইসি সভা; ▪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরী ও সকলকে জানাবে; ▪ এসওই তৈরী এবং সমন্বয়ের জন্য বিশ্ব ব্যাংকে উপস্থাপন করা; ▪ বিশ্ব ব্যাংকের জন্য আইইউএফআর (IUFR) প্রতিবেদন তৈরী ও সময়মত উপস্থাপন; ▪ বার্ষিক ক্রয় ও কাজের পরিকল্পনা তৈরী;	▪ ৬ টি পিএসসি ও ৫ পিআইসি সভা করা হয়েছে; ▪ এসওই তৈরী এবং সমন্বয়ের জন্য বিশ্ব ব্যাংকে তৈরী ও সময়মত উপস্থাপন করা হয়; ▪ বিশ্ব ব্যাংকের জন্য আইইউএফআর (IUFR) প্রতিবেদন তৈরী ও সময়মত উপস্থাপন করা হয়;; ▪ বার্ষিক ক্রয় ও কাজের পরিকল্পনা তৈরী ও সময়মত উপস্থাপন করা হয়;	▪ পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২ টি পিএসসি ও ৯ পিআইসি সভা করার কথা থাকলেও ৬ টি পিএসসি ও ৫ পিআইসি সভা সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ ৫০% এর সামান্য বেশী অগ্রগতি হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রধম বছর কোন পিআইসি মিটিং হয়নি। ২য় বছর ৫০% এবং তৃতীয় বছর ৬০% অগ্রগতি হয়েছে। তবে কোন বছরই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি। অপরদিকে পিএসসি মিটিং এর ক্ষেত্রে প্রথম ৩৩%, ২য় বছর ৬৬% এবং ৩য় বছর ১০০% অগ্রগতি হয়েছে।

৩.৩.১ প্রকল্পের লগফ্রেম পর্যবেক্ষণ:

কাঠামোগত দুর্বলতা: লগফ্রেম সাধারণত 4 x 4 model হয় অর্থাৎ 4 Row x 4 column বিশিষ্ট হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রকল্পটির লগফ্রেম সেই মডেল অনুসরণ করা হয়নি।

লগফ্রেমের (Objectively Verifiable Indicators): উদ্দেশ্য এর (OVI) তে বলা হয়েছে গড় বেতন বাড়বে, কিন্তু কত % বাড়বে তা উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়া কোন সময়ের মধ্যে এই অর্জনগুলো হবে তা কোথায়ও স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। তবে শুধু মাত্র কম্পোনেন্ট ১ এর আওতায় সময় উল্লেখ করা হয়েছে। এই column নির্দিষ্ট করে সময় এবং গুনগত ও পরিমাণগত অর্জন উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল।

Output'এ বলা হয়েছে **"**রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে; অধিক ও উন্নততর কাজের/ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং নির্দিষ্ট সেক্টরে রপ্তানি আয়ের জন্য নতুন নতুন ফার্মের সংখ্যা এবং বিনিয়োগ বাড়বে"। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অনুমানে Important Assumption কোথাও বলা হয়নি ক্রেতা (buyer) বেশী অর্ডার দিবে, কারখানার মালিকগণ লোক নিয়োগে উদ্যোগী হবে ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য সমূহ: প্রকল্পের আরডিপিপি'তে ২টি উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করা হয়েছে, কিন্তু লগফ্রেমে ১টি মাত্র উদ্দেশ্য দেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের লগফ্রেম প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সুতরাং লগফ্রেম তৈরী করার সময় গুরুত্বসহকারে সকল বিষয় বিবিচনা করা প্রয়োজন।

৩.৪ প্রকল্প ব্যাবস্থাপনা

৩.৪.১ প্রকল্প পরিচালক ও জনবল নিয়োগ: প্রকল্প পরিচালকের নাম মোঃ ওবায়দুল আজম, (অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)- এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস প্রকল্প। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্য হতে সংশ্লিষ্ট ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা বিবেচনায় মন্ত্রণালয় প্রকল্প পরিচালক পদায়ন করা হয়েছে। তিনি প্রকল্প পরিচালক হিসাবে ২৯ মাসের যাবত নিয়োজিত আছেন।

৩.৪.২ অন্যান্য জনবল নিয়োগ: প্রকল্প পরিচালক ব্যতিত প্রকল্পে দুইজন উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত আছেন, যাদেরকে মন্ত্রণালয় থেকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পে মোট ১৪ জন পরামর্শক আরডিপিপি অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদকালের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত আছেন। এদেরকে নিয়োগের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৯জন সাপোর্ট স্টাফ প্রকল্প মেয়াদকালের জন্য আউট সোর্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে।

৩.৪.৩ প্রকল্পের PIC and Steering Committee meeting: ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের PIC and Steering Committee meeting অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পে বাৎসরিক কর্ম পরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী PIC এবং PSC এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী PIC এবং PSC সভায় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়। সারণি ৩.৯ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায় ১ম বছর কোন পিআইসি'র সভা হযনি, ২য় বছর ৫০% এবং তৃতীয় বছর ৭৫% সভা অনুষ্ঠিত হয়। অপরদিকে পিএসসি সবার ক্ষেত্রে ১ম ৩৩%, ২ বছর ৬৬% এবং ৩য় বছর ১০০% সম্পন্ন হয়েছে। অগ্রগতির বিবেচনায় প্রথমদিকে কম হলেও বর্তমানে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণি ৩.৯: PIC and Steering Committee meeting এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কমিটির নাম	২০১৭-২০১৮		২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
PIC	৪		৪	২	৪	৩
PSC	৩	১	৩	২	৩	৩

উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডিপিপি) অনুযায়ী প্রতি তিন মাস পর পর একটি করে PIC মিটিং করার Provision আছে। যেহেতু প্রকল্পটি বিভিন্ন কারণে শুরু করতে দেরী হয়েছে তাই PIC করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে প্রতি চার মাস পর পর একটি PSC মিটিং করার Provision আছে। তবে সুনির্দিষ্ট Agenda নির্ধারণ করার পর Schedule অনুযায়ী মিটিং করা হয়।

পিআইসি ও পিএসসি মিটিং এর সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া হল।

৩.৪.৪ PMIS অন্তর্ভুক্ত: এক্সপোর্ট কম্পেটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) শীর্ষক চলমান প্রকল্প IMED এর PMIS যুক্ত হয়েছে এবং প্রতি মাসে আপডেট করা হয়।

৩.৪.৫ অডিট বিষয়ে তথ্য: প্রকল্পটি Foreign Aided Projects Audit Directorate (FAPD) কর্তৃক অর্থ বছর (২০১৭-২০১৮) এবং অর্থ বছর (২০১৮-২০১৯), এই সময়ের সকল ধরণের ক্রয় কার্যক্রম ও আর্থিক বিষয়সমূহ অডিট করা হয়েছে। অডিটর্স রিপোর্টে কোন প্রকার অডিট আপত্তি নাই। ২০১৭-২০১৮ সালের অডিটর'স রিপোর্ট পরিশিষ্ট ২ দেয়া হল।

৩.৪.৬ পরিকল্পনা অনুযাযী বাস্তবায়ন: প্রকল্প শুরুতে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প সংশোধনের জন্য প্রায় ৮ মাস সময় ব্যয় হয়েছে। অন্যদিকে চারটি টেকনিক্যাল সেন্টারের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন, নির্মাণ ও অন্যান্য টেকনিক্যাল উপকরণের মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ৭৭% ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ দেরী হওয়ার ফলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোন খরচ করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে বছর ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরী করা হয় এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়, ফলে প্রকল্পটির অগ্রগতি ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩.৫ প্রাইমারী বা/ও সেকেন্ডারী তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল

কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)" প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ৪টি সেক্টরে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা'হল: EC4J প্রকল্প থেকে সম্ভাব্য সেবা সমূহ বাস্তবায়িত হলে কারখানার সামাজিক, পরিবেশগত ও কমপ্লায়েন্স বিষয়সমুহ উন্নত হলে কারখানায় কী কী ধরনের ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করতে পারে; প্রকল্পের আওতায় কারখানাসমূহ কমপ্লায়েন্স কারখানা হলো আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য রপ্তানি করতে সক্ষম হবে কিনা; নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি হবে কিনা; কারখানায় শ্রমিক ও সুপারভাইজারদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হবে ইত্যাদি;

৩.৫.১ Key Informant Interview (KII) এর ফলাফল

যে সকল কারখানায় কেআইআই পরিচালনা করা হয়েছে তারা প্রায় সকলেই উল্লেখ করেছেন যে "এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)" প্রকল্প থেকে সম্ভাব্য সেবা সমূহ বাস্তবায়িত হলে কারখানার সামাজিক, পরিবেশগত ও কমপ্লায়েন্স বিষয় সমূহ আরো উন্নত হবে। তাদের মতে-

> "বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় সামাজিক ও পরিবেশগত কিছু না কিছু সমস্যা থেকেই যায়। কিন্তু এই প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্য সেবা প্রদান করা হলে মালিকগণ কারখানার ESQ উন্নয়নের জন্য বেশী উদ্যোগী হবে। ফলে কারখানসমূহ কমপ্লায়েন্স কারখানায় উন্নীত হবে"।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহ বিভিন্ন কমপ্লায়েন্স বিষয়ের কারণে আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারে প্রবেশ করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে যদি (EC4J আওতায় Export Readiness Fund (ERF) এর আওতায় সার্বিক সহযোগিতা পায় তা'হলো এই সকল কারখানাসমূহ আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারের ভেল্যু চেইনে প্রবেশ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সকলেই মনে করেন এই ধরনের উদ্দোগ তাদের কারখানার জন্য প্রথম। ইতিপূর্বে কারখানাসমূহ নিজ নিজ উদ্যোগে কমপ্লায়েন্স কারখানায় উন্নীত হবার চেষ্টা করেছে কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা বা বাধাঁর কারণে সম্ভব হয়নি। তাদের মতে যেহেতু বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিজে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে সুতরাং এক্ষেত্রে ফলাফলটা একটু বেশীই হবে। কারণ এই মন্ত্রণালয়েও একটি ম্যান্ডেট আছে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। FB Footwear এর হাবীবা সুলতানার মতে-

> "কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সমাধান করলে একটি কারখানা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করতে পারবে। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে কমপ্লায়েন্স ছাড়া কোন কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান ভালো করতে পারে না। যখন একটি করাখানা কমপ্লায়েন্স করাখানা হবে তখন বিদেশী ক্রেতাগণ পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হবে"।

প্রকল্পটির একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রকল্পের কাজের ফলে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কারখানার কর্মকর্তাগণ মনে করেন যে যদি কারখানার পরিবেশ উন্নত হয়, সামাজিক ও quality কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সমাধান করা হয়, পাশাপাশি দক্ষ জনবল তৈরী হলে একদিকে যেমন উৎপাদন বাড়বে অন্যদিকে বেশী বেশী কাজের অর্ডার পাওয়া যাবে। সুতরাং বায়ারদের/ক্রেতাদের চাহিদা পুরণ করতে নতুন নতুন শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। আরএফএল এর মি: শহিদুল ইসলাম বলেন-

> "এই প্রকল্পের ফলে কারখানায় নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি হবে। শ্রমবাজারে নতুন নতুন প্রশিক্ষিত শ্রমিকের আগমন ঘটবে, এছাড়া শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে কারখানায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রশিক্ষিত শ্রমিকের স্বল্পতা দূর হবে এবং কারখানার প্রসার হবে ও কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সৃস্টি হবে"।

শিল্প ক্লাষ্টারের চাহিদা ও সুবিধার্থে কমন ফেসিলিটিজ সেন্টারের সুবিধা এবং ফলে কারখানা সমূহের কাজ বা উৎপাদনে কী কী ধরনের ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়ে আলোচনাকালে যে সকল বিষয়সমূহ উল্লেখ করেন তা'হলো: কমন ফেসিলিটিজ ফর রিসাইক্লিং বিশেষ করে প্লাস্টিক কারখানা এবং চামড়া ও চামড়া জাত দ্রব্যের জন্য। আমান টয়েজের মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপক উল্লেখ করেন-

> "শিল্প ক্লাষ্টারের চাহিদা ও সুবিধার্থে কমন ফেসিলিটিজ সেন্টারের সুবিধা দেয়া হলে কারখানার অথবা ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়নে বেশী অবদান রাখবে। কারণ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীদের সকল

বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হলে শিক্ষণীয় প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি, প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞান ও দক্ষতা অত্যন্ত প্রয়োজন এবং এর সাথে শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা প্রদান ও অত্যন্ত জরূরি"।

টেকনোলজি সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং এর সম্ভাব্য সুফল নিয়ে আলোচনা কালে উত্তদাতারা উল্লেখ করেন-Garments Industry এর জন্য বাংলাদেশে অনেকগুলো ট্রেনিং সেন্টার করেছে BRAC থেকে বা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে কিন্তু Plastic Sector বা অন্যান্য সেক্টরের জন্য এখনও এ ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। Garments Industry'তে দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকার কারণে এর Invest বেশী। Plastic Sector এ এখনও ঐভাবে হয় নাই। টেকনোলজি সেন্টার যদি প্রতিষ্ঠা করা হয় তাহলে আমাদের সদস্যরাও এখান হতে প্রশিক্ষণ নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও মান সম্পন্ন দ্রব্য তৈরীতে ভূমিকা রাখতে পারবে। এই সেক্টরের ইঞ্জিনিয়ারগণ বই পড়ে শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের প্রাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা নেয়ার ব্যবস্থা না থাকায় উৎপাদনের মান ঠিক থাকেনা। টেকনোলজি সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হলে এই সেক্টরের ক্ষেত্রে সে অভাব থাকবে না। বেঙ্গল প্লাস্টিকের পরিচালক বলেন-

"টেকনোলজি সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং কারখানাকে নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের মান বিশ্বমানের হবে, এ কথায় তিনি একমত। কারণ প্রতিটি প্রশিক্ষিত মানুষ দেশের সম্পদ এবং প্রতিটি দক্ষ শ্রমিক তার কারখানার মূল্যবান সম্পদ। একজন সুদক্ষ ও সুচারু শ্রমিকই পারে তার কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যের মান বিশ্বমানের দ্রব্য তৈরীতে অবদান রাখতে পারে। উন্নত প্রযুক্তির সাথে সুদক্ষভাবে কাজ করলে উৎপাদিত পণ্যের মান বিশ্বমানের করা যাবে"।

ESQ বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশন সম্পর্কে আলোচনাকালে কারখানার কর্মকর্তারা বলেন এই সেশনের ফলে যে সকল ইতিবাচক দিকে উল্লেখ করেছেন তা'হলো: শ্রমিকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে; তারা তাদের প্রাপ্য সম্মান আদায়ে সক্ষম হবে; শ্রমিকরা আরও বেশী দক্ষ ও সুচারু হচ্ছে; কাজের মান ও দ্রব্যের গুণগতমান বিশ্বমানের হবে। কোন কোন কারখানার কর্মকর্তারা উল্লেখ করেন মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভালো সম্পর্ক তৈরী হবে, পিপিআই ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে ফলে দুর্ঘটনা কমবে।

একজন কর্মকর্তা বলেন:

সচেতনতামূলক সেশন সম্পর্কে আলোচনার জন্য সময়টা বাড়াতে হবে। Worker Awareness Program যেটা হয়েছে আমরা যারা ঐ Program এ উপস্থিত ছিলাম তাদেরই অনেক কিছু মনে নাই। আমাদের প্রয়োজনে আমাদের শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেই ২০ দিন পর পর সেটাই তাদের তা মনে থাকেনা, দেখি ৫টি জিনিস শিখিয়েছি ১ টি বলতে পারে অন্যগুলি বলতে পারে না। এই Program যদি ১টা বিষয় নিয়ে Interval দিয়ে করা হয় তবে ভাল হতো। বিশেষ করে প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে যা শিখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। যারা কাজের সাথে যুক্ত তাদেকে ৪০-৫০ জনের গ্রুপ করে প্রশিক্ষণ করালে ভাল হয়।

৩.৫.২ Focus Group Discussion (FGD)

কারখানায় শ্রমিক, বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশন এবং এসএমই (SME) উদ্যোক্তাদের সাথে মোট ১০টি FGD করা হয়েছে। এদের মধ্যে শ্রমিকদের সাথে ৫টি, এ্যাসোসিয়েশন এর সাথে ৪টি এবং এসএমই (SME) উদ্যোক্তাদের সাথে ১টি FGD করা হয়েছে।

নাচ, গান, লেকচার এবং গম্ভীরা থেকে আমরা যেটা শিখছি, মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকতে হবে, পরিবেশ কিভাবে ভালো রাখা যাবে, কারখানা কিভাবে চললে মালিক লাভবান হবে, মালিক লাভবান হলে আমাদের সঠিক সময়ে বেতন ভাতা দিবে, কাজের প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়বে।

সচেতনমূলক অনুষ্ঠান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখেছি যেমন, আমাদের যদি সহযোগিতা করে তবে পণ্যের গুনগত মান আরো ভালো হবে, আমাদের সহযোগিতা করলে আমরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবো এবং সেটা মনোযোগ সহকারে করতে পারবো, এতে করে জানতে পারবো যে কাজের পরিবেশ ঠিক থাকলে পণ্যের গুণগতমান ভালো হবে এবং পণ্যের উৎপাদন বাড়বে।

কাজের গুণগতমান যদি ভালো হয় তবে বেশী লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে যেমন কারখানার পরিবেশ ভালো হলে সেক্ষেত্রে বিদেশী ক্রেতা বেশী আসবে এবং পণ্য বেশী বিক্রি হবে, পণ্যের অর্ডার বেশী হবে কারখানার উৎপাদন বাড়বে মালিক বেশী লাভবান হবে, উৎপাদন বাড়লে কারখানায় শ্রমিক বেশী লাগবে, কারখানার ম্যানেজমেন্ট যদি ভালো হয় তাহলে আমরা ভালো ভাবে কাজ করতে পারবো এবং কাজের গুণগত মান ভালো হবে তাহলে বিক্রি বেশী হবে এবং কারখানায় বেশী বেশী লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আমরা মনে করি যে, ২ মাস পর পর যদি এই সচেতনাতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় তাহলে আমাদের দক্ষতা বাড়বে এবং কাজের প্রতি মনোযোগ আরো বাড়বে। কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়লে উৎপাদন বাড়বে পণ্যের রপ্তনি বাড়বে। আমাদের কাজের কোয়ালিটি যদি ভালো হয় এবং চাহিদা অনুযায়ী পণ্য দিতে পারি তবে অবশ্যই আমাদের রপ্তানি বাড়বে। পণ্যের কোয়ালিটি ভালো হলে বিদেশী ক্রেতারা আমাদের দেশে আসবে এবং পণ্য অবশ্যই ক্রয় করবে।

প্রকল্পের সবল দিকগুলো হলো – এই সচেতনামূলক অনুষ্ঠান থেকে আমরা অনেক কিছু জেনে বুঝতে পারলাম যে কারখানার পরিবেশ ভালো হলে কাজের প্রতি মনোযোগ বাড়ে; পণ্যের গুনগতমান ভালো হয়। আমাদের দক্ষতা বাড়ে এবং মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক ভালো থাকে। আর দূর্বল দিকগুলো হলো, এই সচেতনামূলক অনুষ্ঠান প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর হলে ভালো হয় এবং এই অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়ে দূর্বল দিকগুলো উন্নতি করা সম্ভব। এই প্রকল্প সম্পর্কে আমাদের মতামত এই যে, এই সচেতনতামূলক অনূষ্ঠান যদি ২-৩ মাস অন্তর অন্তর হয় তাহলে আমাদের খুব উপকার হবে এবং কাজ সম্পর্কে আমরা আরও জানতে ও শিখতে পারবো।

এ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধিরা তাদের এ্যাসোসিয়েশনকে প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য মত প্রকাশ করেন। আলোচনাকালে তারা উল্লেখ করেন অনেক এ্যাসোসিয়েশন আছে যাদের আর্থিক অবস্থা ভালো না এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক কাজেও দুর্বলতা আছে। সুতরাং এই সকল এ্যাসোসিয়েশনসমূহকে বিভিন্ন কার্যক্রমের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা। তাদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধিরা আরো বলেন, অনেক ক্ষুদ্র শিল্প ছোট পরিসরে শুরু করে ফলে তারা ব্যাংক ঋণ কম পায় এবং পরিবেশেরও ছাড়পত্র পায় না ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের চেইনে প্রবেশ করতে পারে না। সুতরাং এদের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে সহজ শর্তে প্লটের ব্যবস্থা ও ব্র্যাক ঋণের ব্যবস্থা করলে অনেক বেশী ক্ষুদ্র শিল্প বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবেশ করতে পারবে।

এসএমই (SME) উদ্যোক্তারা উল্লেখ করেন, অনেক এসএমই ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু করেছে ফলে তারা আর্থিক সমস্যার কারণে বড় পরিসরে কারখানা স্থানান্তর করতে পারছেনা। তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগতমান আন্তর্জাতিকমানের কিন্তু বিভিন্ন কারনে তারা বৈদেশিক বাণিজ্য চেইনে প্রবেশ করতে পারছেনা। অনেকে উল্লেখ করেন হাজারিবাগে এভাবে অনেক উদ্যোক্তা আছে যাদের পণ্যের গুণগতমান খুব ভালো কিন্তু তারা রপ্তানি করতে পারছে না। এক্ষেত্রে বাধা সমূহ: পরিবেশের ছাড়পত্র প্রয়োজন, বিসিক এলাকায় শিল্পের অবস্থান হতে হবে, ISO Certificate ও Import Registration Certificate প্রয়োজন। পরিবেশের ছাড়পত্র বিষয়টি যেহেতু শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন সুতরাং প্রকল্প থেকে শিল্প মন্ত্রণায়ের সাথে এ্যাভোকেসির কথা উল্লেখ করেন। সকলেই বিসিক শিল্প নগরিতে বিনা শর্তে প্লটের ব্যবস্থা ও ব্র্যাক ঋণের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। ফলে এসএমইসমূহ বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবেশ করতে পারবে।

৩.৫.৩ ডাটা ট্রিয়াংগুলেশন:

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য মিশ্র পদ্ধতি অবলম্বন করে বিভিন্ন শ্রেণির উত্তরদাতাদের নিকট থেকে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের সাথে আলোচনার তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কারখানার শ্রমিকদের জন্য ESQ বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনা করা হয়েছে। এই সকল সেশনে পরিবেশ, সামাজিক ও গুণগত কমপ্লায়েন্স নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অপরদিকে কারখানার মালিক অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সুতরাং বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় একদিকে যেমন শ্রমিকগণ ESQ বিষয়ে সচেতন হয়েছে/হচ্ছে, অপরদিকে প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করতে পাবে এবং এর ফলে নতুন নতুন চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। সুতরং এই প্রকল্পের কার্যক্রম রপ্তানি আয়ে অবদান রাখতে পারবে।

সারণি ৩.১০: গুণগত ও পরিমাণগত ডাটা ট্রায়াংগুলেশন।

সম্ভাব্য ফলাফল	জরিপ ডাটা	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	মূল তথ্যদাতাদের সাথে আলোচনা
পরিবেশ, সামাজিক ও গুণগত অবস্থা উন্নত হবে কিনা	▪ ৭৪.৫% উত্তরদাতা মনে করে ESQ বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশনের ফলে কারখানার পরিবেশ উন্নত হবে ▪ ৫১.৬% উল্লেখ করেন এর ফলে উৎপাদন বাড়বে।	▪ পণ্যের গুণগত মান আরো ভালো হবে, আমাদের সহযোগীতা করলে আমরা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবো এবং সেটা মনোযোগ সহকারে করতে পারবো, এতে করে জানতে পারবো যে কাজের পরিবেশ ঠিক থাকলে পণ্যের গুণগতমান ভালো হবে এবং পণ্যের উৎপাদন বাড়বে।	▪ প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে কারখানা যদি কমপ্লায়েন্স কারখানা হয় তবে অবশ্যই সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার উন্নতি হবে, ফলে পণ্যেরে গুণগতমান ভালো হবে।
প্রকল্পের আওতায় কারখানাসমূহ কমপ্লায়েন্স কারখানা হলো আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য রপ্তানি করতে সক্ষম হবে কিনা	▪	▪ কাজের কোয়ালিটি যদি ভালো হয় এবং চাহিদা অনুযায়ী পণ্য দিতে পারি তবে অবশ্যই আমাদের রপ্তানি বাড়বে। পন্যের কোয়ালিটি ভালো হলে বিদেশী ক্রেতারা আমাদের দেশে আসবে এবং পণ্য অবশ্যই ক্রয় করবে।	▪ "কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সমাধান করলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করতে পারবো। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে কমপ্লায়েন্স ছাড়া কোন কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান ভালো করতে পারে না। যখন একটি কারখানা কমপ্লায়েন্স করাখানা হবে তখন বিদেশী ক্রেতাগণ পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হবে"।
নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি হবে কিনা	▪	▪ হ্যাঁ, কাজের গুণগতমান যদি ভালো হয় তবে বেশী লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে যেমন, কারখানার পরিবেশ ভালো হলে সেক্ষেত্রে বিদেশী ক্রেতা বেশী আসবে এবং পণ্য বেশী বিক্রি হবে, পণ্যের অর্ডার বেশী হবে কারখানার উৎপাদন বাড়বে মালিক বেশী লাভবান হবে, উৎপাদন বাড়লে কারখানায় শ্রমিক বেশী লাগবে, কারখানার ম্যানেজমেন্ট যদি ভালো হয় তাহলে আমরা ভালো ভাবে কাজ করতে পারবো এবং কাজের গুণগত মান ভালো হবে তাহলে বিক্রি বেশী হবে এবং কারখানায় বেশী বেশী	▪ প্রকল্পের ফলে কারখানায় নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি হবে। শ্রমবাজারে নতুন নতুন প্রশিক্ষিত শ্রমিকের আগমন ঘটবে, এছাড়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে কারখানায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রশিক্ষিত শ্রমিকের স্বল্পতা দূর হবে এবং কারখানার

		লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।	প্রসার হবে ও কর্মক্ষেত্রের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।
সচেতনতামূলক সেশন সম্পর্কে মতামত	▪ ৮৭% উত্তরদাতা মনে করেন এই ধরনের সেশনের প্রয়োজন আছে। ৫১% উল্লেখ করেন এর ফলে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হবে;	▪ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান যদি ২-৩ মাস অন্তর অন্তর হয় তাহলে আমাদের খুব উপকার হবে এবং কাজ সম্পর্কে আমরা আরও জানতে ও শিখতে পারবো।	▪ এই Program যদি ১টা বিষয় নিয়ে Interval দিয়ে করা হয় তবে ভাল হতো। বিশেষ করে প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে যা শিখানো চেষ্টা করা হয়েছে। যারা কাজের সাথে যুক্ত তাদেরকে ৪০-৫০ জনের গ্রুপ করে প্রশিক্ষণ করালে ভাল হয়।

৩.৫.৪ ইএসকিউ (ESQ) বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশন এর ফলাফলসমূহ:

যে সকল কারখানাসমূহে ইএসকিউ (ESQ) বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়েছে সেই সকল কারখানা থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ১৫৬ জন মহিলা এবং ২৮৮ জন পুরুষের সাথে কাঠামোগত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে যে বিষয়সমূহ জানতে চাওয়া হয়েছিল তা'হলো: ইএসকিউ (ESQ) বিষয়ে সচেতনমূলক সেশনে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে; কত সময়ব্যাপি সেশন হয়েছে; দিনের কোন সময় সেশন হয়েছে; কোন পদ্ধতির মাধ্যমে বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে; কী কী শিখণ হয়েছে; কারখানায় কী কী অবদান রাখবে; সেশনের পূর্বে ও পরের অবস্থা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের সেশনের প্রয়োজন আছে কিনা এবং কেন ইত্যাদি।

এ সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তী অংশে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো হলো:

- আর্থ-সামাজিক অবস্থা
- ইএসকিউ (ESQ) বিষয়ে সচেতনতামূলক সেশন
- সেশনের সময়কাল
- আলোচ্য বিষয়
- শিখণসমূহ
- কারখানায় কাজের ক্ষেত্রে অবদান
- পরিবর্তন সমূহ
- ভবিষ্যতে সেশনের প্রয়োজন ইত্যাদি

লিঙ্গ ভিত্তিক বন্টন: সারণি ৩.৩ লিঙ্গ ভিত্তিক বন্টন এর তথ্য দেয়া হলো। সামগ্রিকভাবে উত্তরদাতার সংখ্যা পুরুষের শতকরা হার মহিলাদের শতকরা হারের প্রায় ১.৪৬ গুণ বেশী। অর্থাৎ পুরুষ ৫৯.৪% এবং মহিলা ৪০.৬%। বিভাগ ভিত্তিক তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী উত্তরদাতা ঢাকা জেলায় (৫০.৫%)। এদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৩৫.৯% এবং পুরুষের সংখ্যা ৬০.৫%। সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উত্তরদাতা (২৪.০%) চট্টগ্রাম জেলায় । এদের মধ্যে মহিলা ৩৫.৩% এবং পুরুষ ১৬.২%। সবচেয়ে কম উত্তরদাতা (১২.০%) কুমিল্লা জেলায় । এদের মধ্যে মহিলা ১৫.৪% এবং পুরুষ ৯.৬%।

সারণি ৩.১১: লিঙ্গ ভিত্তিক জেলাওয়ারী (%) বন্টন

চলক	লিঙ্গ				মোট	
	মহিলা		পুরুষ			
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
জেলার নাম						
ঢাকা	৫৬	৩৫.৯	১৩৮	৬০.৫	১৯৪	৫০.৫
চট্টগ্রাম	৫৫	৩৫.৩	৩৭	১৬.২	৯২	২৪.০
কুমিল্লা	২৪	১৫.৪	২২	৯.৬	৪৬	১২.০
হবিগঞ্জ	২১	১৩.৫	৩১	১৩.৬	৫২	১৩.৫
মোট	১৫৬	১০০.০	২২৮	১০০.০	৩৮৪	১০০.০

বয়স ভিত্তিক বন্টন

উত্তরদাতাদের বয়সের বন্টন সারণি ৩.৪ এ উল্লেখ করা হলো। সারণি থেকে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে গড় বয়স ২৯.০৫ বছর। এদের মধ্যে পুরুষের গড় বয়স মহিলাদের গড় বয়স থেকে প্রায় ২৫% বেশী অর্থাৎ পুরুষের গড় বয়স ৩২.৪ বছর এবং মহিলাদের ২৪.৫ বছর। তথ্য থেকে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (২৬.৩%) উত্তরদাতাদের বয়স ৩৪ বছর এবং এর বেশী। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের সংখ্যার তিনগুণেরও বেশী অর্থাৎ পুরুষের সংখ্যা ৩৬.৪% এবং মহিলাদের সংখ্যা ১১.৫%। সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতা (১২.২%) যাদের বয়স ১৮ বছরেরর মধ্যে। এদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার চেয়ে প্রায় ২ গুণ (মহিলা-১৭.৩% এবং পুরুষ-৮.৮%)। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৩০.৮%) মহিলাদের বয়স ১৯-২৩ বছর এবং সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ৩৬.৪% পুরুষের বয়স ৩৪ বছর এবং এর বেশী।

সারণি ৩.১২: বয়সের ভিত্তিক (%) বন্টন

চলক	লিঙ্গ				মোট	
	মহিলা		পুরুষ			
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
বয়স						
≥ ১৮ বছর	২৭	১৭.৩	২০	৮.৮	৪৭	১২.২
১৯-২৩ বছর	৪৮	৩০.৮	৫১	২২.৪	৯৯	২৫.৮
২৪-২৮ বছর	৪৬	২৯.৫	৪৩	১৮.৯	৮৯	২৩.২
২৯-৩৩ বছর	১৭	১০.৯	৩১	১৩.৬	৪৮	১২.৫
৩৪ ≥ বছর	১৮	১১.৫	৮৩	৩৬.৪	১০১	২৬.৩
গড় বয়স	২৪.৫		৩২.১৬		২৯.০৫	
মোট	১৫৬	১০০.০	২২৮	১০০.০	৩৮৪	১০০.০

শিক্ষাগত যোগ্যতা

উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য সারণি ৩.৫ এ উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৪০.৯%) মহিলা ও পুরুষের শিক্ষাগত যোগ্যতা ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি পাশ। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের চেয়ে বেশী যথাক্রমে ৪১.৭% এবং ৩৯.৭%। সবচেয়ে কম সংখ্যক (২.৯%) উত্তরদাতা বিএ/মাস্টার্স পাশ করেছে। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের চেয়ে বেশী যথাক্রমে ৩.৫% ও ১.৯%। উল্লেখ্য ১.৯% মহিলা কখনো স্কুলে যায় নাই।

সারণি ৩.১৩: উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা (%) বন্টন

চলক	লিঙ্গ				মোট	
	মহিলা		পুরুষ			
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
শিক্ষাগত যোগ্যতা						
১ম- ৫ম শ্রেণি পাশ	৫৯	৩৭.৮	৩২	১৪.০	৯১	২৩.৭
৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি পাশ	৬২	৩৯.৭	৯৫	৪১.৭	১৫৭	৪০.৯
৯ম-১০ম শ্রেণি পাশ	১৩	৮.৩	২৫	১১.০	৩৮	৯.৯
এসএসসি পাশ	১৪	৯.০	৪২	১৮.৪	৫৬	১৪.৬
এইচএসসি পাশ	২	১.৩	২৬	১১.৪	২৮	৭.৩
বিএ/মাস্টার্স পাশ	৩	১.৯	৮	৩.৫	১১	২.৯
কখনো স্কুলে যায় নাই	৩	১.৯	০	০.০	৩	০.৮
মোট	১৫৬	১০০.০	২২৮	১০০.০	৩৮৪	১০০.০

বর্তমানে মাসিক আয়: উত্তরদাতাদের বর্তমান মাসিক আয় সারণি ৩.৬ এ উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৩৯.৮%) উত্তরদাতাদের মাসিক আয় ৫০০১ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকার মধ্যে। এদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যার চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশী যথাক্রমে ৫২.৬% এবং ৩১.১%। অপরদিকে এক-তৃতীয়াংশের চেয়ে কম সংখ্যক (২৭.৯%) উত্তরদাতাদের মাসিক আয় ১০,০০১ টাকা হতে ১৫০০০ টাকার। এদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যার চেয়ে সামান্য বেশী যথাক্রমে ২৯.৫% ও ২৬.৮%। সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ১৫,০০১ টাকা আয় করে ২২.৪% উত্তরদাতা। এদের মধ্যে পুরুষ সংখ্যা মহিলাদের সংখ্যার চেয়ে প্রায় ৬ গুণেরও বেশী যথাক্রমে ৩৩.৭% এবং ৫.৭%। উল্লেখ্য সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মহিলা (৫২.৬%) মাসিক আয় করে ৫০০১ টাকা থেকে ১০,০০০টাকা এবং বেশী সংখ্যক পুরুষ ৩৩.৭% আয় করে ১৫০০১ টাকা এবং এর বেশী। উল্লেখ্য, EC4J প্রকল্পটি শুধু মাত্র ইএসকিউ (ESQ) বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেছে, এর ফলে শ্রমিকগণ কিছু সচেতন হয়েছে কিন্তু দক্ষতা বৃদ্ধি পায়নি। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দেয়ার পর বেতন বৃদ্ধি উপর প্রভাব পড়বে আর তখনই পরিমাপ করা যাবে।

সারণি ৩.১৪: বর্তমানে মাসিক আয় (%) বন্টন

চলক	লিঙ্গ				মোট	
	মহিলা		পুরুষ			
	নাম্বার	%	নাম্বার	%	নাম্বার	%
মাসিক আয়						
≥৫০০০ টাকা	১৯	১২.২	১৯	৮.৩	৩৮	৯.৯
৫০০১ টাকা-১০০০০ টাকা	৮২	৫২.৬	৭১	৩১.১	১৫৩	৩৯.৮
১০০০১ টাকা থেকে ১৫০০০ টাকা	৪৬	২৯.৫	৬১	২৬.৮	১০৭	২৭.৯
১৫০০১ ≥ টাকা	৯	৫.৭	৭৭	৩৩.৭	৮৬	২২.৪
মোট	১৫৬	১০০.০	২২৮	১০০.০	৩৮৪	১০০.০

কাজের মেয়াদকাল: উত্তরদাতাদের কাজের মেয়াদকাল সারণি ৩.৭ এ উল্লেখ করা হলো। সারণি থেকে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে কারখানায় কাজের গড় বয়স ৭.৩৪ বছর। এদের মধ্যে পুরুষের কাজের গড় বয়স মহিলাদের গড় বয়স থেকে প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ পুরুষের কাজের গড় বয়স ৯.১৫ বছর এবং মহিলাদের ৪.৭ বছর। তথ্য থেকে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৪৩.৫%) উত্তরদাতা ২-৪বছর যাবৎ কারখানায় কাজ করছে। এদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার প্রায় দেড়গুণ বেশী অর্থাৎ মহিলা ৫৭.৭% এবং পুরুষ ৩৩.৮%। সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতা (৯.৯%) যাদের কাজের মেয়াদকাল ১ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ৯.০% ও ১০.৫। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী ১১ বছর এবং এর বেশী সময়কাল কারখানায় কাজ করে এমন উত্তরদাতাদের সংখ্যা ১৯.০%। এদের মধ্যে পুরুষের ও মহিলাদের সংখ্যা যথাক্রমে ২৬.৩% এবং ৮.৩%।

সারণি ৩.১৫: কারখানায় কাজের মেয়াদকাল (%) বন্টন

চলক	লিঙ্গ				মোট	
	মহিলা		পুরুষ			
	নাম্বার	%	নাম্বার	%	নাম্বার	%
কারখানায় কাজের মেয়াদকাল						
≥১ বছর	১৪	৯.০	২৪	১০.৫	৩৮	৯.৯
২-৪ বছর	৯০	৫৭.৭	৭৭	৩৩.৮	১৬৭	৪৩.৫
৫-৭ বছর	২৮	১৭.৯	২৭	১১.৮	৫৫	১৪.৩
৮ -১০ বছর	১১	৭.১	৪০	১৭.৫	৫১	১৩.৩
১১≥ বছর	১৩	৮.৩	৬০	২৬.৩	৭৩	১৯.০
গড় বছর	৪.৭		৯.১৫		৭.৩৪	
মোট	১৫৬	১০০.০	২২৮	১০০.০	৩৮৪	১০০.০

ইএসকিউ সম্পর্কে তথ্য

সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

উত্তরদাতা সচেতনতামূলক সেশনে অংশগ্রহণ ও এর সময়কাল সারণি ৩.৮ এ উল্লেখ করা হলো। সারণি থেকে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে ১০০% উত্তরদাতা বলেছে তারা সচেতনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। যে সকল উত্তরদাতা সচেতনমূলক সেশনে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল এই কার্যক্রম কত সময়ব্যপি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অর্ধেকের চেয়ে বেশী সংখ্যক (৫১.৩%) উত্তরদাতা বলেছে এর সময়কাল ছিল ৯১ মিনিট থেকে ১২০ মিনিট। এদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলাদের সংখ্যা সমান ৫১.৩%। সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতা (৩.৬%) বলেছে এর সময়কাল ছিল ৬১ মিনিট থেকে ৯০মিনিট। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের চেয়ে বেশী যথাক্রমে ৪.৮% ও ১.৯%। *উল্লেখ্য সচেতনমূলক কার্যক্রমের তিনটি মাধ্যম/পদ্ধতিতে করা হয়েছে যেমন-নাটক, গান এবং গম্ভিরা। কোন কোন কারখানায় তিনটি, কোন কারখানায় ২টি এবং কোন কারখানায় ১টি পদ্ধতির মাধ্যমে সচেতনমূলক কার্যক্রম করা হয়েছে। বিষয়টি নির্ভর করছে কারখানা তাদের শ্রমিকদের কত সময়ের জন্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা/সুযোগ করে দিয়েছে।*

সারণি ৩.১৬: সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তথ্য (%) বন্টন

চলক	লিঙ্গ				মোট	
	মহিলা		পুরুষ			
	নাম্বার	%	নাম্বার	%	নাম্বার	%
সচেতসমূলক সভায় অংশগ্রহণ						
হ্যাঁ	১৫৬	১০০.০	২২৮	১০০.০	৩৮৪	১০০.০
না	-	-	-	-	-	-
মোট	১৫৬	১০০.০	২২৮	১০০.০	৩৮৪	১০০.০
সময়কাল						
≥ ৬০ মিনিট	৫৭	৩৬.৫	৬৩	২৭.৭	১২০	৩১.৩
৬১ মিনিট-৯০ মিনিট	৩	১.৯	১১	৪.৮	১৪	৩.৬
৯১ মিনিট-১২০ মিনিট	৮০	৫১.৩	১১৭	৫১.৩	১৯৭	৫১.৩
১২১ ≥মিনিট	১৬	১০.৩	৩৭	১৬.২	৫৩	১৩.৮
মোট	১৫৬	১০০.০	২২৮	১০০.০	৩৮৪	১০০.০

সচেতনতামূলক সেশনের সময় শেখার জন্য যথেষ্ট কী না তা সারণি ৩.৯ এ উল্লেখ করা হলো। সারণি থেকে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭১.৬%) উত্তরদাতা বলেছে শিখণের জন্য সময় যথেষ্ট ছিল। এদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যার চেয়ে বেশী অর্থাৎ মহিলা ৭৬.৩% এবং পুরুষ ৬৮.৪%। অপরদিকে ২৮.৪% উত্তরদাতা বলেছে এই সময় শেখার জন্য যথেষ্ট ছিল না। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের চেয়ে বেশী যথাক্রমে ৩১.৬% ও ২৩.৭%।

সারণি ৩.১৭: শেখার জন্য সময়কাল সম্পর্কে তথ্যের (%) বন্টন

চলক	লিঙ্গ				মোট	
	মহিলা		পুরুষ			
	নাম্বার	%	নাম্বার	%	নাম্বার	%
সময়কাল						
যথেষ্ট ছিল	১১৯	৭৬.৩	১৫৬	৬৮.৪	২৭৫	৭১.৬
যথেষ্ট ছিল না	৩৭	২৩.৭	৭২	৩১.৬	১০৯	২৮.৪
মোট	১৫৬	১০০.০	২২৮	১০০.০	৩৮৪	১০০.০

সচেতনতামূলক সেশনের সময় (time of awareness)

সচেতনতামূলক সেশন দিনের যে সময় সম্পন্ন করা হয়েছে সেটি শ্রমিকদের কাজের সময় বিবেচনা করে সঠিক ছিল কিনা তা সারণি ৩.১০ এ উল্লেখ করা হলো। সারণি থেকে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে তিন-চতুর্থাংশের চেয়ে বেশী (৮৬.২%) উত্তরদাতা বলেছে দিনের যে সময় সেশন করা হয়েছে তা তাদের কাজের সময় বিবেচনা করলে সঠিক ছিল। এদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যার চেয়ে বেশী অর্থাৎ মহিলা ৯৩.৬% এবং পুরুষ ৮১.১%। অপরদিকে মাত্র ১৩.৮% উত্তরদাতা বলেছে দিনের যে সময় সেশন করা হয়েছে তা সঠিক ছিল না। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের চেয়ে বেশী যথাক্রমে ১৮.৯% ও ৬.৪%।

সারণি ৩.১৮: সচেতনতামূলক কার্যক্রমের জন্য এই (time of awareness) সম্পর্কে তথ্য (%) বন্টন

চলক	লিঙ্গ				মোট	
	মহিলা		পুরুষ			
	নাম্বার	%	নাম্বার	%	নাম্বার	%
সচেতনতামূলক সেশনের সময়						
দিনের যে সময় সেশন হয়েছে সেটা ঠিক ছিল	১৪৬	৯৩.৬	১৮৫	৮১.১	৩৩১	৮৬.২
দিনের যে সময় সেশন হয়েছে সেটা ঠিক ছিল না	১০	৬.৪	৪৩	১৮.৯	৫৩	১৩.৮
মোট	১৫৬	১০০.০	২২৮	১০০.০	৩৮৪	১০০.০

সেশনে আলোচ্য বিষয়সমূহ

সচেতনমূলক সেশনে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে লেকচিত্র ৩.২ এ উল্লেখ করা হলো। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৭৯.৪%) উত্তরদাতা বলেছে ওভারটাইম বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (৭৮.৯%) উত্তরদাতা বলেছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ইক্যুইপমেন্ট (পিপিই) বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া উত্তরদাতারা যে সকল বিষয়ের কথা বলেছে তা হলো; দূর্ঘটনায় করণীয়-৬৮.৫%, নিয়োগ পত্র-৫০.৩%, কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি-৫১.০%, মাতৃত্বকালিন ছুটি-৪৪.০%, যৌন হয়রানি-৪০.৬% এবং কারখানার বিভিন্ন কমিটি যেমন সেফটি কমিটি, পিসি কমিটি ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কমিটি ইত্যাদি-১৭.৪%।

লেখচিত্র ৩. ২: যে সকল বিষয় আলোচনা হয়েছে

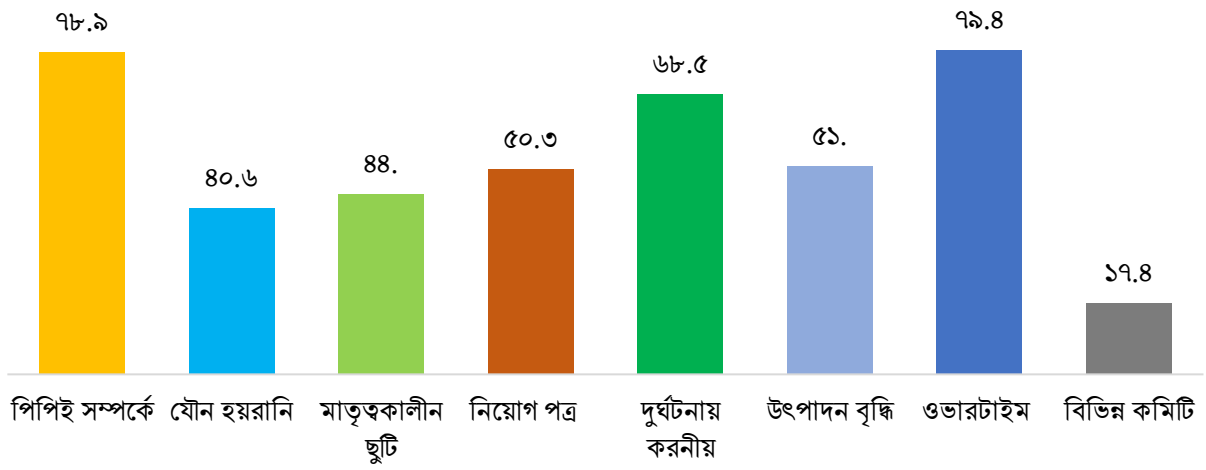

সচেতনতামূলক সেশনের পদ্ধতি

সচেতনতামূলক সেশন বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়েছে তা সারণি ৩.১১ এ উল্লেখ করা হলো। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে প্রায় সকল (৯৭.৭%) উত্তরদাতা বলেছে নাটকের মাধ্যমে সচেতনতামূলক সেশন করা হয়েছে। এদের মধ্যে মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ৯৯.৪% ও ৯৬.৫%। এক-তৃতীয়াংশ (৩৬.৭%) উত্তরদাতা বলেছে গম্ভিরার মাধ্যমে সচেতনতামূলক সেশন করা হয়েছে। এদের মধ্যে মহিলা ও পুরুষের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫.৩% ও ৩৭.৭%।

সারণি ৩.১৯: সচেতনমূলক সেশন পদ্ধতি (%) বন্টন

চলক	লিঙ্গ				মোট	
	মহিলা		পুরুষ			
	নাম্বার	%	নাম্বার	%	নাম্বার	%
পদ্ধতি						
লেকচার	১১৩	৭২.৪	১২৩	৫৩.৯	২৩৬	৬১.৫
নাটক	১৫৫	৯৯.৪	২২০	৯৬.৫	৩৭৫	৯৭.৭
গান	১৪০	৮৯.৭	১৭১	৭৫.০	৩১১	৮১.০
গম্ভিরা	৫৫	৩৫.৩	৮৬	৩৭.৭	১৪১	৩৬.৭
মোট	১৫৬	১০০.০	২২৮	১০০.০	৩৮৪	১০০.০

সচেতনতামূলক সেশনে শিখণসমূহ

সচেতনমূলক সেশন থেকে শিখনসমূহ লেখচিত্রের ৩.৩ মাধ্যমে দেয়া হলো। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক (৮৫.৯%) উত্তরদাতা বলেছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপকরণ (পিপিই) ব্যবহার করলে দূর্ঘটনা কমে যাবে। প্রায় একই সংখ্যক (৮৫.৪%) উত্তরদাতা বলেছে নিয়োগপত্র থাকা সকলের প্রয়োজন এবং মালিক পক্ষ সকল শ্রমিকদের নিয়োগ পত্র প্রদান করবে। অপরদিকে ৮৪.৪% উত্তরদাতা বলেছে ওভারটাইম সম্পর্কে জেনেছি। অন্যান্য যে বিষয় সমূহ উত্তরদাতা শিখন হিসাবে চিহ্নিত করেছে তা হলো-কারখানায় উৎপাদন বাড়লে মালিক ও শ্রমিক উভয়েই লাভবান হবে (৫৬.২%), কারখানার পরিবেশ ভালো রাখা প্রয়োজন (৫২.৩%) এবং মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সু-সম্পর্ক একদিকে যেমন পরিবেশ ভালো রাখে অন্যদিকে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় (৪২.১%) ।

লেখচিত্র ৩.৩: সেশন থেকে শিখণসমূহ

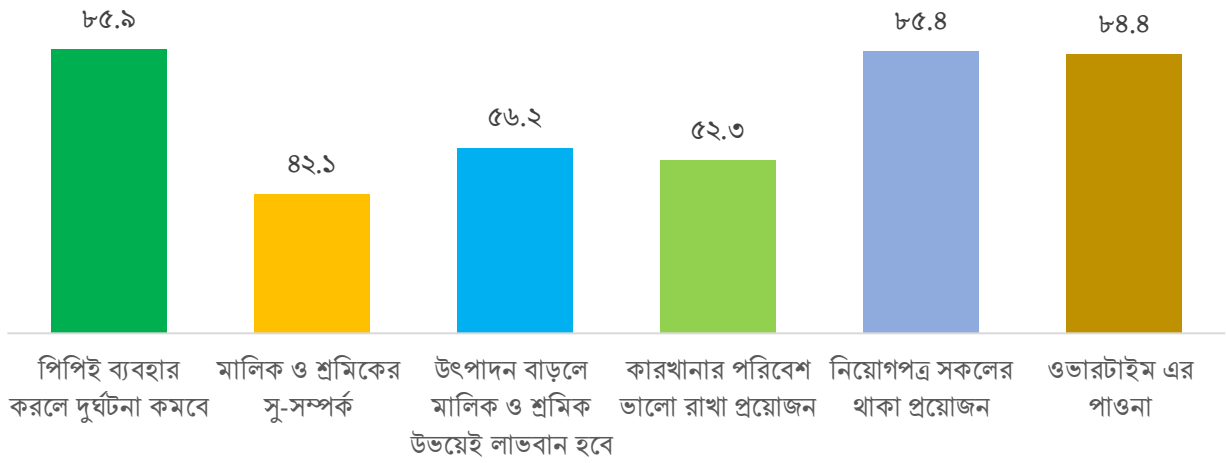

সচেতনতামূলক সেশনের কার্যকর পদ্ধতিসমূহ: এই প্রকল্পে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার একটি ব্যবহৃত মাধ্যম হিসাবে নাটক, সঙ্গীত ও ক্ষুদ্র নাটিকাকে বেছে নেয়া হয়েছিল। সচেতনতামূলক সেশন কার্যকর পদ্ধতির তথ্য সারণি ৩.১২ তে উল্লেখ করা হলো। সারণির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে সামগ্রিকভাবে অর্ধেকের চেয়ে বেশী (৫৪.৪%) সংখ্যক উত্তরদাতা বলেছেন নাটকের মাধ্যমে সচেতনতা কার্যক্রম সবচেয়ে বেশী কার্যকর পদ্ধতি ছিল। এদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের সংখ্যার চেয়ে সামান্য বেশী যথাক্রমে ৫৭.৫% ও ৫০.০%। এক-চতুর্থাংশের বেশী (২৮.৯%) উত্তরদাতা বলেছেন গানের মাধ্যমে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বেশী কার্যকর পদ্ধতি ছিল। এদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার চেয়ে সামান্য বেশী যথাক্রমে ৩২.৭% ও ২৬.৩%। সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতা গাম্ভিরাকে কার্যকর পদ্ধতি বলে উল্লেখ করেছেন। মাত্র ১১.৭% উত্তরদাতা লেকচারকেও কার্যকর পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। *কার্যক্রম শুরুর পূর্বে মালিক/সিনিয়র কর্মকর্তাগণ প্রোগ্রামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন তাকেই লেকচার পদ্ধতি বলা হয়।*

সারণি ৩.২০: সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনার কার্যকর পদ্ধতি (%) বন্টন

চলক	লিঙ্গ				মোট	
	মহিলা		পুরুষ			
	নাম্বার	%	নাম্বার	%	নাম্বার	%
কার্যকরি পদ্ধতি						
লেকচার	২০	১২.৮	২৫	১১.০	৪৫	১১.৭
নাটক	৭৮	৫০.০	১৩১	৫৭.৫	২০৯	৫৪.৪
গান	৫১	৩২.৭	৬০	২৬.৩	১১১	২৮.৯
গম্ভিরা	৭	৪.৫	১২	৫.৩	১৯	৪.৯
মোট	১৫৬	১০০.০	২২৮	১০০.০	৩৮৪	১০০.০

কাজের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ: সচেতনতামূলক সেশনে অংশগ্রহণের ফলে কারখানায় কাজের ক্ষেত্রে যে সকল ইতিবাচক পরিবর্তন হতে পারে তা লেখচিত্র ৩.৪ এ চিত্রে উল্লেখ করা হলো। তিন-চতুর্থাংশের চেয়ে বেশী সংখ্যক (৭৬.৮%) উত্তরদাতা মনে করেন সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনার ফলে কারখানায় দূর্ঘটনা হ্রাস পাবে। এছাড়া ৭৪.৫% উত্তরদাতা মনে করেন এ ধরনের সেশন পরিচালনার মাধ্যমে কারখানার কাজের পরিবেশ উন্নত হবে। অপরদিকে ৬০.৪% মনে করেন এর ফলে মালিক শ্রমিক উভয়ে সচেতন হবে। শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে ৫১.৮% উত্তরদাতা জবাব দেন যে এ কার্যক্রম শ্রমিকদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে। প্রায় একই সংখ্যক উত্তরদাতা (৫১.৮%) মনে করেন যে এটি কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবে। পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রশ্নে, এক-তৃতীয়াংশ বলেছে এ সকল সেশনের ফলে তাদের কারখানায় মালিক শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হয়েছে।

লেখচিত্র ৩.৪: কাজের ক্ষেত্রে কী কী অবদান রাখবে

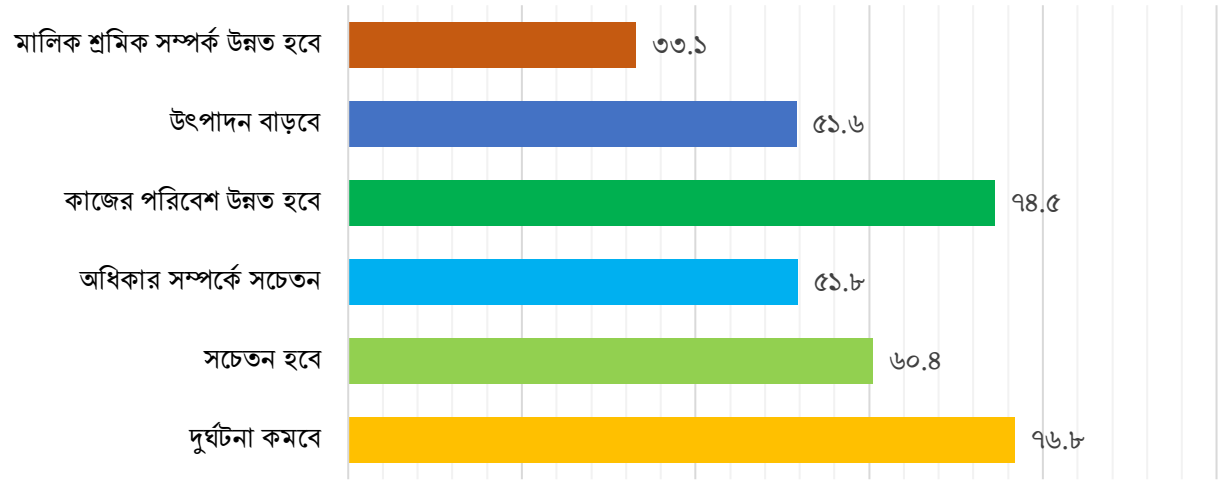

সেশনের পূর্বের ও পরের অবস্থা

সচেতনতামূলক সেশনের ফলে শ্রমিকদের যে সকল উপকার হয়েছে তা লেখচিত্র ৩.৫ এর মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো। লেখচিত্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় সচেতনতামূলক সেশনে অংশগ্রহণের পূর্বে তাদের মধ্যে কত জনের নিয়োগ পত্র ছিল, এ প্রশ্নের জবাবে ৯৫.৩% উত্তরদাতাদের যোগদানের সময় নিয়োগপত্র পেয়েছিল বলে উল্লেখ করেন। অপরপক্ষে ৯৭.৯% স্বীকার করেন যে সেশনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তারা বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে নিয়োগ পত্র নিয়োগ পত্র পাওয়া নিশ্চিত করেন। ওভারটাইমের পাওনা পূর্বে ছিল (৮৩.৩%) এবং পরে (৮৮.৮%)। মাতৃত্বকালীন ছুটি পূর্বে পেত (৫৭.৮%), বর্তমানে (৬০.৪%)। ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন পেত (৩২.০%) বর্তমানে (৪৬.৬%)। অপরদিকে সুপারভাইজরদের দূর্ব্যবহার পূর্বে ছিল ১২.৫%, বর্তমানে কমে ২.৬%। অনুরুপভাবে যৌন নির্যাতন পূর্বে ছিল ৫.৫%, বর্তমানে ১.৩%।

লেখচিত্র ৩.৫: সেশনের পূর্বের ও পরের অবস্থা

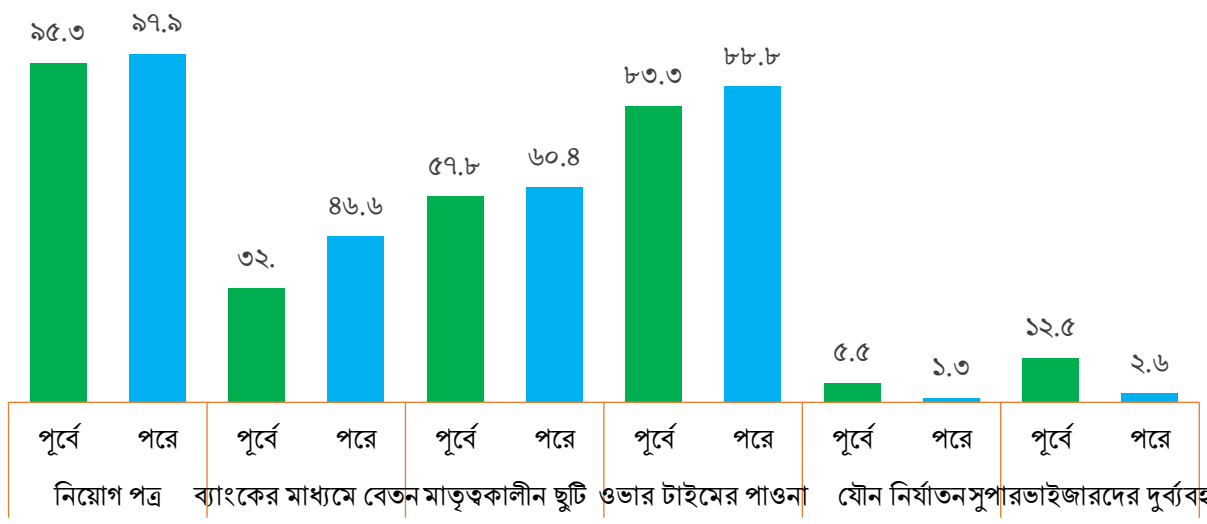

সচেতনতামূলক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা

উত্তরদাতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল ভবিষ্যতে এ ধরণের সচেতনতামূলক সেশনের প্রয়োজন আছে কী না? উত্তরে সামগ্রিকভাবে ৮৭.২% উত্তরদাতা স্বীকার করেছে যে এই ধরণের সেশন কারখানায় প্রয়োজন আছে। এদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষের সংখ্যার চেয়ে বেশী যথাক্রমে ৯৩.৬% ও ৮২.৯%। অপরদিকে মাত্র ১২.৮% উত্তরদাতা এই ধরণের সেশনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। এদের মধ্যে মহিলা ৬.৪% এবং পুরুষ ১৭.১%।

সারণি ৩.২১: এই ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরো বেশী প্রয়োজন সম্পর্কে তথ্য (%) বন্টন

চলক	লিঙ্গ				মোট	
	মহিলা		পুরুষ			
	নাম্বার	%	নাম্বার	%	নাম্বার	%
প্রয়োজন						
হ্যাঁ	১৪৬	৯৩.৬	১৮৯	৮২.৯	৩৩৫	৮৭.২
না	১০	৬.৪	৩৯	১৭.১	৪৯	১২.৮
মোট	১৫৬	১০০.০	২২৮	১০০.০	৩৮৪	১০০.০

সচেতনতামূলক সেশন এর প্রয়োজনীয়তা

জরিপে অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতারা মনে করেন কারখানায় এ ধরনের সচেতনমূলক সেশনের প্রয়োজন আছে। শ্রমিকরা ভবিষ্যতে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে ও কারখানায় কাজের পরিবেশ উন্নত হবে বলে মনে করেন যথাক্রমে ৫১.৬% ও ৩৬.৭৫% উত্তরদাতা। কার্যক্ষেত্রে পিপিই'র ব্যবহার; দূর্ঘটনা রোধ ও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কেও উত্তরদাতাদের মতামত যাচাই করা হয়। ৩৪.৯% উত্তরদাতা মনে করে সেশনের ফলে পিপিই'র ব্যবহার বাড়বে ফলে কারখানায় দূর্ঘটনা কমবে। অন্যদিকে ১৮.২% বিশ্বাস করে এর ফলে কারখানায় উৎপাদন বাড়বে, অনুরুপভাবে ২১.৩% মনে করে উৎপাদন বাড়লে শ্রমিকদের বেতন বাড়বে।

লেখচিত্র ৩.৬: কারখানায় সচেতনমূলক সেশন কেন প্রয়োজন

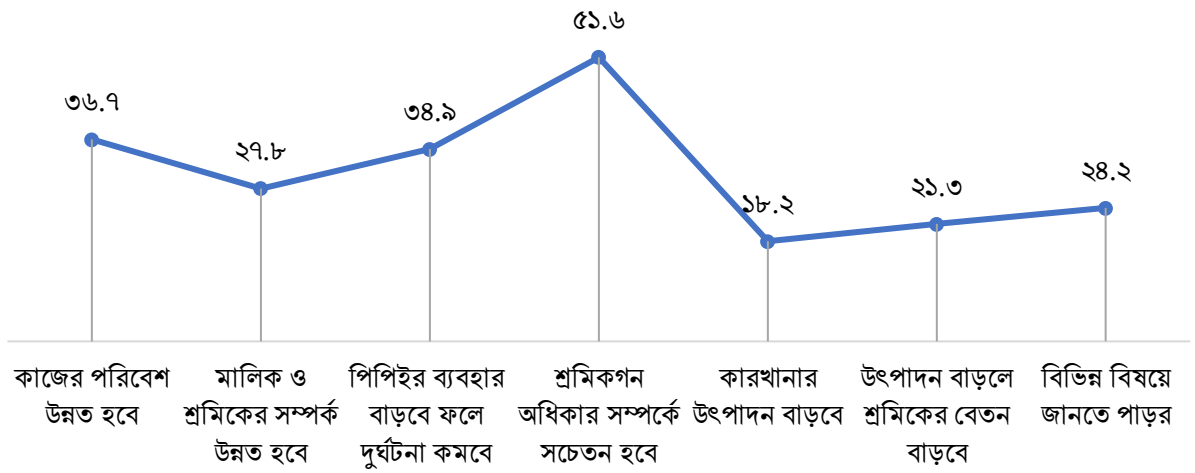

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা, ঝুঁকি ও সুযোগসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো:

সবলতা,দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ একটি কৌশলভিত্তিক আধুনিক পন্থা যা' চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কোন প্রকল্পের সবলতা, দূর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি চিহ্নিত করার মাধ্যমে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক করা হয়। এটি প্রকল্প মূল্যায়নকে অধিকতর অর্থবহ করে তোলে এবং ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয় প্রায়োগিক পারামর্শ/দিকনির্দেশনা প্রদান এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

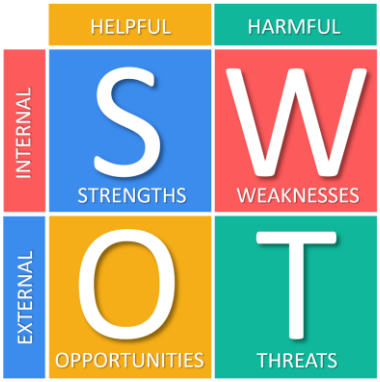

EC4J শীর্ষক প্রকল্পটি বালাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য উপযুক্ত এলাকায় বাস্তবায়নকালে সবল, দুর্বল, ঝুঁকি ও সুযোগসমূহ কী কী ছিল তা আলোচনা করা হলো।

প্রকল্প আওতায় ৪টি সেক্টরের বিভিন্ন কারখানার কর্মকর্তা ও বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েসনের সাথে দলীয় আলোচনা ও কেআইআই সম্পন্ন করা হয়েছে, কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সাথে দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন উৎস থেকে সেকেন্ডারী উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করা হয়েছে। এই সমীক্ষার উপাত্তের ভিত্তিতে প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪.১ সবলদিকসমূহ:

৪.১.১ তৈরী পোশাক শিল্পের (RMG) বাইরে রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণের মাধ্যমে রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্য অর্জিত হবে এবং রপ্তানির জন্য নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি হবে;

৪.১.২ নতুন ৯০,৬০০ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং নির্ধারিত সেক্টরে গড় মজুরি বৃদ্ধি হতে পারে;

৪.১.৩ ৪টি টেকনোলজি সেন্টার তৈরী করা এবং আধুনিক ও উন্নততর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৪.১.৪ প্রকল্প শেষে নির্ধারিত সেক্টরের ৬৪৭ ফার্ম সরাসরি রপ্তানি বাজারে প্রবেশ করবে;

৪.১.৫ প্রকল্প শেষে ৪০০ ফার্মের কমপ্লায়েন্স এ্যাসেসমেন্টে এর কাজ সম্পন্ন হবে;

৪.১.৬ ২৫০ ফার্ম Environmental, Social and Quality (ESQ) মান উন্নয়ন হবে;

৪.১.৭ প্রকল্প শেষে Export Readiness Fund গ্রহণকারীদের বিক্রয় ১৫.৪০% বৃদ্ধি পাবে;

৪.১.৮ Export Readiness Fund গ্রহণকারীদের ১০০ টি ESQ স্বীকৃতি ও সনদ পাবে;

৪.১.৯ প্রকল্পটি উদ্ভাবনী ও অংশগ্রহণমূলক হওয়ায় নির্বাচিত বেসরকারি খাত ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী নেতা ও মালিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ;

৪.১.১০ রপ্তানি বাজার ও পণ্য বহুমুখীকরণের জন্য সম্ভাবনাময় খাতসমূহের সুনির্দিষ্ট চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে;

৪.১.১১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা আন্তর্জাতিক বেস্ট প্র্যাক্টিস/এজাইল Methodology গ্রহণ করা হয়েছে;

৪.১.১২ বর্তমান সরকারের 7th FYP দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রায় অবদান রাখবে (দারিদ্র বিমোচনে);

৪.১.১৩ প্রকল্পটির একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলে রপ্তানি বহুমুখীকরণ যা ২০১৫-২০১৮ রপ্তানি নীতির Mandates সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

৪.২ দুর্বলদিক/বাঁধাসমূহ:

৪.২.১ অংশীজনদের অংশগ্রহণে জমি নির্বাচন ও পূনঃনির্বাচনে সময় ব্যয়;

৪.২.২ জমি প্রাপ্তি/অধিগ্রহণে জটিলতা;

৪.২.৩ প্রকল্প প্রণয়নের সময় প্রকল্পের Work Breakdown Structure (WBS) প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি, যা সুষ্ঠু প্রকল্প

ব্যবস্থাপনার পূর্ব শর্ত। ফলে প্রকল্পে কাজের ব্যাপ্তি ও প্রয়োজনীয় জনবল সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি;

৪.২.৪ প্রকল্পের আওতায় কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত হয়নি, যেমন: টেকনোলজি সেন্টারের Business model এবং Sustaiablity'র জন্য সম্ভাবতা যাচাই, Technology partner for specification for leater DTC, Technology partner for specification for leater GETC এবং চারটি টেকনোলজি সেন্টারের মেশিনারিজ ও ইক্যুইপমেন্ট ক্রয় প্যাকেজ, চামড়া শিল্পে Flay-cut on skin/Raw Hide সচেতনতামূলক প্রচারণা (ভিডিও তৈরী করা) ইত্যাদি।

৪.৩ সুযোগ সমূহ:

৪.৩.১ টেকসই উন্নয়ন;

৪.৩.২ অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সরকারের রপ্তানিমূখী অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের সংঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ;

৪.৩.৩ চারটি খাতে পণ্য বহুমূখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ;

৪.৩.৪ বিভিন্ন শিল্প এ্যাসোসিয়েশন, থিংকট্যাংক (Think-Tank) গ্রুপ, এবং BEZA/BEPZA ও BIDA স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য;

৪.৩.৫ আন্ত:মন্ত্রণায়ের মধ্যে যোগাযোগ (শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়);

৪.৪ ঝুঁকিসমূহ:

৪.৪.১ প্রকল্পটি একটি ইনোভেটিভ এবং এজাইল প্রকৃতির প্রকল্প হওয়ায় সাধারণভাবে অন্যান্য প্রকল্পের সাথে এর পার্থক্য আছে;

৪.৪.২ যা অনেক সময় সবার কাছে সহজে বোধগম্য হয় না।

৪.৪.৩ প্রকল্প শেষে কমপ্লায়েন্স কার্যক্রম, বাজার উন্নয়ন, টেকনোলজি সেন্টার পরিচালনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় সহযোগিতা বন্ধ হলে;

৪.৪.৪ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এ খাতসমূহে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি ব্যহত হতে পারে; যা এ খাতের কর্মসংস্থান সৃষ্টির নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে;

৪.৪.৫ এছাড়া, সাভার ট্যানারী স্টেট-এ অবস্থিত ট্যানারীসমূহ LWG সার্টিফাইট না হওয়া পর্যন্ত চামড়া, চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি প্রত্যাশাপূরণ নাও হতে পারে;

৪.৪.৬ প্রকল্প শেষে এ্যাসোসিয়েশন সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব;

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ নিম্নে আলোচনা করা হলো

৫.১ প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতির তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ২৯.৭%। পরবর্তী অর্থ বছরে (২০১৮-২০১৯) এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ৫৯.০% এবং তৃতীয় অর্থ বছরে (২০১৯-২০২০) এর ভৌত অগ্রগতি হয়েছে ৬২.৯%। অগ্রগতির বিশ্লেষণে বলা যায় প্রকল্পটির শুরুতে অগ্রগতি কম হলেও বর্তমানে ক্রমবর্ধমানহারে বাড়ছে, তবে লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণরুপে অর্জন করা সম্ভব হযনি।

৫.২ প্রকল্পটির বাস্তবায়নের শুরুতেই ডিপিপি-তে কিছু অসংগতি পরিলক্ষিত হয় এবং প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তা সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে। প্রকল্প সংশোধনের জন্য ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং প্রায় ৮ মাস পর ১৬ আগস্ট ২০১৯ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়; অর্থাৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যত শুরু হয় আগস্ট ২০১৯ থেকে যা ১ বছরেরও অনেক কম সময়। এজন্য প্রকল্পের অর্থ ব্যয় কম হয়েছে। অন্যদিকে চারটি টেকনোলজি সেন্টার এর ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন, নির্মাণ, তদারকি ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্য ব্যয় মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪১.১৩%। ২ টি টেকনোলজি সেন্টারের জন্য জমি বরাদ্দ পাওয়া গেছে এবং এ বাবদ অর্থ ব্যয় হয়েছে। এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করতে তুলনামূলক দেরি হওয়ায় এই খাতে ব্যয় কম হয়েছে।

৫.৩ প্রকল্পটি এই সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের Environmental, Social Quality and Improvement এর জন্য এ্যাসেসমেন্ট করবে বা Gap Analysis করবে এবং এ্যাসেসমেন্ট এর ফলাফলের ভিত্তিতে এই সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে সহযোগিতা প্রদান করবে যেমন: প্রশিক্ষণ প্রদান, ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান এবং বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান। এর ফলে ঐ সকল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহ উৎপাদনে বহুমূখীকরণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যিক চেইনে প্রবেশ করতে পারে।

৫.৪ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা প্রাথমিক অবস্থায় ছোট্র পরিসরে কার্যক্রম শুরু করে। একদিকে যেমন তাদের প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে অন্যদিকে বিভিন্ন সমস্যার কারণে উন্নত পরিবেশে কারখানা স্থানান্তর করা সম্ভব হয় না। ফলে পরিবেশের ছাড়পত্র না পাওয়ার কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

৫.৫ প্রকল্পটি নির্দিষ্ট চারটি সেক্টরের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশন এই প্রকল্পের জন্য একটা গরুত্বপূর্ণ Stakeholders। কিন্তু কিছু কিছু এ্যাসোসিয়েশন আছে যারা সাংগঠনিকভাবে দুর্বল, আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং দক্ষতার অভাব বিদ্যমান। ফলে তাদের পক্ষে Sustainability অর্জন সম্ভব নয়।

৫.৬ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প থেকে সহযোগিতা পেতে হলে বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশন এর সদস্য হতে হবে। সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহের কাজের গুণগত মান ও শিল্পের পরিবেশ যাচাই করা হয়। সুতরাং এই যাচাইয়ের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব হতে পারে বলে শিল্পের প্রতিনিধিরা মনে করেন।

৫.৭ যে সকল ক্রয় প্যাকেজের কার্যক্রম HOPE অনুমোদনক্রমে করা হয়েছে তা ডিপিপি'র ক্রয় পদ্ধতি এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি অনুযায়ী হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তবে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক থাকতে হবে।

৫.৮ ESQ উন্নয়নের জন্য ম্যাচিং গ্রান্ট [(ESQ) কার্যক্রমের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে তার কিছু অংশ প্রকল্প অনুদান হিসাবে দিবে এবং কিছু অংশ কারখানা বহন করবে] দেয়ার জন্য একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ফান্ড দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করেছে যেমন: ফর্ম বিতরণ এবং সংগ্রহ ইত্যাদি। প্রকল্প অফিস ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আলাদা ওয়েবসাইট থাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহের সমস্যা হচ্ছে।

৫.৯ সচেতনতামূলক সেশন কারখানার শ্রমিকদের সচেতন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। একদিকে যেমন মালিক শ্রমিকের সম্পর্ক উন্নত হবে ও কাজের পরিবেশ উন্নত হবে, ফলে উৎপাদন বাড়বে। সেশনের স্ক্রিপ্ট থেকে দেখা যায় ১টি ইভেন্টে অনেক বেশী তথ্য থাকে যা তাদের জন্য মনে রাখা কষ্টকর হয়।

৫.১০ প্রকল্পের আওতায় ৪টি টেকনোলজি সেন্টার স্থাপন করা হবে এবং টেকনোলজি সেন্টারগুলো ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য কোম্পানি গঠন করা হবে। প্রকল্প শেষে টেকনোলজি সেন্টারগুলো গঠিত কোম্পানিসমূহ নিজস্ব আয়-ব্যয় ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। তবে টেকনোলজি সেন্টারগুলো পরিচালক পর্ষদ কিভাবে নির্বচিত হবে, এর গঠনতন্ত্র কী হবে, কিভাবে আয় ব্যয় হবে, মেম্বার হওয়ার শর্তসমূহ এবিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নাই।

৫.১১ প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন শিল্প ক্লাস্টারভিত্তিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ স্ব-স্ব ক্লাস্টারে উক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ক্লাস্টারভিত্তিক গঠিত পরিচালনা পরিষদের মাধ্যমে নিজস্ব আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। তবে শিল্প ক্লাস্টারভিত্তিক অবকাঠামোগত পরিচালক পর্ষদ কিভাবে নির্বচিত হবে, এর গঠনতন্ত্র কী হবে, কিভাবে আয় ব্যয় হবে, মেম্বার হওয়ার শর্তসমূহ এবিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নাই।

৫.১২ প্রকল্পের মাধ্যমে নির্ধারিত কারখানাসমূহে ইএসকিউ (ESQ) বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য যে বিষয়সমূহ সামাজিক কমপ্লায়েন্স হিসাবে আলোচিত হয়েছে বা স্ক্রিপ্ট তৈরী করা হয়েছে সেখানে শিশুশ্রম বিষয়টি নাই। কারখানা থেকে সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় কারখানায় শিশু শ্রম বিদ্যমান। কারখানায় শিশুশ্রম সামাজিক কমপ্লায়েন্স এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৫.১৩ প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি রিভিউ এর মাধ্যমে জানা যায় যে, ডিপিপি/আরডিপিপি তৈরী করার সময় Exit Plan তৈরী করা হয়নি। তবে প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় টেকনোলজি সেন্টার স্থাপনের Feasibility study of Technology Centres এ্যাসেসমেন্ট চলছে। এ্যাসেসমেন্ট এর রিপোর্ট এর ভিত্তিতে পরবর্তীতে Exit Plan তৈরী করা হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশ ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশসমূহ

৬.১.১ প্রকল্পের কার্যক্রম এর ক্রমবর্ধমানহারে অগ্রগতি ধরে রাখা এবং অগ্রগতিকে আরো বেশী গতিশীল করার জন্য সার্বিক লক্ষ্যমাত্রাকে বছরভিত্তিক বিভক্ত করে পরিকল্পনামফিক বাস্তবায়ন করতে হবে।

৬.১.২ যেহেতু ইতোমধ্যে ২টি জমির বরাদ্দ পাওয়া গেছে তাই টেকনোলজি সেন্টারের ভূমি উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়ন করা এবং ডিজাইন ড্রয়িং ও ঠিকাদারি (নির্মাণ কাজের) প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করা যেতে পারে।

৬.১.৩ বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসমূহকে এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোন (EPZ) অথবা অর্থনৈতিক অঞ্চল (Economic Zone) এলাকায় প্লট/ফ্লাট এর ব্যবস্থা করা। এর মধ্য দিয়ে কমপ্লায়েন্স (compliance) সংক্রান্ত শর্তের বিষয়গুলো সহজে সমাধান করা সম্ভব হবে। ফলে তারা বৈদেশিক বাণিজ্যের চেইনে সহজে প্রবেশ করতে পারবে।

৬.১.৪ এ প্রকল্পের অর্ন্তভূক্ত যে সব ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রয়েছে সেগুলোর পরিবেশগত, সামাজিক, গুণগত ও মানোন্নয়ন (ESQI) এর বিষয়টি এ্যাসেসমেন্ট করার পর যাতে এগুলো বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা। এছাড়া এ শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সার্বিক মাত্রায় প্রশিক্ষণ দিয়ে ম্যাচিং গ্রান্ট এর বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৬.১.৫ বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, তথ্য আদান প্রদান ও তাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

৬.১.৬ সমিতি বা এ্যাসোসিয়েশন এর সদস্য হওয়ার জন্য কাজের গুণগত মান ও শিল্পের পরিবেশ যাচাই করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সদস্য যাচাই প্রক্রিয়াটি যাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের উর্ধ্বে থাকে সে বিষয়ে নজর দেয়া দরকার।

৬.১.৭ ক্রয়কারী সংস্থাকে সরকারি প্রকিউরমেন্ট বিধি ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৬.১.৮ ERF গ্রান্ট এর জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অফিসের ওয়েবসাইট এর সাথে প্রকল্প অফিসের ওয়েবসাইটের লিংকের ব্যবস্থা করা।

৬.১.৯ কারখানার শ্রমিকদের জন্য আরো বেশী সচেতনতামূলক সেশনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেমন- ওভারটাইম, পিপিই, দুর্ঘটনায় করণীয় কার্যপদ্ধতি, নিয়োগপত্র ও যৌন হয়রানি-সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আরও সেশনের (বুস্টার ডোজ) আয়োজন করতে হবে ।

৬.১.১০ শ্রমিকদের মেধা মনন, সেশনের সময় এবং কাজের অবস্থা বিবেচনা করে তথ্য সমূহকে সংক্ষিপ্ত করে এগুলোকে ভ্যিজুয়াল (Visual) মাধ্যমে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬.১.১১ বিভিন্ন সেক্টর অ্যাসোসিয়েশনসমূহের মাধ্যমে ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য একটি গাইডলাইন তৈরী করা প্রয়োজন;

৬.১.১২ প্রকল্পের আওতায় ৪টি টেকনোলজি সেন্টারের একটা প্রজেকশন করা প্রয়োজন এবং টেকনোলজি সেন্টারগুলো ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য কোম্পানি গঠন করার ক্ষেত্রে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং এ বিষয়ে গাইড লাইন তৈরী করতে হবে।

৬.১.১৩ শিল্প ক্লাস্টারভিত্তিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ স্ব-স্ব ক্লাস্টারে উক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য ক্লাস্টারভিত্তিক পরিচালনা পরিষদ গঠন করার ক্ষেত্রে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং একটি গাইড লাইন তৈরী করতে হবে।

৬.১.১৪ শিশুশ্রম বিষয়টি কারখানাসমূহে ইএসকিউ (ESQ) বিষয়ে সচেতনতামূলক স্ক্রিপ্টে অন্তর্ভূক্ত করা এবং বিষয়টি যে কোন একটি পদ্ধতির (গান, নাটক, গাম্ভিরা) মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.১.১৫ Feasibility study of technology centres এর প্রতিবেদন পাবার পরে প্রকল্পের Exit Plan তৈরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার: রপ্তানি উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এই ধরনের এটি প্রথম প্রকল্প। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় চারটি শিল্প খাতকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই ব্যাপকভিত্তিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে নির্বাচিত শিল্পখাত সমূহের বহুমাত্রিক সমস্যা সমাধানে কাজ করবে। প্রকল্পটি শুরুতেই সংশোধন করা হয়েছে ফলে প্রায় ৮মাস দেরীতে কাজ শুরু করতে হয়েছে। অপরদিকে, প্রকল্পের জন্য চারটি টেকনোলজি সেন্টারের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন এবং বিভিন্ন শ্রেণির অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সময় ব্যয় হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদনের পর কাজের ক্ষেত্রে গতিশীলতা এসেছে। কাজের এই গতিশীলতা ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত করলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের শেষ নাগাদ একটি মধ্যম মেয়াদী এ্যাসেসমেন্ট হবে এবং এ্যাসেসমেন্ট ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনে সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হতে পারে। প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের বিচারে এটি একটি গতিশীল (Agile) ও নতুন ধরনের (innovative) প্রকল্প। সে কারণে গতিশীল বা এজাইল প্রকল্প ব্যবস্থাপনার বেস্ট প্র্যাকটিস্ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সুযোগ রাখা হয়েছে যা আন্তর্জাতিক বাজার ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হবে। ফলে পণ্যের বহুমুখীকরণ হবে, নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি আয় বাড়াতে সহায়ক হবে।

পরিশিষ্ট -১

পিআইসি ও পিএসসি মিটিং এর সিদ্ধান্তসমূহ ও বাস্তবায়ন অবস্থা

বিগত পিএসসি মিটিং সমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১ম মিটিংঃ ০১-০৩ -২০১৮

ক্রমিক.#	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন
১	EC4J প্রকল্পের বাস্তবায়ন সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সন্তোষজনক পর্যায়ে চলছে।
২	প্রকল্পের কার্যক্রমের কোন পরিবর্তন বা সংশোধন করার পূর্বে পরিকল্পনা কমিশনের অনুমতি নিতে হবে। যা ভবিষ্যতে প্রকল্প সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	বাস্তবায়িত
৩	বিপিসি থেকে তিন জন প্রতিনিধি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন
৪	প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিদেশে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিদেশ ভ্রমনণর ব ব্যবস্থা করা।	অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিদেশ ভ্রমণর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২য় মিটিংঃ ১৬-০৮ -২০১৮

ক্রমিক#	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন
১	EC4J প্রকল্পের অনুমোদিত ডি পি পি সংশোধন করতে হবে এবং তা অতি দ্রুত আরম্ভ করতে হবে।	সংশোধিত ডি পি পি পরিকল্পনা কমিশনে ৯/১/২০১৯ তারিখে জমা দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে সংশোধিত ডিপিপি পরবর্তী একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য ব্যবস্থা করছে।
২	অতিরিক্ত ৪ জন পরামর্শক Land Management Specialist, Procurement Specialist-2, Executive Officer (Finance & Admin), Executive Officer (ICT & Logistics). Executive Officer (Communications & Public Relations) পরিকল্পনা কমিশনের অনুমতি ক্রমে ডিপিপি সংশোধনের পূর্বে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।	পিআইইউ এই প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করার পর পরিকল্পনা কমিশন সংশোধিত ডিপিপিতে তা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। পিআইইউ পরিকল্পনা কমিশনে পরামর্শমত সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৩	২০১৮-২০১৯ সালের কর্মপরিকল্পনা সময় নির্ধারণ করে আরও বাস্তবসম্মত করে প্রস্তুত করে জমা দেওয়া।	২০১৮-২০১৯ সালের কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য জমা দেওয়া হয়েছে।
৪	ডিটিসি এবং জিইটিসি স্থাপনের জন্য জমি ক্রয়/জমি অধিগ্রহণ দ্রুত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।	ডিটিসি এবং জিইটিসি স্থাপনের জন্য জমি ক্রয়/জমি অধিগ্রহণ দ্রুত করার জন্য বিভিন্ন ভাবে করা হচ্ছে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ যথাসম্ভব এড়িয়ে সরকারের অর্থনৈতিক অঞ্চল, হাইটেক পার্ক, সংশ্লিষ্ট বিসিক শিল্প নগরী সমূহে ভূমির প্রাপ্যতার বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।
৫	২০১৮-২০১৯ সালের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে।	২০১৮-২০১৯ সালের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন করেছে। পি আই ইউ ২০১৮-২০১৯ সালের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেছে।
৬	সংশোধিত ডি পি পি প্রস্তুতের জন্য স্বল্পকালীন পরামর্শক নিয়োগ দেওয়ার জন্য অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং তা দ্রুত নিয়োগ দেওয়া হবে। এই বিষয় সংশোধিত ডি পি পিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।	পিআইইউ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করেছে। পরিকল্পনা কমিশন পরামর্শক নিয়োগ বাতিল করে অভ্যন্তরীণ ভাবে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে।
৭	প্রকল্প পরিচালক (অথবা তার প্রতিনিধি) LSBPC, LEPBPC and PPBPC র নির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।	প্রকল্প পরিচালক (অথবা তার প্রতিনিধি)LSBPC, LEPBPC and PPBPC র নির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৮	একজন ডিপিডি এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক পিএসসি সভায় এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	বাস্তবায়িত

৩ য় মিটিং: ২৭-০৫ -২০১৯

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন

১	EC4J প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি সংশোধন করতে হবে এবং তা অতি দ্রুত আরম্ভ করতে হবে।	সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে ৯/১/২০১৯ তারিখে জমা দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে সংশোধিত ডি পি পি ১৬ জুলাই ২০১৯ একনেক সভায় অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ২৮ অগাস্ট ২০১৯ তারিখ মন্ত্রণালয় থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। উপস্থাপনের জন্য ব্যবস্থা করছে। সংশোধিত ডি পি পি অনুমোদন পেতে ৮ মাস সময় লেগেছে।
২	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা তরান্বিত করতে হবে।	পি আই ইউ বিভিন্ন ভাবে কর্মপরিকল্পনা তরান্বিত করার কাজ করছে। বিগত অর্থ বছরে ৬০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৩	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, পিআইইউ এবং বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধির সমন্বয়ে দুই ব্যাচে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভিয়েতনাম ভ্রমণের ব্যবস্থা করা।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, ইআরডি, পিআইইউ এবং বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধির সমন্নয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভিয়েতনাম এবং থাইলান্ড ভ্রমণের ব্যবস্থা করা করা হয়।
৪	পি এই ইউ তিনটি আন্তর্জাতিক ক্রয় প্রস্তাব (ই আর এফ ফার্ম, পিফিক এবং জি ই সি টি ফিজিবিলিটি ফার্ম) মন্ত্রণালয় /সিসিজিপি থেকে অনুমোদিত হওয়ার পর কার্যাদেশ দেয়ার ব্যবস্থা করবে।	পি এই ইউ তিনটি আন্তর্জাতিক ক্রয় প্রস্তাব (ই আর এফ ফার্ম, পিফিক এবং জি ই সি টি ফিজিবিলিটি ফার্ম) মন্ত্রণালয় /সিসিজিপি থেকে অনুমোদিত হওয়ার পর কার্যাদেশ দেয়া হয় এবং চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।
৫	বিপিসি তিনটি প্যাকেজের কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা করা। বিপিসি যদি সক্ষম না হয় তবে পিআইইউ অন্য কোন ভাবে কাজ করার শেষ করার ব্যবস্থা করবে।	বি পি সি এই প্রকল্পে কাজ করতে আগ্রহী নয়। পি আই ইউ বিশ্ব ব্যাংকের সাথে আলোচনা করে অন্য ভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবে।
৬	পিআইইউ কম্পোনেন্ট কো-অর্ডিনেটর-৩ ও টেকনিক্যাল স্পেসিয়ালিস্ট নিয়োগের ব্যবস্থা করবে	ইতোমধ্যে কম্পোনেন্ট কো-অর্ডিনেটর-৩ ও টেকনিক্যাল স্পেসিয়ালিস্ট নিয়োগ করা হয়েছে এবং উভয়ে কাজে যোগদান করেছে।

৪র্থ মিটিং ০৫-০৯ -২০১৯

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন
১	কম্পনেন্ট ১ আওতায় বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বি পি সি) কাজ করতে আগ্রহী নয়।	বিজনস প্রমোশন কাউন্সিল (বি পি সি) এই প্রকল্পে কাজ করতে আগ্রহী নয়।
২	ছয়টি ক্রয় প্রস্তাব [1. Module development (Basic & Specialized) conduct ToT and ESQ Certification/ Accreditation Develop System for 4 Sectors; 2. Basic Training on ESQ through Association; 3. Specialized Training on ESQ; 4. Coordination and Communication Consultation for leather, leather goods & Footwear Sector by Leather Sector BPC; 5. Coordination and Communication Consultation for Light Engineering and Electronics Sector By Light Engineering Sector BPC; 6. Coordination and Communication Consultation for Plastics Sector by Plastics Sector BPC] একটি ক্রয় প্রস্তাবের আওতায় কাজ করার বিষয় আলোচনা করা হয়। পি আই ইউ এ বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে আলোচনা করতে পারে।	ইতোমধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের জন্য পাঠানো হয়েছে।
৩	১৬ জুলাই ২১০৯ সালের একনেক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো কে(ই পি বি) অনুরোধ করা হবে আলাদা করে একটি প্রকল্প প্রস্তুত করার জন্য জার মধ্যে কৃষি পণের সাথে পাট এবং পাট জাত পণ্য অন্তর্ভুক্ত করতে। ৩.২ ই আর ডি কে অনুরোধ করা হবে ইপিবি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্পের জন্য তহবিলের ব্যবস্থা করার জন্য।	এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং একটি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে, যা একনেক সভায় অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব আকারে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪	পি এই ইউ তিনটি আন্তর্জাতিক ক্রয় প্রস্তাব (ই আর এফ ফার্ম, পিফিক এবং জি ই সি টি ফিজিবিলিটি ফার্ম) মন্ত্রণালয় /সিসিজিপি থেকে অনুমোদিত হওয়ার পর কার্যাদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।	ই আর এফ ফার্ম কে কারযাদেশ দেওয়া হয়েছে, সিসিজিপি থেকে পি ফিক ফার্ম এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। জি ই সি টি

		ফিজিবিলিটি ফার্মকে কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে এবং তারা কাজ আরাম্ভ করেছে।
৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ে দুই জন সার্বক্ষণিক ডি পি ডি পদায়নের জন্য অনুরোধ করে পত্র দিতে হবে।	ইতোমধ্যে দুই জন ডি পি ডি যোগদান করেছেন

৫ম মিটিং ১৯-০১ -২০২০

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন
১	চট্টগ্রাম মিরেরসরাই বঙ্গ বন্ধু শিল্পনগরে GETC-1 ৫০ বছরের জন্য ১০ একরের প্লট লিজের জন্য বেজার অনুকূলে ১২১৪০৫৮ মার্কিন ডলার মূল্য পরিশোধের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।	লিজ মূল্য পরিশোধের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে বিল দাখিল করা হয়েছে।
২	কালিয়াকইর বঙ্গ বন্ধু হাইটেক সিটিতে GETC-2 স্থাপনের জন্য লিজ ক্রিত জমির জন্য 19,73,232.49 ১৯,৭৩,২৩২ মার্কিন ডলার (ভ্যাট ছাড়া) পরিশোধের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।	লিজ মূল্য পরিশোধের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে বিল দাখিল করা হয়েছে।
৩	GETC-3.স্থাপনের লক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ১০ একর জমির জন্য বিসিক কেমিকাল পল্লিতে জমি বরাদ্দের জন্য পত্র দিতে হবে।	জমি বরাদ্দের জন্য কার্যক্রম চলমান
৪	গাজিপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার কেটন মৌজায় ডি টি সি স্থাপনের লক্ষ্যে কমিটি জমি নির্ধারণ করেছে	জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আই ইউ
৫	বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে গ্রান্ট আডভাইজারী কমিটি পুনর্গঠিত করা হবে	বাস্তবায়িত
৬	চারটি টেকনোলোজি সেন্টারের স্থাপত্য ডিজাইন চূড়ান্ত করার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল প্রস্তুত কর হবে।	বাস্তবায়নাধীন
৭	পি আই সি সভা গ্রান্ট আডভাজারী কমিটি (গাক) কমিটি, বিশেষজ্ঞ প্যানেল সদস্যদের জন্য সন্মানির দেওয়ার জন্য নীতিগত একমত হয়েছেন।	বাস্তবায়নাধীন
৮	আগামী কোরবানি ঈদে বিভিন্ন টি ভি চ্যানেলে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে চামড়া অপসারণ করার বিজ্ঞাপন প্রচার করার ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে লেদার এসোসিয়েশসন এর সাথে আলোচনা করার ব্যবস্থা করতে হবে।	বাস্তবায়নাধীন

বিগত পি আই সি মিটিং সমুহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

১ম মিটিংঃ ০৮-০৮ -২০১৮

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন
১	EC4J প্রকল্পের বাস্তবায়ন সন্তোষজনক পর্যায়ে নেওয়ার তাগিদ।	বাস্তবায়িত
২	একজন ডি পি ডি এবং প্রকল্প কর্মকর্তা পি আই সি মিটিং এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	বাস্তবায়িত
৩	২০১৮-২০১৯ সালের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত এবং সংশোধিত এ ডি পি প্রস্তুত করে পরবর্তী পি এস সি মিটিং এ উপস্থাপন করতে হবে।	বাস্তবায়িত
৪	পরবর্তী পি এস সি মিটিং শীঘ্রই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।	বাস্তবায়িত

২য় মিটিংঃ ০৯-১২ -২০১৮

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন
১	EC4J প্রকল্পের অনুমোদিত ডি পি পি সংশোধন করতে হবে এবং সংশোধিত ডি পি পি আগামি মিটিং এ উপস্থাপন করতে হবে।	পি আই ইউ বিশ্ব ব্যাংকের সাথে আলোচোনা করে সংশোধিত ডি পি পি প্রস্তত করেছে। পরবর্তীতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ব ব্যাংকের নিকট থেকে অনুমোদন নিয়েছে। আশা করা যায় আগামী ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে আর ডি পি পি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হবে ।
২	একজন ডি পি ডি এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক পি আই সি সভায় এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	বাস্তবায়িত
৩	২০১৮-২০১৯ সালের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত এবং সংশোধিত এ ডি পি প্রস্তুত করে পরবর্তী পি এস সি সভায় এ উপস্থাপন করতে হবে।	বাস্তবায়িত
৪	পরবর্তী পি এস সি সভা শীঘ্রই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।	বাস্তবায়িত

৩ য় মিটিংঃ ০৫-০৯ -২০১৯

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন
১	বর্তমান অর্থ বছরের বরাদ্দ বাস্তবতার নিরিখে সংশোধিত বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়ন করতে হবে।	বাস্তবায়িত
২	২০১৮-২০১৯ এর অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা সংশোধিত বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রনয়ন করতে হবে।	বাস্তবায়িত
৩	২০১৮-২০১৯ সালের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধিত বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রণয়ন করতে হবে।।	বাস্তবায়িত
৪	পরবর্তী পি এস সি মিটিং শীঘ্রইঅনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।	সময় মত পি এস সি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
৫	কম্পনেন্ট ১ আওতায় বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল (বি পি সি) কাজ করতে আগ্রহী নয়। এই বিষয়টি পি এস সি মিটিং এ আলোচনা করা হবে।	এ বিষয় পি এস সি আলচনা করা হয়। পিএস সি সভা অনুমোদন দিয়েছে।
৬	ছয়টি ক্রয় প্রস্তাব [1. Module development (Basic & Specialized) conduct ToT and ESQ Certification/ Accreditation Develop System for 4 Sectors; 2. Basic Training on ESQ through Association; 3. Specialized Training on ESQ; 4. Coordination and Communication Consultation for leather, leather goods & Footwear Sector by Leather Sector BPC; 5. Coordination and Communication Consultation for Light Engineering and Electronics Sector By Light Engineering Sector BPC; 6. Coordination and Communication	এই বিষয় ৫ মে ২০১৯সালে অনুষ্ঠিতপি এস সি সভায় আলোচনা করা হয়। পি এস সি সভায় অনুমোদন দেওয়ার পর পরিকল্পনা কমিশনের মতামতের জন্য পাঠানো হয়। পরিকল্পনা কমিশন প্রতিটা ক্রয় প্যাকেজ আলাদা করে বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব করেছে।

	Consultation for Plastics Sector by Plastics Sector BPC] একটি ক্রয় প্রস্তাবের আওতায় কাজ করার বিষয় আলোচনা করা হয়। পি আই ইউ এ বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে আলোচনা করতে পারে।	
৭	একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৃষি পণ্য এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পি এস সি সভায় আলোচনা করার অনুরোধ করা হয়।	পি এস সি সভায় কি ভাবে একনেক সভার সিদ্ধান্ত সুষ্ঠু ভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) আলাদা ভাবে কৃষি পণ্যের জন্য আলাদা প্রকল্প প্ণয়ন করবে। এই উপলক্ষে প্রকল্প প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য সচিব হবে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)।
৮	পি এই ইউ তিনটি আন্তর্জাতিক ক্রয় প্রস্তাব (ই আর এফ ফার্ম, পিফিক এবং জি ই সি টি ফিজিবিলিটি ফার্ম) মন্ত্রণালয়/সিসিজিপি থেকে অনুমোদিত হওয়ার পর কার্যাদেশ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।	বাস্তবায়িত
৯	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়েদুই জন সার্বক্ষণিক ডি পি ডি পদায়নের জন্য অনুরোধ করে পত্র দিতে হবে।	বাস্তবায়িত (দুই জন ডি পি ডি পদায়ন করা হয়েছে।

৪ র্থ পি আই সি মিটিংঃ ০২-১২-২০২০

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন
১	৬ টি ক্রয় প্রস্তাব আলাদা আলাদা ভাবে বাস্তবায়ন করা হবে (যা পূর্বে একটি প্যাকেজের আওতায় করার সিদ্ধান্ত ছিল)।	বাস্তবায়নাধীন
২	তিনটি ক্রয় প্রস্তাব (1. Module development (Basic & Specialized) conduct ToT and ESQ Certification/ Accreditation Develop System for 4 Sectors; 2. Basic Training on ESQ through Association; 3. Specialized Training on ESQ] যা বি পি সি কর্তৃক একক ভাবে করার কথা ছিল)। উক্ত তিনটি ক্রয় প্রস্তাব আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিযোগিতামূলক টেন্ডারের মাধ্যমে করা হবে। এই বিষয়টি আগামী পি আই সি সভায় আলোচনা করা হবে।	বাস্তবায়নাধীন
৩	বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে গ্রান্ট অ্যাডভাইজরী কমিটি পুনর্গঠিত করা হবে	বাস্তবায়িত
৪	চারটি টেকনোলোজি সেন্টারের স্থাপত্য ডিজাইন চূড়ান্ত করার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল প্রস্তুত কর হবে।	বাস্তবায়নাধীন
৫	জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি সেন্টার স্থাপনের জন্য সেক্টর আসসিয়েসন নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করা।	বাস্তবায়িত
৬	পি আই সি সভা গ্রান্ট অ্যাডভাইজরী কমিটি (গাক) কমিটি, বিশেষজ্ঞ প্যানেল ও ডি পি ডি সদস্যদের জন্য সন্মানি দেওয়ার জন্য নীতিগত একমত হয়েছেন। এই বিষয় নিয়ে পরবর্তী পি এস সি সভায় আলোচনা করা হবে।	বাস্তবায়নাধীন

পরিশিষ্ট -২

অডিটর্স রিপোর্ট

AUDITOR'S REPORT

Audit Completion Date: 08.10.2018

The Secretary
Ministry of Commerce
Bangladesh Secretariat
Dhaka.

I. We have audited the financial statement of **'Export Competitiveness for Jobs (E4J) Project'** financed under IDA as of 30th June, 2018 and for the year then ended. The preparation of the Financial Statement is the responsibility of management. Our responsibility is to express an opinion on the Financial Statement based on our audit.

II. We conducted our audit following International Standards on Auditing. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statement is free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures made in Financial Statement. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall Financial Statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

III. In our opinion, the Financial Statement gives a fair view, in all material aspects the financial position of **'Export Competitiveness for Jobs (E4J) Project'** financed under IDA as of 30th June, 2018 and the results of its operations and cash flows for the year then ended in accordance with the cash basis of accounting followed by the Government of Bangladesh.

IV. Opinion Status: Unqualified.

(Shahzahan Siraj)
Deputy Director
For Director General
Foreign Aided Projects Audit Directorate

পরিশিষ্ট -৩

ডাটা সংগ্রহের টুলস

সংযুক্তি-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইডি নং				

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

"এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবিক্ষণ এর

আর্থ-সামাজিক জরিপ প্রশ্ন পত্র *(সম্ভাব্য উপকারভোগী)*

সম্মতি পত্র

পরিচিতি ও গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা

আচ্ছালামু আলাইকুম/নমস্কার

আমি ----------।"উন্নয়ন ধারা" নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। উন্নয়ন ধারা, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা/জরিপ কার্য পরিচালনা করে আসছে। বানিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি জরিপ কার্যক্রমের জন্য এসেছি। আপনারা অবগত আছেন যে, এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) প্রকল্প বাংলাদেশ সরকারের ও বিশ্বব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষ থেকে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের নিবিড় পরিবিক্ষণ এর জন্য আপনাদের কারখানায় এসেছি।

গোপনীয়তা এবং সম্মতি: আমরা এই সাক্ষাতকারে উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের সেবা যেমন-প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক কার্যক্রম, নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি, দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি, কারখানার পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে কিছু জানতে চাইব।

আপনার প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং এই তথ্য সংগ্রহ করতে আমাদের আনুমানিক ৩০ মি সময় লাগবে। জরিপে অংশগ্রহনের জন্য আপনাকে কোন প্রকার জোর করা হবে না এবং আমরা আশা করছি আপনি স্বেচ্ছায় প্রশ্নোত্তর দিতে সম্মত হবেন, কেননা এই বিষয়ে আপনার মতামত আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কোন উত্তর না দিতে চাইলে আমাদেরকে বলবেন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব। এই জরিপে আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য আমরা আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনার কি এই জরিপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আছে? আমরা কি তাহলে শুরু করতে পারি ?

আমি কি আপনার সাক্ষাৎকার শুরু করতে পারি? হ্যাঁ----------1

না ----------2

সাক্ষাত প্রদানকারীর স্বাক্ষরমোবাইল নম্বর:

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর (যদি থাকে):

সাক্ষাত গ্রহনের তারিখ

দিন		মাস		বছর			

সাক্ষাতের বিষয়ে আপনার সম্মতির জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।

উত্তর দাতার নাম:	কারখানার ধরন:
পদবি:	কারখানার আইডি নাম্বার:
সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম:	স্বাক্ষর:
তদারককারীর নাম:	স্বাক্ষর:

১. আর্থ-সামাজিক বিষয়ে তথ্য:

ক্রমিক	প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	নির্দেশনা
১০১	উত্তর দাতার লিঙ্গ *(প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই, দেখে লিখুন)*	মহিলা 1 পুরুষ 2	
১০২	দয়া করে আপনার বয়স বলুন *(প্রয়োজনে জাতীয় পরিচয় পত্র দেখে নিশ্চিত হোন)*	(পূর্ণ বয়স লিখুন) ----------বছর	
১০৩	আপনি কোন শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন?	১ম -৫ষ্ঠ শ্রেণি 1 ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি 2 ৯ম -১০ শ্রেণি 3 এসএসসি 4 এইচএসসি 5 বিএ/মাস্টার্স 6 কখনো স্কুলে যাই নাই 7	
১০৪	বর্তমানে আপনার বৈবাহিক অবস্থা কি? (একটি মাত্র উত্তর হবে)	অবিবাহিত 1 → ১০৬ বর্তমানে বিবাহিত 2 বিধবা/বিপত্নিক 3 তালাক প্রাপ্ত/প্রাপ্তা/বিচ্ছিন্না 4 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
১০৫	আপনার সন্তান সংখ্যা কত?	১ জন 1 ২ জন 2 ৩ জন 3 ৪ জন ≥ 4 কোন সন্তান নাই 5	
১০৬	বর্তমানে আপনি/আপনার পরিবার কোথায় থাকেন ?	বস্তিতে 1 নিজ বাড়িতে 2 ভাড়া বাড়িতে 3 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
১০৭	আপনার পরিবারের আর কে কে আয়ের সাথে জড়িত? *(একাধিক উত্তর হতে পারে)*	বাবা/শ্বশুর 1 মা/শ্বাশুড়ি 2 ভাই/দেবর 3 বোন/ননদ 4 ভাবি/যা 5 স্বামী/স্ত্রী 6	
১০৮	বর্তমানে আপনার মাসিক আয় কত? (সকল উৎস থেকে একসাথে)	----------টাকা	
১০৯	বর্তমানে আপনার পরিবারের মাসিক আয় কত? *(সকলের মাসিক আয় এক সাথে হবে)*	----------টাকা	
১১০	বর্তমানে আপনার পরিবারের মাসিক ব্যয় কত? *(সকলের মাসিক ব্যয় এক সাথে হবে)*	----------টাকা	
১১১	আপনি কত দিন যাবৎ এই কারখানায় চাকুরি করেন?	----------বছর	

২. ইএসকিউ বিষয়ক সচেতনতা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ কারীদের তথ্য:

ক্রমিক	প্রশ্ন	উত্তর সহ কোড	নির্দেশনা
২০১	আপনি কী আপনার প্রতিষ্ঠানে EC4J প্রকল্প থেকে কোন সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেছেন?	হ্যাঁ 1 না 2	
২০২	হ্যাঁ হলে, উক্ত সচেতনতামূলক কার্যক্রম কত সময় ব্যাপি অনুষ্ঠিত হয়েছিল?	----------ঘন্টা----------মি:	
২০৩	আপনি কী মনে করেন আপনাদের শেখার জন্য এই সময় কাল (duration) ঠিক ছিল নাকি আরো বেশী সময়ের প্রয়োজন ছিল? *(উপরের উত্তরের সময় ধরে প্রশ্ন করুন)*	সময় যথেষ্ঠ ছিল 1 → ২০৫ সময় যথেষ্ঠ ছিল না 2	
২০৪	----------, কত সময়ের প্রয়োজন ছিল বলে আপনি মনে করেন?	----------	
২০৫	দিনের কোন সময়ে আপনাদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম করা হয়েছিল?	সকাল ১০-১১ টায় 1 লাঞ্চের পূর্বে 2 লাঞ্চের পরে 3 বিকাল (৫-৬ টায়) 4 ছুটির সময় 5	
২০৬	আপনি কী মনে করেন আপনাদের সচেতনতামূলক কার্যক্রমের জন্য এই (time of awareness) নির্ধারিত সময়টুকু সঠিক ছিল?	হ্যাঁ 1 → ২০৮ না 2	
২০৭	যদি না হয়, তবে কোন সময় হলে ভালো হয় বলে আপনি মনে করেন?	----------	
২০৮	সচেতনতামূলক কার্যক্রমে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল? *(একাধিক উত্তর হতে পারে)*	পিপিই সম্পর্কে 1 যৌন হয়রানি 2 মাতৃত্বকালীন ছুটি 3 নিয়োগ পত্র 4 দুর্ঘটনায় করনীয় 5 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
২০৯	কোন পদ্ধতিতে আপনাদের সচেতনমূলক সেশন করা হয়েছিল, কত সময়ব্যপী এবং কী কী শিখেছেন? *(একাধিক উত্তর হতে পারে)*	(নিচের টেবিল পূরণ করুন)	

কম্পোনেন্ট	সময়	কী কী বিষয় শিখেছেন ?
লেকচার		
নাটক		
গান		
গম্ভীরা		

২১০	এগুলোর মধ্যে কোন পদ্ধতিটি আপনার কাছে বেশী কার্যকরী বলে মনে হয়েছে?	লেকচার/বক্তৃতা 1 নাটক 2 গান 3 গম্ভীরা 4	

২১১	------ব্যতিত অন্য কোন পদ্ধতিতে সচেতনমূলক সেশন করা হলে আরো বেশী কার্যকর হতো বলে আপনি মনে করেন?	----------	
২১২	আপনি কি মনে করেন এই সচেতনতা মূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ফলে আপনাদের কাজের ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক পরিবর্তন	হ্যাঁ 1 না 2 →	২১৪
২১৩	'হ্যাঁ' হলে, কী কী ক্ষেত্রে অবদান রাখবে বলে আপনি মনে করেন ? *(একাধিক উত্তর হতে পারে)*	দুর্ঘটনা কমবে 1 সচেতন হবে 2 অধিকার সম্পর্কে সচেতন 3 কাজের পরিবেশ উন্নত হবে 4 উৎপাদন বাড়বে 5 অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)----------	
২১৪	'না' হলে, কেন মনে হয় এই সচেতনতামূলক কার্যক্রম কোন ইতিবাচক অবদান রাখবে না?	---------- ----------	
২১৫	কারখানায় যোগদানের পর আপনি কী কোন ধরনের অসুবিধার/সমস্যার সন্মূখীন হয়েছিলেন?	হ্যাঁ 1 না 2 →	২১৭
২১৬	'হ্যাঁ' হলে, কী কী সমস্যার সন্মূখীন হয়েছিলেন?	---------- ----------	
২১৭	বর্তমানে (সচেতনতামূলক সেশনের পর) কী কী সমস্যার সন্মূখীন হচ্ছেন?	---------- ----------	
২১৮	সচেতনতামূলক সেশনের ফলে কী কী উপকার হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?	**বিষয়** / **পূর্বে (√ দিন)** / **পরে (√দিন)** লিখিত নিয়োগ পত্র ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা ওভার টাইমের পাওনা যৌন নির্যাতন সুপারভাইজারদের দুর্ব্যবহার	
২১৯	আপনি কী মনে করেন এই ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম আরো বেশী প্রয়োজন?	হ্যাঁ 1 না 2 →	শেষ করুন
২২০	হ্যাঁ হলে, কেন বেশী প্রয়োজন বলে মনে করেন?	----------	

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী:

প্রশ্নপত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ গিয়ে থাকলে উত্তরদাতাকে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিকভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তরদাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

সংযুক্তি-২.১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য বিভিন্ন শ্রেনির কর্মকর্তাদের সাথে (পিডি, ডিপিডি, প্রকল্প ব্যস্থাপক) আলোচনার গাইডলাইন

i. **উত্তরদাতার নামঃ**

ii. **পদবীঃ**

১. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

২. প্রকল্প প্রণয়নে কোন ত্রুটি ছিল/আছে কী না? যদি ত্রুটি থাকে তবে কী কী ত্রুটি ছিল/আছে বলে আপনি মনে করেন এবং এর ফলে বাস্তবায়নে কী কী সমস্যা হচ্ছে;

৩. প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility study) করা হয়েছে কি না;

৪. প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, যদি দেরিতে নিয়োগ করা হয় তবে তার কারণসমূহ, প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং বদলি ইত্যাদি;

৫. প্রকল্পটি কী সংশোধন করা হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে তা'হলে সংশোধনের কারণ কী ছিল?

৬. বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে/হচ্ছে কী না;

৭. ভূমি অধিগ্রহণ এবং উন্নয়ন। যদি বিলম্ব হয় তবে কেন (প্রস্তাব দিতে বিলম্ব হয়েছে, জেলা প্রশসকের কার্যালয়ে বিলম্ব হয়েছে অথবা ব্যক্তি মালিকানা হলে ব্যক্তি দিতে চায় নাই/প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ ছিল না ইত্যাদি)

৮. প্রকল্পের লগফ্রেম অনুযায়ী ৯০,৬০০ টি নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, কিভাবে এবং কোন কোন সেক্টরে এই নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে বলে আপনি মনে করেন? প্রকল্পের কোন কোন কার্যক্রম এ ক্ষেত্রে অবদান রাখবে এবং এক্ষেত্রে কী কী বাধাঁ হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৯. প্রকল্প শেষে ৪.১ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় বাড়বে, আপনারা কীভাবে এই প্রজেকশন (টার্গেট) করলেন, এক্ষেত্রে কোন কোন ইন্ডিকেটরের ভিত্তিতে এই প্রজেকশন করা হয়েছে? এক্ষেত্রে কোন কোন কার্যক্রম ইতিবাচক এবং কী কী বাঁধা হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

১০. আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প শেষে রপ্তানি বাজারে (৫০১-৬৪৭) বা ১৪৬ টি ফার্ম প্রবেশ করবে? কীভাবে এই প্রজেকশন (টার্গেট) করলেন, এক্ষেত্রে কোন কোন ইন্ডিকেটরের ভিত্তিতে এই প্রজেকশন করলেন? কোন কোন কার্যক্রম ইতিবাচক এবং কোন কোন কার্যক্রম বাধা হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

১১. প্রকল্পের PIC/PIU and Steering Committee meeting ডিপিপি অনুযায়ী হয়েছে কি না এবং আলোচ্য বিষয়সমূহ, সিদ্ধান্ত এবং সেগুলো বাস্তবায়ন হয় কী না;

১২. প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি এবং অংগভিত্তিক বাস্তবায়নের অগ্রগতি (ভৌত ও আর্থিক);

১৩. প্রকল্পের অগ্রগতি পরিকল্পনা অনুযায়ী হলে তার কারণ এবং না হলে ও তার কারণ সমূহ?

১৪. অনুমোদিত নকশা পর্যালোচনা, দরপত্র মূল্যায়ন, কৃতকার্য দরদাতা অনুকুলে ইস্যুকৃত কার্যাদেশ ও তদসংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক কার্যপরিধিতে বর্ণিত কার্যাবলী বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা;

১৫. নির্বাচিত দরদাতাদের ব্যাংক গ্যারান্টি ব্যাংক থেকে আসল/নকল যাচাই করা হয়েছে কি না?

১৬. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিপিএ -২০০৬ / পিপিআর -২০০৮ অনুসরণ ও প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা;

১৭. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প বাস্তবায়ন অর্থাৎ পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণসহ অন্যান্য দিক

বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

১৮. প্রকল্পটির অনুমোদিত ডিপিপি / আরডিপিপি প্রদত্ত নকশা ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কাজগুলোর গুণগত মান এবং পরিমাণ যাচাই করা;

১৯. লগফ্রেম Time bound, input output relation, measureable indicator realistic;

২০. প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ;

২১. প্রকল্পের মালামাল, ইকুইপমেন্ট, জনবল ও সেবা সংগ্রহে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা? এ সংক্রান্ত ডকুমেন্টের কপি আছে কি?

২২. প্রকল্পের বাস্তবায়নের সময় এর বিভিন্ন কাজের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে নিজস্ব পরিবীক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি না? হয়ে থাকলে তার কোন Checklist/Data Instrument আছে কি?

২৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কোন Project Implementation team গঠন করা হয়েছিল কি না?

২৪. এ প্রকল্পের কোন exit plan তৈরী করা হয়েছে কিনা? থাকলে তার সবল ও দুর্বল দিক আলোচনা করুন।

২৫. আপনারা কি মনে করেন এই প্রকল্প থেকে যে সকল সেবার ফলে কারখানার পরিবেশ আরো উন্নত হবে এবং বানিজ্যে আরো বেশী শিল্প প্রবেশ করতে পারবে?

২৬. আপনার প্রকল্পটি IMED এর PMIS যুক্ত হয়েছে কি না? যদি হ্যাঁ হয় তবে প্রতি মাসে আপডেট করা হয় কি না? না হলে কেন করেন না?

২৭. এই প্রকল্প সর্ম্পকে আপনাদের আরো কিছু মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন।

২৮. থিউরি অফ চেঞ্জ আছে কি না?

২৯. প্রকল্পের WBS করা হয়েছে কি না?

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী:

প্রশ্নত্রটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ গিয়ে থাকলে উত্তরদাতাকে আবার ও জিজ্ঞাসা করুন এবং উত্তরসমূহ সঠিকভাবে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তরদাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

সংযুক্তি-২.২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য Association এর প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার গাইডলাইন

i. **উত্তরদাতার নামঃ**

ii. **উত্তর দাদাতর লিঙ্গ:**

iii. **এসোসিয়েশনের নাম:**

iv. **সেক্টরের নাম:**

v. **পদবীঃ**

১. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

২. প্রকল্পের সাথে আপনারা কিভাবে জড়িত হলেন এ ব্যাপারে কিছু বলুন?

৩. আপনি কি মনে করেন এ প্রকল্পের ফলে কারখানার সামাজিক, পরিবেশ এবং পন্যের গুণগতমান আরো উন্নত হবে ?

ক. যদি হ্যাঁ হয় তবে কেন মনে হয়?

খ. যদি না হয় তবে কী কী বাধা হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

৪. আপনি কী মনে করেন এ প্রকল্পের ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রপ্তানি বানিজ্যে প্রবেশ করতে পারবে?

ক. যদি হ্যাঁ হয় তবে কেন মনে হয়?

খ. যদি না হয় তবে তবে কী কী বাধা হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৫. এই সকল কারখানায় এনভারমেন্টাল, সোস্যাল ও কমপ্লাইন্স বাস্তবায়নে আপনাদের Association এর ভূমিকা কী?

৬. আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রের সুযোগ তৈরী হবে? যদি হ্যাঁ হয় তবে কেন মনে হয় এবং যদি না হয় তবে কী কী বাধা হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৭. আপনি কী মনে করেন, এই প্রকল্পের ফলে কারখানার শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বাড়বে? কী কী কাজের ফলে দক্ষতা বাড়বে বলে আপনি মনে করেন?

৮. আপনি কী মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে নতুন নতুন কোম্পানি রপ্তানি বাজার গ্লোবাল ভ্যালুচেইন (জিবিসি) সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত হবে?

৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের সবল ও দুর্বল দিকগুলো সর্ম্পকে আপনার মতামত বলুন।

১০. প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কোন কৌশলগত দুর্বলতা আছে কি? থাকলে কি কি ?

১১. এই প্রকল্প সর্ম্পকে আপনার আরো কিছু মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন।

ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন

সংযুক্তি-২.৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

শিল্প কারখানার মালিক পক্ষের সাথে আলোচনার গাইডলাইন

i. উত্তরদাতার নামঃ

ii. উত্তর দাদাতর লিঙ্গ:

iii. সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম:

iv. পদবীঃ

১. প্রকল্প সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

২. প্রকল্পের সাথে আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান কিভাবে সম্পৃক্ত হলো এ ব্যাপারে কিছু বলুন?

৩. আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্প থেকে যে সকল সম্ভাব্য সেবা দেয়া হবে সেগুলো বাস্তবায়ন হলে কারখানার সামাজিক, পরিবেশগত এবং কমপ্লায়েন্স বিষয় সমূহ আরো উন্নত হবে বলে আপনি মনে করেন? হ্যাঁ হলে কেন মনে হয়? না হলো কেন মনে হয়? কোন কোন বিষয় বাধা হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

৪. আপনি কী মনে করেন কমপ্লায়েন্স সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সমাধান করলে আপনার কারখানা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করতে পারবে? যদি হ্যাঁ হয় তবে কেন মনে হয় এবং যদি না হয় তবে কেন/কী কী বাধা হতে পারে?

৫. আপনি কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে আপনার কারখানায় নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রের সুযোগ তৈরী হবে? যদি হ্যা হয় তবে কিভাবে হবে? যদি না হয় তবে বাঁধা সমূহ কী কী হতে পারে?

৬. EC4J প্রকল্প থেকে সাম্প্রতি সামাজিক, পরিবেশগত এবং কমপ্লায়েন্স বিষয় সমূহ সচেতনমূলক সেশনের আয়োজন করা হয়েছিল, এ সেশনে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে? আপনি কী মনে করেন এই সচেতনমূলক সেশনের ফলে কারখানার শ্রমিক, সুপারভাইজার ও ব্যবস্থাপকদের কোন উপকার হয়েছে? যদি হ্যাঁ হয় তবে কী কী উপকার হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? যদি না হয় তবে কী কী বাধা ছিল/আছে বলে আপনি মনে করেন?

৭. এ সেশনের ফলে কারখানার পরিবেশ এবং উৎপাদনে কোন ইতিবাচক/নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে কিনা?

৮. আপনি কী মনে করেন যে এই প্রকল্পের ফলে আপনার কারখানার শ্রমিক, সুপারভাইজার ও ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে? যদি হ্যাঁ হয়, তবে কিভাবে হবে? যদি না হয় তবে বাঁধা সমূহ কী কী হতে পারে?

৯. আপনি কী মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে নতুন নতুন কোম্পানি/আপনার কারখানা বাজার ভ্যালুচেইন সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত হবে? যদি হ্যাঁ হয়, তবে কেন মনে হয়?

১০. আপনি কি মনে করেন এনভায়রমেন্ট, সোসাল এন্ড কোয়ালিটি (ইএসকিউ) এ্যাসেসমেন্ট এবং এ সকল বিষয়ে আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেট অর্জনের ফলে বিদেশী ক্রেতাগণ আরও বেশী বাংলাদেশী পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হবে?

১১. শিল্প ক্লাষ্টারের চাহিদা ও সুবিধার্থে কমন ফেসেলিটিজ সেন্টার (সিএফসি) যেমন- রিসাইক্লিন ফেসিলিটিজ (প্লাষ্টিক ও চামড়া), লেদার কোল্ড স্টোরেজ, ওয়্যার হাউজ, অগ্নি নির্বাবপন ব্যবস্থা ইত্যাদি দেয়ার ফলে কারখানার অথবা ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের উন্নয়নে বেশী অবদান রাখবে?

১২. টেকনোলজি সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং আপনাদের কারখানাকে নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার ফলে আপনাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মান বিশ্বমানের হবে?

১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নের সবল ও দুর্বল দিকগুলো সর্ম্পকে আপনার মতামত বলুন।

১৪. এই প্রকল্প সর্ম্পকে আপনাদের আরো কিছু মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন।

ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন

সংযুক্তি-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে এর
FGD গাইডলাইন

পরিচিতি ও গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণনা

আচ্ছালামু আলাইকুম/নমস্কার
আমি ----------।"উন্নয়ন ধারা" নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। উন্নয়ন ধারা, বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণা/জরিপ কার্য পরিচালনা করে আসছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি জরিপ কার্যক্রমের জন্য এসেছি। আপনারা অবগত আছেন যে, বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, পাদুকা, প্লাষ্টিক এবং হালকা প্রকৌশলী বিষয় বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কারখানার পরিবেশ উন্নয়নে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রবেশের জন্য সাবিক সহযোগীতা প্রদান করছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর পক্ষ থেকে বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য আপনাদের কারখানায় এসেছি।

গোপনীয়তা এবং সম্মতি: আমরা এই আলোচনায় উক্ত প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের সেবা অর্থাৎ প্রশিক্ষণ, সচেতনমূলক সভা, নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচয়, আথিক সহযোগীতা প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কিছু জানতে চাইব।

আপনাদের প্রদত্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং এই তথ্য সংগ্রহ করতে আমাদের আনুমানিক এক ঘন্টা সময় লাগবে। জরিপে অংশগ্রহনের জন্য আপনাদের কোন প্রকার জোর করা হবে না এবং আমরা আশা করছি আপনারা স্বেচ্ছায় প্রশ্নোত্তর দিতে সম্মত হবেন কেননা এই বিষয়ে আপনাদের মতামত আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা কোন উত্তর না দিতে চাইলে আমাদেরকে বলবেন আমরা পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাব। এই জরিপে আমাদেরকে সহায়তা করার জন্য আমরা আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আপনাদের কি এই জরিপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আছে? আমরা কি তাহলে শুরু করতে পারি ?

হাজিরা সিট:

নাম	এনআইডি নং	পেশা	কারখানার নাম /ধরন	স্বাক্ষর

গাইডলাইন/নমুনা প্রশ্নপত্র

১. প্রকল্প সম্পর্কে বাস্তবায়নে আপনাদের মতামত বর্ণনা করুন।

২. প্রকল্পের সাথে আপনার প্রতিষ্ঠান কিভাবে জড়িত সম্পৃক্ত এ ব্যাপারে কিছু বলুন? ***(সোর্স ফ্যাক্টরির জন্য)***

৩. আপনারা কি মনে করেন এই প্রকল্প থেকে যে সকল সেবা দেয়া হবে (ইআরএফ গ্রান্ড, কমন ফ্যাসেলিটিজ সেবা টেকনোলজি সেন্টার থেকে সেবা) এর ফলে আপনাদের শিল্প কারখানার পরিবেশ, সামাজিক ও পণ্যের গুণগত মান এবং রপ্তানি বাণিজ্য আরো উন্নত হবে?

৪. আপনারা কি মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে আপনাদের কারখানায় আরো বেশী চাকুরির সুযোগ তৈরী হবে?

৫. আপনারা কী মনে করেন এই প্রকল্পের ফলে আপনাদের দক্ষতা বাড়বে এবং ফলে কারখানার উৎপাদনে আরও বেশী অবদান রাখবে?

৬. আপনি কি মনে করেন পরিবেশ, সামাজিক এবং কোয়ালিটি কমপ্লায়েন্স (ইএসকিউ) এ্যাসেসমেন্ট করা এবং এর উন্নয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সার্টিফিকেট অর্জনের মাধ্যমে বিদেশী ক্রেতাগণ আরও বেশী বাংলাদেশী পণ্য ক্রয়ে আগ্রহী হবে?

৭. প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকগুলো সর্ম্পকে আপনার মতামত বলুন।

৮. এই প্রকল্প সর্ম্পকে আপনাদের আরো কিছু মূল্যবান মতামত থাকলে বলুন।

ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার

সংযুক্তি-৪

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য

ক্রয় চেকলিস্ট

বিশ্বব্যাংকের প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন ২০১৬/সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত নীতি-২০০৬, সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-২০০৮ অনুযায়ী মালামাল/সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী

# নং	বিষয়	উত্তর	
১.	মন্ত্রণালয়/বিভাগ		
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা		
৩.	দরপত্র অনুযায়ী কাজের নাম ও প্যাকেজ নং		
৪.	দরপত্রটি ইজিপিতে আহ্বান করা হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	না
৫.	দরপত্র বা প্রস্তাব প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন ২০১৬/ পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ	না
৬.	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)		
৭.	দরপত্র বিক্রয় শুরু তারিখ		
৮.	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	তারিখঃ সময়ঃ	
৯.	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	তারিখঃ সময়ঃ	
১০.	প্রাপ্ত মোট দরপত্রের সংখ্যা	----------টি	
১১.	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ সময়ঃ	
১২.	দরপত্রের জামানত যথাযথভাবে verify করাহয়েছিল কি না?	হ্যাঁ	না
১৩.	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরির তারিখ		
১৪.	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কমিটির সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর আছে কি না?		
১৫.	রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	---------- টি	
১৬.	নন-রেসপনসিভ দরপত্রের সংখ্যা	---------- টি	
১৭.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ		
১৮.	ক্রয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়েছিল কি না?	হ্যাঁ	না
১৯.	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন অনুমোদনের তারিখ		
২০.	Notification of Award প্রদানের তারিখ		

২১.	দরদাতা/প্রস্তাবদাতা কর্তৃক প্রস্তাবিত মোট চুক্তির মূল্য	----------টাকা	
২২.	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট চুক্তির মূল্য	----------টাকা	
২৩.	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ		
২৪.	□ সময় বৃদ্ধি থাকলে □ কতদিন বৃদ্ধি □ এবং কারণ		
২৫.	চুক্তি/কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ		
২৬.	যদি সময় বৃদ্ধি করা হয় তবে সময় বৃদ্ধির পর কাজ সমাপ্তির তারিখ		
২৭.	ক্রয়কৃত মালামাল ক্রমিক অনুসারে সরবরাহ কালে নিয়ম মাফিক ইনভেন্টরী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল কি না?	হ্যাঁ	না
২৮.	না হয়ে থাকলে কেন ?		
২৯.	দরপত্রের উল্লেখিত মূল্য ডিপিপি/আরডিপিপি অপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছিল কি না?	হ্যাঁ	না
৩০.	যদি হয়ে থাকে তবে কেন ?		
৩১.	সরবরাহকৃত মালামালের কোন ওয়ারেন্টি ছিল কি ?	হ্যাঁ	না
৩২.	যদি থাকে তবে কত দিন/মাস/বছর		
৩৩.	ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন ২০১৬/পিপিআর ২০০৮ এর কোন ব্যত্যয় হয়েছিল কি না ?	হ্যাঁ	না
৩৪.	যদি হয়ে থাকে তবে তার কারণ উল্লেখ করুণ		
৩৫.	ক্রয় সংক্রান্ত রেকড়পত্র সংরক্ষিত আছে কি না ?	হ্যাঁ	না
৩৬.	অডিট হয়েছিল কিনা? কোন আপত্তি থাকলে তার বর্ণনা	হ্যাঁ	না

তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও স্বাক্ষর
(সিলসহ)

তথ্য সংগ্রহকারী নাম ও স্বাক্ষর

রেফারেন্স

সংযোজনী/পরিশিষ্ট : (সার্ভে সিডিউল, তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি)।

Unnyan Dhara
The Hub of Consultancy Service
House # 31/2, Road # 6
Block # Ka, Shyamoli Housing Society
Adabar, Dhaka-1207
Cell Phone # 88-01712100559
e-mail id: Sayeed.luna@gmail.com